নগর সংস্করণ

শনিবার

৫ অক্টোবর ২০২৪

২০ আশ্বিন ১৪৩১, ১ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৪

সড়কে দুর্নীতি, নেপথ্যে কাদেরসহ প্রভাবশালীরা

সড়ক-সেতু নির্মাণ ও মেরামত

১২ বছরে সড়কে ব্যয় ৮৩ হাজার কোটি টাকা। কাজ পেয়েছে ১৫ প্রতিষ্ঠান। আশীর্বাদ ছিল কাদের, শেখ সেলিম, শেখ হেলাল, তারিক সিদ্দিকের।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

সড়কের ঠিকাদারি কাজে এক বিস্ময়ের নাম ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই)। ২০১৭ সালের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠানটি সড়কে কাজ শুরু করে। মাত্র ছয় বছরে তারা সড়কে একক ও যৌথভাবে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার ঠিকাদারি পেয়েছে, যা মোট কাজের ১০ শতাংশ।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের সাতজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, এনডিই ঠিকাদারি কাজ পেতে আওয়ামী লীগ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করত। ওবায়দুল কাদের কর্মকর্তাদের বলে দিয়েছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটির পেছনে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সামরিক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক।

২০১১-১২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এক যুগে সওজের ঠিকাদারি কাজের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়ে এনডিইর মতো ১৫টি প্রতিষ্ঠান ব্যয়ের দিক দিয়ে মোট কাজের ৯০ শতাংশ পেয়েছে। এক যুগে সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে ৮৩ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে সরকার। যার মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার কাজ একক ও যৌথভাবে পেয়েছে ওই ১৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ঠিকাদারি কাজ পাওয়া, নিম্ন মানের কাজ করে টাকা তুলে নেওয়া এবং বেশি কাজ করা দেখিয়ে বাড়তি বিল আদায়—এগুলোর জন্য ঠিকাদারেরা মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও নেতাদের হাতে রাখতেন। এটা বিগত সরকারের আমলে 'ওপেন সিক্রেট' হয়ে পড়েছিল। এটা ছিল দুর্নীতির মহামারি।

সওজের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ১ হাজার ১০০টি; কিন্তু মাত্র ১৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কীভাবে ৯০ শতাংশ কাজ পেয়েছে, তা

ওবায়দুল কাদের

শেখ সেলিম

শেখ হেলাল

তারিক আহমেদ সিদ্দিক

> ঠিকাদারি কাজ পাওয়া, নিম্নমানের কাজ করে টাকা তুলে নেওয়া এবং বেশি কাজ করা দেখিয়ে বাড়তি বিল আদায়...বিগত সরকারের আমলে 'ওপেন সিক্রেট' হয়ে পড়েছিল। এটা ছিল দুর্নীতির মহামারি।
>
> **সামছুল হক**, অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সওজের প্রকৌশলীরা বলছেন, এসব ঠিকাদার সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের 'আশীর্বাদে' ছিলেন। যদিও ঠিকাদারদের কেউ কেউ বলছেন, নেতাদের আশীর্বাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও সওজের কর্মকর্তাদের 'কমিশন' দিতে হতো। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব নিলেই তাঁদের অবৈধ আয় বেরিয়ে আসবে।

সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়া ১৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হলো হাসান টেকনো বিল্ডার্স, রানা বিল্ডার্স, এনডিই, মোজাহার এন্টারপ্রাইজ, মো. মঈনউদ্দিন (বাঁশি) লিমিটেড, তাহের ব্রাদার্স, মোহাম্মদ আমিনুল হক লিমিটেড, মাসুদ হাইটেক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সংক্ষিপ্ত সফরে গতকাল বাংলাদেশে এসেছিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম। সফরকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন তিনি। গতকাল রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। ছবি : পিআইডি

১৮ হাজার কর্মী নেওয়ার আশ্বাস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর

ইউএনবি, *ঢাকা*

উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, তাঁর সরকার সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রথম ধাপে ১৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিকের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগ দেবে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকার একটি হোটেলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। ওই হোটেলে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আগে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত একান্ত বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, 'আমরা পুরো ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমাদের শ্রমিক দরকার, তাদের আধুনিক দাস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তারা বাংলাদেশ বা অন্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, আমি এখানকার মতো আগেও প্রকাশ্যে এ কথা বলেছি।'

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বাংলাদেশকে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি বা বিদেশি কারও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস শ্রমিক ইস্যুতে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য দেশের সব মানুষের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আনুমানিক আট লাখ বাংলাদেশি এখন মালয়েশিয়ায় কাজ করেন। এর মধ্যে ২০২২ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ অভিবাসী হয়েছেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, তিনি তাঁর পুরোনো বন্ধুকে ঢাকায় স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ, তাঁরা চার দশকের বেশি সময় ধরে একে অপরকে চেনেন।

অধ্যাপক ইউনূস ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন বিপ্লব, ছাত্র ও জনগণের আত্মত্যাগ এবং পূর্ববর্তী সরকারের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংস্কার কমিশনগুলো রোববার থেকে কাজ শুরু করতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছয় সংস্কার কমিশনের পাঁচটির প্রজ্ঞাপন জারি হলেও নির্ধারিত সময়ে তারা কাজ শুরু করতে পারেনি। আগামীকাল রোববার থেকে কাজ শুরু করতে পারে বলে জানা গেছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠনে এখনো কোনো প্রজ্ঞাপন হয়নি। ছয়টি কমিশনই ১ অক্টোবর কাজ শুরু করবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।

এদিকে কমিশনগুলোর জন্য এখনো কার্যালয়ও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। তবে কোনো কোনো কমিশনের প্রধানেরা বলছেন, যেহেতু ৯০ দিনের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভোটে জিতলে জাতীয় সরকার গঠন করবে বিএনপি

বিশেষ সাক্ষাৎকার শেষ পর্ব

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বিএনপি নির্বাচনে জয়ী হলে জাতীয় সরকার গঠন করতে চায়। এ নিয়ে তাদের ভাবনা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ও চলমান রাজনীতি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন দলটির মহাসচিব **মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর**। ঢাকার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে

মির্জা ফখরুল

তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **কাদির কল্লোল** ও **সেলিম জাহিদ**। দুই পর্বের সাক্ষাৎকারের আজ প্রকাশিত হলো শেষ পর্ব।

প্রথম আলো : নির্বাচনে জয়ী হলে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছেন। জাতীয় সরকার আসলে কী, এর ধারণাটা কী?

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : এর ধারণাটা হচ্ছে, আপনি এখনো আন্দোলন করছেন, এরপর আপনি নির্বাচন করলেন। নির্বাচন করে ওখানে ১০টি দল জিতল। ৫ জন, ১০ জন, ১৫ জন, যা নিয়ে হোক জিতল। তাদের নিয়ে আমরা একটা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

লেবানন-সিরিয়া সীমান্তের মাসনা ক্রসিংয়ে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে ক্রসিংয়ের সড়কপথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যান চলাচলের উপায় নেই। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হেঁটেই সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন লোকজন। গতকাল দক্ষিণ-পূর্ব লেবাননে। ছবি : রয়টার্স

লেবাননে ইসরায়েলি অভিযান জোরদার

প্রয়োজনে ইসরায়েলে আবার হামলা হবে, খামেনির হুঁশিয়ারি

রয়টার্স ও **সিএনএন**, *বৈরুত*

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান হামলার মধ্যে ইসরায়েলের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলকে মোকাবিলায় তেহরান ও তার মিত্ররা কখনো পিছু হটবে না। প্রয়োজনে আবার ইসরায়েলে হামলা চালানো হবে।

রাজধানী তেহরানে জুমার নামাজের খুতবায় খামেনি ইসরায়েলের উদ্দেশে এ হুঁশিয়ারি দেন। খামেনি সাধারণত জনসমক্ষে আসেন না। প্রায় পাঁচ বছর পর গতকাল শুক্রবার তেহরানে জুমার নামাজে উপস্থিত হন তিনি।

এদিকে লেবাননে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল। দেশটিতে একযোগে বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত মঙ্গলবার স্থল অভিযান শুরুর পর তারা ২৫০ হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকে হত্যার দাবি করেছে।

দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে দেশটিতে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এসব হামলায় সংগঠনটির প্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ কয়েকজন নেতা নিহত হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সমর্থিত যেসব সশস্ত্র সংগঠন রয়েছে, হিজবুল্লাহ তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। নাসরুল্লাহকে হত্যার পর মঙ্গলবার ইসরায়েলে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান।

'পিছু হটবে না ইরান'

খামেনি তাঁর ভাষণে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে 'ন্যায্য ও বৈধ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে ইরানের প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর নেতাদের হত্যা করা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

» আমার বাসার কাছেই ছিল নাসরুল্লাহর আস্তানা পৃষ্ঠা ১০

» যোগাযোগব্যবস্থায় হামলা, বিপর্যয়ে বেসামরিক মানুষ পৃষ্ঠা ১১

সাত বছর পর ফলাফলের ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল

নিয়ম মেনে সর্বশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালের জুনে। এর পর থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এসব নিয়ন্ত্রণ করতেন।

প্রতিনিধি, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

দীর্ঘ সাত বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হলে ফলাফলের ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার থেকে শিক্ষার্থীরা হলে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে কোন হলে কারা আসন বরাদ্দ পেয়েছেন, সেটি প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হলে নিয়ম মেনে সর্বশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালের জুনে। এর পর থেকে বরাদ্দ বন্ধ ছিল। শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এককভাবে এসব নিয়ন্ত্রণ করতেন। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হলে তবে আসন মিলত।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে আগামীকাল রোববার। এর আগে হলের বরাদ্দের এ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে অনলাইনে। পরীক্ষার ফলাফলে এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরাই আসন পেয়েছেন। তবে চূড়ান্তভাবে হলে উঠতে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, হলে থাকতে হলে শিক্ষার্থীদের ডোপ টেস্টের ফলাফল দেখাতে হবে। টেস্টে পজিটিভ এলে হলে থাকার সুযোগ পাবেন না ওই শিক্ষার্থী। মাদকমুক্ত ক্যাম্পাস গড়তেই এ সিদ্ধান্ত।

সাত বছর পর বরাদ্দ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলের মধ্যে চালু রয়েছে ১২টি। এর মধ্যে ছাত্রদের ৭টি আর ছাত্রীদের ৫টি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বৈষম্য কমাতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ প্রাকৃতিক বা অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণেই তা ঘটেছে। কীভাবে বৈষম্য কমানো যায়, তা নিয়ে লিখেছেন **কল্লোল মোস্তফা**।

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও হতে পারে অতি ভারী বর্ষণ।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪২ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : কয়রায় ৩৩.৩° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : সন্দ্বীপে ২৩.৫° সেলসিয়াস

আসামি শেখ হাসিনাসহ ১১৩ জন

‘মার্চ ফর ডেমোক্রেসি’ কর্মসূচিতে বাধার অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির ‘মার্চ ফর ডেমোক্রেসি’ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১৩ জনকে আসামি করে গতকাল শুক্রবার রাতে রাজধানীর গুলশান থানায় একটি মামলা হয়েছে।

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ আহমেদ মামলার বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন।

বিএনপি সূত্র জানায়, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মো. শরীফুল ইসলাম মামলাটি করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিএনপির মার্চ ফর ডেমোক্রেসি কর্মসূচিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশ সদস্যরা রাস্তায় বালুর ট্রাক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন।

মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার, এ কে এম শহীদুল হকসহ ১১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

সংস্কার কমিশনগুলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে কমিশনগুলোকে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, সে জন্য তাঁরা সময় ক্ষেপণ না করে রোববার থেকেই পুরোদমে কাজ শুরু করতে চান।

নির্বাচনব্যবস্থা-সম্পর্কিত সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। এখন পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠিত হওয়ায় তিনি পুরোদমে কাজ শুরু করবেন।

অন্য কমিশনগুলোও কাল থেকে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুর্নীতি দমনবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান জানিয়েছেন, সদস্যদের নামসহ কমিশনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় গত বৃহস্পতিবার। এর পর থেকে তিনি কাজ শুরু করার জন্য কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, কথাবার্তা বলছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া বাকি পাঁচটি কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে প্রথমে আইনজীবী শাহদীন মালিকের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে তা পরিবর্তন করে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দু-এক দিনের মধ্যেই সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্যদের নামসহ প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে সরকারি সূত্র জানিয়েছে।

ছয় কমিশনেই একজন করে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকবেন। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নাম যুক্ত করা হয়নি।

ডেঙ্গু রাজধানীর মধ্য বাড্ডা এলাকা থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ছয় দিন ধরে চিকিৎসাধীন শিশু সাবা ইসলাম। হাসপাতালের বিছানায় মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনছে সে। গতকাল দুপুরে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ছবি : দীপু মালাকার

গাজীপুরে ছুটির দিনেও খোলা ছিল ৩০ শতাংশ কারখানা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বেশ কিছুদিন ধরে চলমান শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের কারণে বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গাজীপুরে গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও ৩০ শতাংশ পোশাক কারখানা খোলা ছিল।

শিল্প পুলিশ সূত্র জানায়, গাজীপুরের শিল্প এলাকায় বকেয়া বেতন, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, নতুন করে শ্রমিক নিয়োগসহ নানা দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে শ্রমিক বিক্ষোভ চলে আসছিল। এসব দাবি আদায়ে বিভিন্ন সময়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। আন্দোলনের কারণে জেলার অধিকাংশ কারখানায় উৎপাদনও ব্যাহত হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গাজীপুরে গতকাল ৩০ শতাংশ কারখানা খোলা রাখা হয়। বাকি কারখানাগুলোতে ছিল সাপ্তাহিক ছুটি।

গাজীপুরের ভোগড়া এলাকার একটি পোশাক কারখানার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তাঁর কারখানায় কোনো শ্রমিক বিক্ষোভ হয়নি। তারপরও আশপাশের কারখানাগুলোর শ্রমিকেরা যখন আন্দোলন করছিলেন, তখন কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই গতকাল বন্ধের দিনে কারখানা খোলা রাখা হয়।

ছুটির দিনেও কর্মস্থলে যাচ্ছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সকাল আটটায় গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের তথ্যমতে, পুরো জেলায় নিবন্ধিত কারখানা আছে ২ হাজার ৬৩৩টি। এর বাইরে অনিবন্ধিত কারখানা আছে ৪০০-৫০০টি। এসব কারখানায় শ্রমিক কাজ করেন প্রায় ২২ লাখ।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, গাজীপুরে গতকাল বেশির ভাগ কারখানাই বন্ধ ছিল। তবে কারখানার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ৩০ শতাংশ কারখানা খোলা রাখা হয়। এ ছাড়া গতকাল কোথাও কোনো শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু হচ্ছে আজ

অন্তর্বর্তী সরকার

প্রথম দিনে বিএনপি, জামায়াতসহ তিনটি রাজনৈতিক দল ও তিনটি পৃথক জোটের শরিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছয় সংস্কার কমিশন ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজ শনিবার শুরু হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের সংলাপ। আজ বেলা আড়াইটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপিকে দিয়ে এ আলোচনা শুরু হবে।

জানা গেছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এ সংলাপে অন্য উপদেষ্টারাও উপস্থিত থাকবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এটি হবে অন্তর্বর্তী সরকারের তৃতীয় দফা সংলাপ।

সরকারি সূত্রগুলো জানিয়েছে, দেশের নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য সরকার ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি কমিশন গঠন করেছে। খুব শিগগির সংবিধান সংস্কার কমিশনও গঠন হবে। মূলত এই সংস্কার কমিশনগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা ও মতামত চাওয়া হবে। এ ছাড়া ৯ সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, আইনশৃঙ্খলাসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দিনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ তিনটি রাজনৈতিক দল ও আরও তিনটি পৃথক জোটের শরিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার কথা রয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এ আলোচনায় অংশ নেবেন।

স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, এ সংলাপের গুরুত্ব হচ্ছে, একটি রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ স্বৈরাচারকে বিতাড়িত করেছে—যারা রাষ্ট্রকাঠামো এবং রাষ্ট্রের চরিত্রকেই নষ্ট করে দিয়েছে। এখন ফ্যাসিবাদমুক্ত জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সংসদ এবং তাদের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার। এটা নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এটা মাথায় রেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো সেরে জনগণের কাছে যাওয়ার বিকল্প নেই।

বিএনপির পর আজ বেলা তিনটায় জামায়াতে ইসলামী, সাড়ে তিনটায় গণতন্ত্র মঞ্চ, বিকেল চারটায় বাম গণতান্ত্রিক জোট, সাড়ে চারটায় হেফাজতে ইসলাম, পাঁচটায় ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সংলাপ হবে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রথম দিনে আড়াই ঘণ্টায় দেশের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব দলের সঙ্গে সংলাপ হবে। গণতন্ত্র মঞ্চের শরিক দলগুলো হলো জেএসডি, নাগরিক ঐক্য, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, ভাসানী অনুসারী পরিষদ ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সিপিবি, বাসদ খালেকুজ্জামান, বাসদ (মার্ক্সবাদী), গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি। হেফাজতে ইসলাম একটি ধর্মভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠন। জানা গেছে, হেফাজত-সংশ্লিষ্ট দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে সংলাপে অংশ নিতে সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নেতারা হেফাজতের কমিটিতে আছেন।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তাদের সঙ্গী ১৪-দলীয় জোটকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হবে না। জাতীয় পার্টিকে এখনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এ বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গেছে। দুর্গাপূজার পর আগামী শনিবার আবার সংলাপে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। গণ অধিকার পরিষদ ও আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি) সঙ্গে পরের শনিবার সংলাপ হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং

বাংলাদেশে প্রতিমা ভাঙচুর সঠিক বার্তাবহ নয়

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে ভারত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উৎসবের ক্ষেত্রে এসব ঘটনা প্রকৃত বার্তা দেয় না।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণ এবং আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে কোথাও কোথাও মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র বলেন, ‘সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। আশা করি, সেই সুরক্ষা সংখ্যালঘুদের দেওয়া হবে।’

রণধীর জয়সোয়াল বলেন, মূর্তি ভাঙার মতো ঘটনা মোটেই অভিপ্রেত নয়। এই উৎসব সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার কথাই বলে। এ ধরনের ঘটনা একেবারেই সঠিক বার্তাবহ নয়।

ব্রিফিংয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্তব্য না করে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, কূটনীতিকদের নিযুক্তি, বদলি বা প্রত্যাহার করার বিষয়টি যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

জাতিসংঘের আসরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠক করেন। বৈঠকে সার্ক পুনরুজ্জীবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের মতামত জানতে চাওয়া হলে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতাকে ভারত খুব গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে বিমসটেককে ভারত যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কিন্তু সার্ক কেন থমকে রয়েছে, তা সবার জানা। একটি বিশেষ দেশের আচরণই সে জন্য দায়ী।

সার্কের অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য নাম উল্লেখ না করে পাকিস্তানকে দায়ী করলেও ১৫ ও ১৬ অক্টোবর সে দেশে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার ব্রিফিংয়ে এ খবর জানান জয়সোয়াল।

১৮ হাজার কর্মী নেওয়ার আশ্বাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকস্থলে যাওয়ার জন্য একই গাড়িতে ওঠেন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তাঁরা রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ—এই তিন মূল ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ানে বাংলাদেশের ‘সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার’ হওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে উত্থাপন করা হয়।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ‘কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ’-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার কোম্পানি ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর সমস্যা দ্রুত সমাধান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি, সুশাসন ও অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে তারা আপস করে না।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যত দ্রুত সম্ভব যৌথ কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

রোহিঙ্গা সংকট টাইম বোমা, যেকোনো সময় বিস্ফোরণ হতে পারে : ড. ইউনূস

যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত ও আন্তর্জাতিক সমাধানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে, বাংলাদেশের একার হাতে নয়।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা বিষয়টি উত্থাপন অব্যাহত রাখব। মালয়েশিয়া আমাদের এ কাজে সহযোগিতা করবে। আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করতে হবে।’

ড. ইউনূস বলেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ, এটি মালয়েশিয়ার জন্যও একটি সমস্যা, সেখানেও স্বল্পসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আমরা আসিয়ান, মালয়েশিয়া সরকার এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করি।’

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আসিয়ানের পরবর্তী সভাপতি হতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া।

অধ্যাপক ইউনূস রোহিঙ্গা সংকটের দুটি দিক তুলে ধরেন। ৭ বছর ধরে ১২ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রতিবছর গড়ে জন্ম নেওয়া ৩২ হাজার নতুন শিশু।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, জন্মহার নিয়ে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন নয়, তাদের জীবনে কী ঘটছে, সেটাই আসল ব্যাপার। তিনি বলেন, তরুণদের একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। এটা ক্ষুব্ধ তরুণদের একটি প্রজন্ম। তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, পুরো বিশ্বের জন্য উদ্বেগের বিষয় হলো রোহিঙ্গা সংকট একটি টাইম বোমা, যা যেকোনো সময় বিস্ফোরণ হতে পারে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, মালয়েশিয়া এই সমস্যার আন্তর্জাতিক সমাধানের জন্য আসিয়ান ও আন্তর্জাতিক ফোরামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।

লালগালিচা সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সংক্ষিপ্ত সফরে শুক্রবার ঢাকায় আসেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

গতকাল বেলা ২টায় ৫৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তাঁকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় গান স্যালুট ও গার্ড অব অনারের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানানো হয়।

বিমানবন্দরে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

প্রায় এক দশক পর মালয়েশিয়ার কোনো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করলেন। গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর এটিই বাংলাদেশে কোনো সরকারপ্রধানের প্রথম সফর।

বিমানবন্দর থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে গতকাল সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাসসকে জানান, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সড়কে দুর্নীতি, নেপথ্যে কাদেরসহ প্রভাবশালীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইঞ্জিনিয়ার্স, স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স, এম/এস সালেহ আহমেদ, এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, রিলায়েবল বিল্ডার্স, তমা কনস্ট্রাকশন, মাহফুজ খান লিমিটেড ও আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন।

কাজ পেতে জালিয়াতি ও অনিয়ম প্রকাশ পাওয়ায় এ বছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৫ প্রতিষ্ঠানকে ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত কালোতালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে শীর্ষ ১৩টি ঠিকাদারি (স্পেক্ট্রা ও এম এম বিল্ডার্স ছাড়া) প্রতিষ্ঠান ছিল।

সওজ সূত্র বলছে, আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে সড়কের ঠিকাদারি কাজ তিনটি পক্ষ নিয়ন্ত্রণ করত: ১. আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী নেতা-সংসদ সদস্য। ২. সাবেক সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের স্বজন ও ঘনিষ্ঠ কয়েকজন এবং ৩. সওজের কয়েকজন প্রকৌশলী। ২০১১ সালে ওবায়দুল কাদের সড়কমন্ত্রী হওয়ার পর ধীরে ধীরে ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী, ওবায়দুল কাদেরের ভাই আবদুল কাদের মির্জা, ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রী ইশরাতুন্নেছা কাদের ও নোয়াখালীর সাবেক সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর চক্র গড়ে ওঠে।

২০২১ সালে কাদের মির্জা নিজের ভাই, ভাবি ও একরাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে সারা দেশে আলোচিত হন। সাবেক সড়কমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, ঠিকাদারি কাজের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়েই কাদের মির্জার সঙ্গে ওবায়দুল কাদের ও তাঁর স্ত্রীর বিরোধ তৈরি হয়। পরে অবশ্য দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূর হয়। মন্ত্রণালয় ও সওজে আবার তদবিরের সুযোগ ও ঠিকাদারি কাজ পেয়ে চুপ হয়ে যান কাদের মির্জা।

সড়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলোকে* বলেন, আসলে বিগত সরকারের আমলে কাকে কাজ দেওয়া হবে, তা আগে ঠিক করা হতো। এরপর দরপত্র ডাকার আনুষ্ঠানিকতা করা হতো। তিনি বলেন, এটা আর চলবে না। প্রতিযোগিতা বাড়াতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা হবে। অতীতের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে তিনি একটি বিস্তৃত তদন্ত করার কথাও ভাবছেন।

নেতাদের আশীর্বাদে তাঁরা বড় ঠিকাদার

সড়কে ১২ বছরে সবচেয়ে বেশি টাকার কাজ পাওয়া ঠিকাদার হাসান টেকনো বিল্ডার্স। তারা পেয়েছে ১১ হাজার ১১৮ কোটি টাকার কাজ। দ্বিতীয় রানা বিল্ডার্স, তারা পেয়েছে ১০ হাজার ৯১১ কোটি টাকার কাজ।

হাসান টেকনোর মালিক নাজমুল হাসান। রানা বিল্ডার্সের মালিক মো. আলম। তাঁরা দুজন মামা-ভাগনে। বাড়ি কুমিল্লায়। নাজমুল হাসান কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। জালিয়াতির অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানই নিষিদ্ধ হয়েছে।

হাসান টেকনোর মালিক নাজমুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা সব কাজ প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম দামে পেয়েছেন। বাহাউদ্দিন বাহারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি।

অন্যদিকে রানা বিল্ডার্সের মালিক মো. আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি চার দশক ধরে সওজে ঠিকাদারি করেন। যোগ্য বলেই কাজ পেয়েছেন। যৌথভাবে কাজ করতে গিয়ে অন্য ঠিকাদারের ভুলে নিষিদ্ধ হয়েছেন।

মো. আলমের ভাতিজা জুলফিকার হোসেনের (মাসুদ রানা) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম মাসুদ হাইটেক। প্রতিষ্ঠানটি ৪ হাজার ৩৮১ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকার কাজ পাওয়া ঠিকাদারের মধ্যে এটি অষ্টম।

জুলফিকারের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ জুয়েল ও নারায়ণগঞ্জের আলোচিত-সমালোচিত সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সখ্য রয়েছে বলে সওজ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সওজের তথ্য বলছে, এনডিই সড়কে মাত্র ছয় বছর কাজ করে এক যুগে সর্বোচ্চ কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে উঠে আসে। জাল ও ভুয়া নথি জমা দিয়ে ঠিকাদারি কাজ নেওয়ার তথ্য-প্রমাণ পেয়ে গত ৬ জুলাই ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় এনডিইকে। তখন তারা উচ্চ আদালতে যায়। আদালত নিষিদ্ধ করার ওপর স্থগিতাদেশ দেন।

সাগর ইনফো বিল্ডার্স নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সড়কে ৩৯টি কাজ করেছে। সওজ সূত্র বলছে, এর সব কটিই এনডিইর সঙ্গে যৌথভাবে করেছে তারা। এটিও তারিক আহমেদ সিদ্দিকের আশীর্বাদপুষ্ট।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনডিইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়হান মুস্তাফিজ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা ব্যবসায়ী, তারিক সিদ্দিককে লাগে না। খালেদা জিয়াও আমার আত্মীয়।’ তিনি বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা গণপূর্তের কাজ বেশি করেছেন। পরে সড়কে এসেছেন। সরকারি প্রাক্কলনের চেয়ে কম টাকায় দরপত্র দিয়ে তাঁরা কাজ পেয়েছেন।

অবশ্য অভিযোগ আছে, সড়কে যাঁদের কাজ দেওয়ার চেষ্টা থাকে, তাঁদের সরকারি প্রাক্কলন আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী তিনি কাজ পান। দরপত্রের শর্তও পছন্দের ঠিকাদারের যোগ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়।

বেশি কাজ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে চতুর্থ মোজাহার এন্টারপ্রাইজের মালিক কাজী মোজাহারুল ইসলাম। বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য ও শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তিনি। মোজাহার এন্টারপ্রাইজ ৬ হাজার ৫৩১ কোটি টাকার কাজ করেছে। এর বড় অংশ খুলনা অঞ্চলে।

সড়ক ও জনপথের (সওজ) শীর্ষ ঠিকাদার
(২০১১-১২ : ২০২৩-২৪)

ঠিকাদার	কাজের সংখ্যা	মূল্য (কোটি টাকা)
হাসান টেকনো বিল্ডার্স	৫৬৩	১১,১১৮
রানা বিল্ডার্স	৫২৬	১০,৯৯৫
এনডিই	১৫৫	৮,৬৫০
মোজাহার এন্টারপ্রাইজ	১,৩০৯	৬,৫৩১
মঈনউদ্দিন (বাঁশি)	৭০২	৬,৪৬৫
তাহের ব্রাদার্স	১৫৭	৪,৯৮০
মো. আমিনুল হক (প্রা.) লি.	৩,৮৯৪	৪,৫৬৯
মাসুদ হাইটেক	১৬০	৪,৩৮১
স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স	৫১	৩,৯৩৩
এম/এস সালেহ আহমেদ	১৭১	২,৯৬০
এম এম বিল্ডার্স	৬৫	২,৮২৩
রিলায়েবল বিল্ডার্স	৬৫	২,৩৪৪
তমা কনস্ট্রাকশন	৫৯	২,৩০৯
মাহফুজ খান লি.	১৭৬	২,২৮২
আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন	১,৭০০	১,৯৩১

সূত্র : সওজ

এক যুগে সওজে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৪০,২৩২টি।

সাড়ে ৩৬ হাজার দরপত্রের মূল্য ১ লাখ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে। ব্যয় মোট ৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার মতো।

প্রায় ৪ হাজার দরপত্রের মূল্য ১ কোটি থেকে ৫০০ কোটি টাকা বা এর বেশি।

সর্বোচ্চ কাজ পাওয়ার তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে মঈনউদ্দিন (বাঁশি) লিমিটেড। তারা কাজ পেয়েছে ৬ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকার। সপ্তম স্থানে রয়েছে মোহাম্মদ আমিনুল হক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে ৪ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকার কাজ। সওজ সূত্র জানায়, এই দুজন ঠিকাদার সওজের কর্মকর্তাদের ‘ম্যানেজ’ করে কাজ বাগিয়ে নিতেন। তাঁরা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যখন যাঁকে দরকার ব্যবহার করতেন।

সর্বোচ্চ কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় দশম অবস্থায় থাকা এম এস সালেহ আহমেদ ২ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকার কাজ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিকের নাম সালেহ আহমেদ (বাবুল)। তিনি ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর ঘনিষ্ঠ। সওজের কর্মকর্তাদের মতে, প্রতিষ্ঠানটি আসলে নিজাম হাজারীই চালাতেন।

রিলায়েবল বিল্ডার্স ২ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকার কাজ করেছে। এর মালিক শফিকুল আলম (মিথুন)। তিনি সর্বোচ্চ কাজ পাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় ১২তম স্থানে রয়েছেন। শফিকুল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সওজ সূত্র বলছে, শেখ সেলিমের প্রভাবে সর্বশেষ গত নভেম্বরে গোপালগঞ্জে ১৩৭ কোটি এবং ঢাকায় গত বছরের অক্টোবরে ২৪২ কোটি টাকার কাজ পান শফিকুল। ঢাকার কাজটিতে তাঁর অংশীদার তাঁর বাবা শামসুল আলমের প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্ট ট্রেডিং অ্যান্ড বিল্ডার্স।

সংস্থাটির দুজন কর্মকর্তা বলেন, জালিয়াতি ধরা পড়ার পর চলতি বছরের শুরুতে রিলায়েবলকে কালোতালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নিলে তা ঠেকাতে শেখ সেলিম কয়েক দফা ফোন করেছিলেন।

ঠিকাদারি কাজ বাগাতে মডেলদের দিয়ে তদবির করানোর অভিযোগও রয়েছে। ২০২১ সালে একজন মডেলের কাছ থেকে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি জব্দ করা হয়। এটির নিবন্ধন ছিল রিলায়েবল বিল্ডার্সের নামে।

সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়া ঠিকাদারদের মধ্যে ১৩তম অবস্থানে তমা কনস্ট্রাকশন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রেল, স্থানীয় সরকার, গণপূর্ত, নৌসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিপুল কাজ পেয়ে আলোচিত হয় প্রতিষ্ঠানটি। এর মালিক আতাউর রহমান ভূঁইয়া নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন। বিগত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে যান তিনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম তমা কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে যুক্ত বলে আলোচনা আছে। যদিও তা সব সময় অস্বীকার করে আসছেন আতাউর রহমান। সড়কে ১২ বছরে তমা কাজ পেয়েছে প্রায় ২ হাজার ৩০৯ কোটি টাকার।

সওজের সূত্র জানায়, মির্জা আজম ছাড়াও সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং নোয়াখালীর সাবেক সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে তমার মালিকের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী হওয়ার পর তমা সওজে বেশ কিছু কাজ পায়। ২০২০ সালের শেষ দিকে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে একরাম চৌধুরীর সম্পর্কের অবনতি হয়। তমার মালিক আতাউর রহমানকে প্রতিপক্ষ একরাম চৌধুরীর লোক আখ্যা দিয়ে তাঁকে সওজের কাজ না দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের। তবে বছর দেড়েকের মধ্যে তাঁদের মনোমালিন্য দূর হয় এবং তমা সওজের কাজ পাওয়া শুরু করে।

সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪তম অবস্থানে মাহফুজ খান লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ২ হাজার ২৮১ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে। মাহফুজ খান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও তাঁর ছেলে সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর ঘনিষ্ঠ। সাদিক আবদুল্লাহ মেয়র থাকার সময় বরিশাল সিটি করপোরেশনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন মাহফুজ খান।

আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশনের অবস্থান ১৫তম। এর মালিক আবেদ মনসুরের বাড়ি নোয়াখালীতে। তিনি বিলবোর্ড, ব্যানার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করতেন। টেলিভিশন নাটকও প্রযোজনা করেছেন। সে সময়ই সাবেক সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। ওবায়দুল কাদের ও আবদুল কাদের মির্জার সঙ্গে একান্ত অনেক ছবি ফেসবুকে পোস্ট দেন আবেদ মনসুর।

২০১৮ সালের দিকে সওজে ঠিকাদারি শুরু করেন আবেদ মনসুর। সে সময় ওবায়দুল কাদের সড়কে বেশ দৌড়ঝাঁপ করতেন এবং আবেদ মনসুরকে সঙ্গে দেখা যেত। পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায়বিষয়ক উপকমিটির সদস্য হন আবেদ। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে ভোট করতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরমও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। ছয় বছরে আবেদ মনসুর সড়কে ১ হাজার ৯১৪ কোটি টাকার কাজ পেয়েছেন। সওজের কর্মকর্তারা বলছেন, শুরুতে অভিজ্ঞতার জাল সনদ জমা দিয়ে কাজ পেয়েছেন তিনি।

শীর্ষ তালিকায় না থাকলেও জে এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সড়কে আলোচিত। সাম্প্রতিককালে তারা সড়কে প্রায় ১৯৭ কোটি টাকার ১০টি কাজ পায়। প্রতিষ্ঠানটির পেছনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলোচিত ‘পিয়ন’ জাহাঙ্গীর আলম রয়েছেন বলে সওজ সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওবায়দুল কাদের, কাদের মির্জা, নিজাম হাজারী, একরাম চৌধুরী, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, বাহাউদ্দিন বাহারসহ প্রভাবশালী নেতারা আত্মগোপনে চলে যান। ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রী ইশরাতুন্নেছা কাদেরের বক্তব্য নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে শীর্ষ ঠিকাদারদের কেউ কেউ বঞ্চিত সেজেছেন। গত ১৮ আগস্ট সওজের প্রধান প্রকৌশলীকে ১০ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি দেন বঞ্চিত দাবি করা ঠিকাদারেরা। এতে নয়জন ঠিকাদার সই করেন, যার মধ্যে পাঁচজন সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়াদের তালিকায় রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো হাসান টেকনো বিল্ডার্স, এনডিই, রিলায়েবল বিল্ডার্স, মাসুদ হাইটেক ও এম এস সালেহ আহমেদ। ঠিকাদারদের কালোতালিকাভুক্ত করার জন্য সওজের যে দপ্তর কাজ করেছে, সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদকে গত মাসের শুরুতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বদলি করা হয়েছে। ঠিকাদারদের ১০ দফা দাবির অন্যতম ছিল এই কর্মকর্তাকে বদলি করা।

‘স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তদন্ত করা জরুরি’

২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সড়কে দুর্নীতির উৎস ও কারণ প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশসহ প্রতিবেদন সড়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দেয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সুপারিশ বাস্তবায়নে সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়। যদিও তাতে কান দেয়নি সড়ক মন্ত্রণালয়।

সওজ গত এক যুগে ৪০ হাজারের বেশি দরপত্র আহ্বান করেছে। এর মধ্যে সাড়ে ৩৬ হাজার দরপত্রের মূল্য ছিল প্রতিটি এক লাখ থেকে এক কোটি টাকার মধ্যে। এতে মোট ব্যয় ছিল প্রায় ৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। সূত্র বলছে, অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট এই কাজের নামে আসলে লুটপাট করা হয়।

বাকি চার হাজারের মতো দরপত্রের মূল্য ছিল প্রতিটি ১ কোটি থেকে ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি মূল্যের। তিনজন ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যেকোনো প্রকল্পে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ অর্থ রাজনীতিবিদ ও প্রকৌশলীদের কমিশন দিতে ব্যয় হয়। মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ঘুষ ও চাঁদার পেছনেও অর্থ ব্যয় হয়।

ঘুষ গ্রহণ, কাজ পেতে অবৈধভাবে সহায়তা করা ও জালিয়াতির সুযোগ করে দেওয়ার দায়ে সওজের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন সামছুল হক। তিনি বলেন, এর জন্য একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তদন্ত করা জরুরি।

“ পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো ব্যবস্থাকে স্বচ্ছতার মধ্যে আনতে হবে, জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে।

আনু মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
গতকাল এক গোলটেবিল আলোচনায়

সংক্ষেপে

চোখে আঘাতপ্রাপ্তদের জন্য পরামর্শের ব্যবস্থা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজধানীর জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ৫ থেকে ৭ অক্টোবর দেশি-বিদেশি চক্ষুবিশেষজ্ঞরা চক্ষুরোগীদের পরামর্শ দেবেন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। আন্দোলনে আহত সেসব চক্ষুরোগীর বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রয়োজন, তাঁদের জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে যোগাযোগের জন্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যোগাযোগের জন্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনটি মুঠোফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ নম্বর : ০১৭১৭৫৪৫৮৩৯, ০১৯৯৮৫৪৬৮৮৮, ০১৭১৭৪৮৭৮০৭।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি ভারত সরকারের

বাংলা ভাষাকে আদি বা ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকার। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ওই দিন বাংলাসহ পাঁচটি ভাষাকে ভারতের ধ্রুপদি ভাষা বা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এদিন ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নতুন করে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া অন্য চারটি ভাষা হলো মারাঠি, পালি, অসমিয়া ও প্রাকৃত ভাষা। এর আগে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছিল তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম ও ওড়িয়া ভাষা। বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে এই সংবাদে খুশি হয়েছি যে কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে।'
প্রতিনিধি, *কলকাতা*

মাছরাঙা

তারের ওপর অপেক্ষায় ছিল মাছরাঙাটি। পানিতে মাছ দেখামাত্রই ছোঁ মেরে শিকার করে তা। গতকাল পাবনা সদরের বলরামপুরে। ছবি : হাসান মাহমুদ

হিযবুত তাহ্‌রীরের মিডিয়া সমন্বয়ক গ্রেপ্তার

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের মিডিয়া সমন্বয়ক ইমতিয়াজ সেলিমকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট গতকাল শুক্রবার ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। এ ছাড়া পল্লবী ও খিলগাঁও থানার আরও দুটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। পুলিশ সূত্র জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা বিচারাধীন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আহতরা

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

কারও হাত, কারও পা কাটা পড়েছে। স্প্লিন্টারের আঘাতে কারও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে। গায়ে অসংখ্য স্প্লিন্টার নিয়ে অনেকে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

মঞ্জয় মল্লিক

জুনায়েদ আহমেদ

দলিল উদ্দিন

ইয়ামিন শেখ

সাভার প্রেসক্লাবের অফিস সহায়ক হিসেবে কাজ করতেন মঞ্জয় মল্লিক (১৮)। পরিচিতজনেরা তাঁকে চটপটে ছেলে হিসেবে চিনত। সেই ছেলে এখন চুপচাপ। গত ৫ আগস্ট বিকেলে প্রেসক্লাবের ভেতরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন। দুপুরের দিকে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। বিকেলে সাভার প্রেসক্লাবসহ আশপাশের এলাকায় হামলা ও ভাঙচুর শুরু হয়। ক্লাবের অদূরে একটি স্থানে আশ্রয় নেন মঞ্জয়। পুলিশের এক সদস্য তাঁকে পালিয়ে যেতে বলেন। একপর্যায়ে পুলিশের আরেক সদস্য তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। প্রথমে তাঁকে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ডান হাতে গুলি লাগায় চিকিৎসকেরা কনুইয়ের নিচ থেকে কেটে ফেলেন।

মঞ্জয়ের মা জ্যোৎস্না মল্লিক সাভার কলেজে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করেন। থাকেন সাভারের পার্বতীনগর এলাকায় এক কক্ষের টিনের একটি ভাড়া ঘরে। সংসারে আর্থিক অনটন লেগেই আছে। এর মধ্যে ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। তাঁরা সরকারি কোনো সহায়তা পাননি।

মঞ্জয় বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন দিন চিকিৎসা নিয়েছেন। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কৃত্রিম হাত সংযোজনের মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও মঞ্জয়ের জীবন স্বাভাবিক করা সম্ভব।

মঞ্জয় মল্লিক ও তাঁর পরিবারের মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কায় রয়েছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত অনেক ছাত্র, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, দিনমজুর, সাধারণ মানুষ ও তাঁদের পরিবার। তাঁদের কারও হাত কাটা গেছে, কারও পা। কেউ চোখ হারিয়েছেন। কারও এক চোখের আলো নিভে গিয়ে, অন্য চোখেও কম দেখছেন। তাঁদের বেশির ভাগই চিকিৎসার জন্য সরকারি কোনো সহায়তা এখনো পাননি বলে জানিয়েছেন।

চিকিৎসকেরা বলছেন, আহত এই মানুষগুলোর দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা দরকার। কিন্তু টানাটানির সংসারে তাঁদের চিকিৎসা অনেকটা অনিশ্চিত। পরিবারের সদস্য, চিকিৎসক ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত এই মানুষগুলোর বেদনাতুর কাহিনি জানা গেল।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গুরুতর আহত তিন শতাধিক ব্যক্তি এখনো বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এসব রোগীর চিকিৎসা দিতে যুক্তরাজ্য ও চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ঢাকায় এসেছে। চোখে আঘাত পাওয়া ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আসবেন।

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা করা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে আঘাতের কারণে ওই সময় বা পরবর্তী সময়ে শহীদ ব্যক্তির আইনসম্মত ওয়ারিশেরা সরকারের সহায়তা পাবেন। একই সময়ে আহত ও স্থায়ীভাবে অক্ষম ব্যক্তি এই সহায়তার আওতায় আসবেন। মেডিকেল বোর্ড কোনো আহত ব্যক্তিকে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা দেওয়ার সুপারিশ করলে তিনি চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রত্যেকের একটি স্বাস্থ্য কার্ড থাকবে।

নীতিমালার পাশাপাশি হতাহত ব্যক্তিদের একটি খসড়া তালিকা করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত আট বিভাগে মোট ১৮ হাজার ২৪৭ জন আহত ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। নিহত হয়েছেন ৬২২ জন। প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন ৫২৫ জন। এ ছাড়া চোখে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ৬৪৭ জন।

আহত এই মানুষদের চিকিৎসা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো. আবদুল মুনঈম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রথম দফায় চিকিৎসা শেষে যাঁরা এখন বাড়িতে আছেন, তাঁদের ফলোআপ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে নিকটের হাসপাতাল থেকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা নিতে পারেন। এ ছাড়া কারও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বা আর্থিক সহযোগিতা লাগলে স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটির হেল্পলাইন নম্বরে (০১৮১৮-২৭৯২১৭ ও ০১৪০০-৭২৮০৮০) যোগাযোগ করতে পারেন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ পর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে বলে জানান আবদুল মুনঈম। স্বাস্থ্য কার্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। খুব দ্রুত এটি বাস্তবায়ন করা হবে।

গলায় স্প্লিন্টার নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন হাসান

৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গুলিতে আহত হন ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্র আবুল হাসান ওরফে শাহীন (২১)। একটি ছররা গুলি বিদ্ধ হয় তাঁর গলায়। জেলা সদর হাসপাতাল থেকে শুরু করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েও গলা থেকে সেই গুলি বের করা যায়নি। গলায় আটকে থাকা সেই গুলি নিয়েই আবুল হাসান এক সপ্তাহ ধরে ফাজিল প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। খাওয়ার সময় সমস্যা না হলেও বিছানায় শুতে গেলে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠেন হাসান। তিনি উপজেলার চর চান্দিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ চর চান্দিয়া গ্রামের ফল ব্যবসায়ী এনায়েত উল্যাহর ছেলে। ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল প্রথম বর্ষের ছাত্র হাসান।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মো. মোশাররফ হোসেনের বরাত দিয়ে আহত হাসান বলেন, এই মুহূর্তে গলায় অস্ত্রোপচার করলে রগ কাটতে হবে। এতে বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে। কয়েক মাস পর ভালো কোনো হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ছেলের চিকিৎসার জন্য সরকারি কোনো সহায়তা পাননি উল্লেখ করে এনায়েত উল্যাহ বলেন, 'আমার পাঁচ ছেলে। আবুল হাসান তৃতীয়। সামান্য ফলের দোকান করে ছোট দুই ছেলেসহ পাঁচজনের খাবার জোগাড় করা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। টাকার অভাবে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছি না। ছেলে টিউশনি করে নিজের ওষুধ খরচ সামাল দিচ্ছে। এটা আমার জন্য অনেক লজ্জার।'

জুনায়েদের এক পা কাটা পড়েছে

৫ আগস্ট দুপুরে শাহবাগ ও গণভবন ঘেরাও করার কর্মসূচিতে যোগ দিতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে রওনা হন হাফেজ জুনায়েদ আহমেদ (২৫)। প্রথমে রাজধানীর সাইনবোর্ড এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত যান। কোনো বাধা পাননি। কাজলায় পৌঁছালে পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালায়। বাঁ পায়ের হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। অনেকক্ষণ পড়ে ছিলেন। সহপাঠীরা উদ্ধার করে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচার করে পা কেটে ফেলতে হয়। জুনায়েদ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মহিনন্দ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

কোরআনে হাফেজ হয়ে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদিস পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করে নিজের ও পরিবারের খরচ চালাতেন। অভাব-অনটনের সংসারে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় ছেলেকে নিয়ে বড় আশা ছিল মা-বাবার।

সরকারি কোনো সহায়তা পাননি জানিয়ে জুনায়েদের বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, 'আমি নিজে ২২ বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছি (পক্ষাঘাতগ্রস্ত)। আমার একটাই ছেলে। এই ছেলেটা আমার ভরসার জায়গা। কিন্তু হঠাৎ কী হয়ে গেল! আমার সকল আশা-ভরসা শেষ। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন দলিল

আন্দোলনকারীদের দমাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বিচার গুলি চালিয়েছিলেন। ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় পুলিশের ছোড়া একটি বুলেট দলিল উদ্দিনের (৩৫) চোয়ালের ডান পাশ দিয়ে ঢুকে বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভেঙে যায় দাঁত ও মাড়ি। ছিঁড়ে যায় জিহ্বা। সেই থেকে মুখে খাওয়া ও কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন এই যুবক। এক মাস ধরে ইশারায় ও কাগজে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করছেন তিনি।

দলিল উদ্দিনের অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল হান্নান বলেন, 'মুখের ভেতরে বুলেট ঢুকে বড় ধরনের ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, যা রিপেয়ার করা হয়েছে। একটা সময় পর দলিল উদ্দিন কথাও বলতে পারবেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন।'

দলিল উদ্দিনের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দশমীপাড়ায়। ২০২২ সালে ছোট পরিসরে গার্মেন্ট পণ্যের যৌথ ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী সিনথিয়া আরমিন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। স্বামী-স্ত্রী উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ফায়দাবাদে আট বছর ধরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

দলিলের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কথা হয় তাঁর বাবা মো. নূর উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, এক মাস ধরে দলিলের চিকিৎসা চালাতে তিন লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। নিজেদের সঞ্চিত ও ধারদেনা করে এত দিন চিকিৎসা চালানো হয়েছে। বাকি চিকিৎসা কীভাবে চলবে, জানেন না এই বাবা।

মাথায় গুলি নিয়ে যন্ত্রণায় ইয়ামিন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার বিজয়নগর সড়ক এলাকায় ১৯ জুলাই বিকেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল ইয়ামিন শেখ (১৭)। সেদিন পুলিশের ছোড়া ছররা গুলি বিদ্ধ হয়েছিল ইয়ামিনের ডান চোখ, মাথা ও থুতনিতে। চিকিৎসক বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে থুতনি ও মাথায় অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করতে হবে।

ইয়ামিন ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পূর্ব আগানগর এলাকার নীরব শেখের ছেলে। সে আগানগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। বছরখানেক ধরে সে আগানগর এলাকায় ঝুট কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করে। ১৯ জুলাই আন্দোলনে অংশ নেয় সে। পুলিশের ছোড়া সাতটি গুলি ইয়ামিনের শরীরে বিদ্ধ হয়। এখনো মাথায় চারটি গুলি নিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে সে। ছররা গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ডান চোখে দেখতে পাচ্ছে না। ছয় দিন হাসপাতালে ছিল। সরকারি কোনো সহায়তা সে পায়নি।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইয়ামিনের মা রোকেয়া বেগম। তিনি বলেন, 'টাকার অভাবে ছেলের মাথা ও থুতনি থেকে গুলি বের করতে পারছি না। চোখেরও নিয়মিত চিকিৎসা করাতে হবে। সে জন্যও অনেক টাকার প্রয়োজন। চিকিৎসা করাতে না পারলে ছেলের বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছেন আজিজুল

নরসিংদীর পৌলানপুর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার আলিমের শিক্ষার্থী আজিজুল হক। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি টেক্সটাইল মিলে উৎপাদন বিভাগে অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। বেতনের টাকার প্রায় পুরোটাই পাঠিয়ে দিতেন পরিবারের কাছে। আজিজুলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামে। বাবা কৃষক, পাঁচজনের সংসার। গোটা পরিবারই আজিজুলের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল।

সেই আজিজুল ১৮ জুলাই বিকেলে নরসিংদীর ভেলানগর এলাকায় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় দুই চোখ গুলিবিদ্ধ হন। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাঁর দুই চোখের অস্ত্রোপচার হয়। ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ২০ দিন চিকিৎসা নিয়েছেন। সরকারি কোনো সহায়তা পাননি। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া সহায়তা দিয়ে চলছে চিকিৎসার খরচ।

মা ময়না বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মানুষ যে সাহায্য করছে, তা দিয়া কোনোমতে সংসার ও পোলার চিকিৎসার খরচ চলতাছে। চোখের চিকিৎসা লইয়া চিন্তায় আছি। চলা কঠিন হইয়া গেছে।'

রাকিবুলের চোখেও অন্ধকার

রাকিবুল ইসলামের (২৫) শরীরে ৬৫টি ছররা গুলি লেগেছিল। চিকিৎসার পরও তাঁর ডান চোখ ভালো হয়নি। এখন তিনি ওই চোখে কিছুই দেখতে পান না। বাঁ চোখেও ঝাপসা দেখেন। রাকিবুলের বাড়ি জয়পুরহাট পৌর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রফেসর পাড়ায়। বাবা মোকলেছুর রহমান খাবার হোটেলের কর্মচারী।

রাকিবুল বলেন, 'ছয় মাস আগে বিয়ে করেছি। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার মেট্রো টেক্সটাইল লিমিটেডে অপারেটর পদে চাকরি করতাম। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আসি। বন্ধুদের সঙ্গে গত ৪ আগস্ট জয়পুরহাট শহরের পাঁচুর মোড়ে আন্দোলনে গিয়েছিলাম। দুপুর ১২টার পর পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় আমার শরীরে ছররা গুলি লাগে।'

সরকারি আর্থিক কোনো সহায়তা পাননি উল্লেখ করে রাকিবুলের বাবা মোকলেছুর রহমান বলেন, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ২০ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁর ছেলে। চিকিৎসকেরা ছেলেকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেছেন। ছেলের আয়ে সংসার চলেছে। এখন ছেলের চাকরি নেই। তাঁর নিজের কাজও বন্ধ। এখন সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। ছেলের চিকিৎসা করানোর টাকা পাবেন কোথায়, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিরা**]

দ্রুত চাকরি পাওয়া গেলেও বেতন কম

কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জরিপ

সিপিডির করা জরিপের তথ্য বলছে, কারিগরি শিক্ষা সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের ৮১ শতাংশই বর্তমান কর্মস্থলে ১০ হাজার টাকার কম বেতন পান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সুনামগঞ্জ থেকে ফিরে*

অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গত বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জে। ছবি : প্রথম আলো

সরকারি বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ শেষে দ্রুত চাকরি মিললেও বেতন পাওয়া যায় অনেক কম। কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারীর প্রায় ৮১ শতাংশের বেতনই ১০ হাজার টাকার নিচে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেক সময় সামাজিকভাবে হেয় ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সাম্প্রতিক এক জরিপে এসব বিষয় উঠে এসেছে। সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে জরিপটি করেছে সিপিডি। এতে সহযোগিতা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)।

চলতি বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সুনামগঞ্জ জেলায় জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এর আগে সাতক্ষীরা ও পঞ্চগড় জেলায়ও একই ধরনের জরিপ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জে অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হয়।

জরিপের সঙ্গে যুক্ত গবেষকেরা জানান, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ সুনামগঞ্জের তরুণদের চাকরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেলার কারিগরি শিক্ষা সম্পন্ন করা ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ৬ মাসের মধ্যে কোনো না কোনো চাকরি পেয়েছেন। তবে অসুবিধা হচ্ছে বেতনে। কারণ, জরিপের তথ্য বলছে, কারিগরি শিক্ষা সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের ৮১ শতাংশই বর্তমান কর্মস্থলে ১০ হাজার টাকার কম বেতন পান। আর ২৫ হাজার টাকার মধ্যে বেতন পান ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। গবেষকেরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য স্থানেও চিত্রটি মোটামুটি একই ধরনের।

সভায় সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষা শেষে তুলনামূলক চাকরির নিশ্চয়তা বেশি, যদিও বেতন কম। তবে এ খাতের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি মিললেও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এখনো আসেনি। বর্তমানে দেশ একটি ইতিবাচক নতুন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে আমাদের এই সময়ের সুযোগ নেওয়া উচিত।'

অংশীজনেরা যা বললেন

বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জের একটি রেস্তোরাঁয় জরিপের তথ্য উপস্থাপনকালে মতামত দেন সেখানে উপস্থিত অংশীজনেরা। এ সময় সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশে অনেক সংখ্যায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করা হলেও ভালো মানের শিক্ষা মিলছে না। কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিষয় রয়েছে।

সভায় জেলার কারিগরি শিক্ষা খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, এ জেলায় ভারী কোনো শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে অনেক বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিলেও কাজের সুযোগ পাওয়া যায় না।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে কারিগরি পাঠ্যক্রম বা কোর্স তৈরি করা প্রয়োজন। যেমন সুনামগঞ্জের জন্য কৃষি, মৎস্য ও পর্যটনকেন্দ্রিক কারিগরি পাঠ্য প্রয়োজন। এটি করা না গেলে এ জেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রদান টেকসই কিছু হবে না।

সভায় মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি জানান, সরকার নীতিগত জায়গা থেকে কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিলেও মাঠপর্যায়ে এ কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আবার যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার উপযুক্ত কর্মসংস্থান নেই।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বাজার চাহিদা বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হালনাগাদ করার সুপারিশ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ জানান। তাঁরা আরও বলেন, দেশে বেসরকারি অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যাদের মান ভালো নয়। অনেকে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হচ্ছেন।

মতবিনিময় সভায় আলোচক ছিলেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম, গবেষক মো. মোজাহিদুল ইসলাম, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (শিক্ষা) জুঁই চাকমা, সুনামগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আজিজুল সিকদার, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইভা রায়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) উপব্যবস্থাপক এম এন এম আসিফ প্রমুখ।

ইলিশ ১২ অক্টোবর থেকে আবারও সাগরে মাছ ধরা বন্ধ। বছরের শেষ ইলিশ বাজারে বিক্রির ধুম পড়েছে। আকার ও ওজনভেদে পাইকারিতে এক কেজি ইলিশ ৪০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতকাল চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাটে। ছবি : জুয়েল শীল

পাহাড়ের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সমতলে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পার্বত্য অঞ্চলে তা হয়নি; বরং অবনতি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে হবে। তার জন্য গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে যেতে হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের উচিত হবে পাহাড়ের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম এবং জনগণের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই আলোচনার আয়োজন করে ইউপিডিএফ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলো কাদের দখলে বা ইজারায় আছে, তা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, এটা এই সরকারের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে।

সংবিধানে মূল সমস্যাগুলো কী, তা অন্তর্বর্তী সরকারের সংবিধান সংস্কার কমিশনকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, সংবিধানে যেসব মৌলিক সমস্যা রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হলো অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বীকৃতি না দেওয়া। সংবিধান সংস্কার কমিশন যেন এটা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। সরকারিভাবেই এটার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরোধ জিইয়ে রাখা হয় উল্লেখ করে আনু মুহাম্মদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো ব্যবস্থাকে স্বচ্ছতার মধ্যে আনতে হবে, জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। সে কারণে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে যেতে হবে।

অধ্যাপক স্বপন আদনান বলেন, সরকারের ভুল নীতির কারণে পাহাড়ে সংকট রয়ে গেছে। নিপীড়ন করলে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

আলোচনায় আরও অংশ নেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। গোলটেবিল আলোচনা সঞ্চালনা করেন ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা।

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার ৪ | রাজধানীর দারুস সালাম থেকে বৃহস্পতিবার রাতে পিস্তলসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সভায় জামায়াতের আমির

শহীদ পরিবারের অন্তত একজনকে সম্মানজনক চাকরি দিতে হবে

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যাঁরা আহত ও নিহত হয়েছেন, তাঁরা কোনো চাকরি পাওয়ার জন্য বা কারও সহায়তা পাওয়ার জন্য লড়াই করেননি। তাঁরা নিঃশর্ত লড়াই করেছেন, জাতিকে সম্মানিত করার জন্য। জাতির এখন দায়িত্ব এই পরিবার এবং ব্যক্তিদের সম্মানিত করা। সরকারের কাছে দাবি, তাঁদের যেন প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হয়; প্রত্যেক শহীদ পরিবারের কমপক্ষে একজনকে যেন সরকার সম্মানজনক চাকরি দেয়।

গতকাল শুক্রবার গাজীপুর শহরের রাজবাড়ি মাঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন।

শহীদ পরিবারের উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা আপনাদের পাশে এসেছি আপনাদের অনুগ্রহ করার জন্য নয়, বরং আপনাদের দোয়া নিয়ে আমাদের বুকটা শীতল করার জন্য। আপনারা আমাদের অহংকারের পাত্র, আমাদের মর্যাদার পাত্র, আমাদের সম্মানের পাত্র। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাব তাঁদের সঠিক স্বীকৃতিটা যেন দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক কারিকুলামে আগামী দিনের নাগরিকেরা যেন জানেন, তাঁদের আবু সাঈদরা ছিলেন।'

সাহায্যের আবেদন

ক্যানসারে আক্রান্ত মনিরের জন্য অর্থ সহায়তা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মনির আহম্মেদ

ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত শেখ মনির আহম্মেদের চিকিৎসা ব্যয়ের বেশির ভাগই জোগাড় হয়েছে। কিন্তু শেষ দিকে এসে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না তাঁর পরিবার।

খুলনা শহরের দক্ষিণ টুটপাড়ার বাসিন্দা শেখ মনির আহম্মেদ একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। চলতি বছরের মার্চে ব্লাড ক্যানসার শনাক্ত হয় তাঁর। তখন থেকে তিনি ভারতে চিকিৎসাধীন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যে মনির আহম্মেদের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট) করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসায় প্রায় ৬৮ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর কর্মস্থল থেকে ৪০ লাখ, পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রায় ১১ লাখ এবং নিজ ও পারিবারিক সঞ্চয়, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব থেকে প্রায় ১৭ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। তবে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট-পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আরও ২ মাস ভারতে এবং ৩ মাস বাংলাদেশে আইসোলেশনে থেকে তাঁকে চিকিৎসা চালাতে হবে। এতে আরও ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু এই টাকা জোগাড় করতে পারছে না তাঁর পরিবার। এমন পরিস্থিতিতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন শেখ মনিরের স্ত্রী তাজিন আক্তার।

শেখ মনির আহম্মেদকে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা—সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর: ৪৩০১০১৮৫১৪৩১৭, হিসাবের নাম: তাজিন আক্তার, এবি ব্যাংক, খুলনা শাখা, রাউটিং নাম্বার ০২০৪৭১৫৪৩। (বিকাশ ও নগদ) ০১৭১১৯০৪২১২।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাসহ আট দফা দাবিতে বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের সমাবেশ। গতকাল ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন সংখ্যালঘু ও পাহাড়িরা

সমাবেশ

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অনিরাপদ অবস্থায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অনিরাপদ অবস্থায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট। জোটের নেতারা বলেছেন, সংখ্যালঘু ও পাহাড়িরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের ওপর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হুমকি আসছে। তাই দেশে গণতন্ত্র ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে দৃশ্যমান উদ্যোগ নিতে হবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক গণ-সমাবেশে উপস্থিত জোটের নেতারা এ কথাগুলো বলেন। সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেওয়া আট দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

প্রধান বক্তা চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৩ বছর পরও বাঙালি জাতি একটি আদর্শিক ইতিহাস তৈরি করতে পারেনি। এটি লজ্জার এবং ভবিষ্যতের জন্য আতঙ্কের। এর নিরসন হওয়া জরুরি। আমাদের প্রত্যেকের লেজুড়বৃত্তির মানসিকতাই আজকের এ বিপর্যয় নিয়ে এসেছে।'

গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ঘটনা উল্লেখ করে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বলেন, 'আপনারা বলেছেন, এ দেশে সহিংসতা হচ্ছে না, রাজনৈতিক নিপীড়ন হচ্ছে, তাহলে দুর্গাপূজায় কেন মাদ্রাসার ছাত্রদের নামিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন? এতেই প্রতীয়মান হয় এ দেশের সংখ্যালঘুরা কতটা অনিরাপদ।'

অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টার প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বলেন, 'আমাদের যে হিন্দু উপদেষ্টা হলেন, তিনি আজও কোনো মন্দির পরিদর্শনে যাননি, কোনো ক্ষতিগ্রস্তের পাশে দাঁড়াননি। হিন্দুদের স্বার্থে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কোনো বক্তব্য দেননি। তাঁর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি, তাহলে কাকে হিন্দু প্রতিনিধি বানানো হয়েছে?'

প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে এই নেতা বলেন, 'পৃথিবীতে আপনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন, শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যদি নিরাপদ না থাকে, এ শান্তি স্থায়ীভাবে বিপন্ন হবে। এই দেশ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। রাজনীতি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হবে। গণতন্ত্র ও সহাবস্থানের জন্য প্রতিটি ধর্মের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে সমুন্নত করতে দৃশ্যমান উদ্যোগ নিন।'

আরেক ধর্মীয় নেতা রবিশ্বানন্দ পুরী মহারাজ বলেন, 'আজকে এমনই একপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি, আজ আমরা শহীদ হচ্ছি বলে, প্রাণ যাচ্ছে বলে, পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বলে, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সমগ্র বাংলাদেশের সনাতনী সমাজ এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের আট দফা দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অবিলম্বে আট দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ধর্মীয় নেতা গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, ১৯৭১ সালের পর থেকে যে সরকারই এসেছে, সবাই সনাতনীদের ওপর নির্যাতন করেছে। কোনো সরকারের আমলেই এসব অত্যাচারের বিচার করা হয়নি।

আট দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিচারে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে ফাউন্ডেশনে উন্নীত করা, দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ, সংস্কৃতি ও পালি শিক্ষা বোর্ড গঠন এবং দুর্গাপূজায় পাঁচ দিনের ছুটি।

সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নির্মল বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের প্রতিনিধি প্রসেঞ্জিত কুমার হালদার, সনাতনী অধিকার আন্দোলনের সাজেন কৃষ্ণ বল, বাংলাদেশ সচেতন সনাতনী নাগরিকের সুশান্ত অধিকারী প্রমুখ।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকনের সাধারণ সম্পাদক লীলারাজ ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিপঙ্কর সিকদার, বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সভাপতি আশীষ চন্দ্র দাশ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত অধিকারী, বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের মহাসচিব শ্যামল কান্তি নাগসহ অনেকে।

প্রয়োজনে ইসরায়েলে আবার হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলেও তারা পিছু হটবে না। ইসরায়েলকে মোকাবিলায় নিজেদের 'দায়িত্ব' পালনে কোনোরকম দ্বিধা করবে না ইরান।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও লেবাননে হিজবুল্লাহর নেতাদের হত্যার জন্য ইসরায়েলকে পাল্টা আঘাত সামলাতে হবে। ইসরায়েলের ওপর কোনো গোষ্ঠী হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্য এবং পুরো মানবজাতির কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার যে হামলা হয়েছে, সেটি ইসরায়েলের জন্য 'কম শাস্তি'। প্রয়োজন হলে ইরান আবার ইসরায়েলে হামলা চালাবে।

এদিকে গতকাল বৈরুতে পৌঁছেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তিনি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নজিব মিকাতি ও স্পিকার নাবি বেরির সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি বলেন, লেবানন ও মুসলমানদের পাশে রয়েছে তেহরান।

লেবাননে হামলা জোরদার

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, আগের ২৪ ঘণ্টায় লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৫১ জন। এ নিয়ে গত মাসের ১৭ তারিখ থেকে নিহত হয়েছেন দুই হাজারের বেশি মানুষ। এ ছাড়া উদ্বাস্তু হয়েছেন ১২ লাখের বেশি মানুষ।

গতকাল ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক ব্রিফিংয়ে জানায়, মঙ্গলবার শুরু হওয়া স্থল অভিযানের পর গতকাল পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকে তারা হত্যা করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে ইরাক থেকে ইসরায়েল লক্ষ্য করে চালানো ড্রোন হামলায় ইসরায়েলের দুই সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

গতকাল বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে লেবাননের বৈরুত-রফিক হারিরি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও হামলা হয়েছে। লেবানন সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলায় গতকাল বৈরুতের দক্ষিণে একজন এবং মারজাইয়োউন শহরে একটি হাসপাতালের কাছে আরেকজন উদ্ধারকর্মী নিহত হন।

হিজবুল্লাহ-ইসরায়েলের সাম্প্রতিক সংঘাত শুরু হয় গত বছরের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর। ফিলিস্তিনের গাজায় প্রায় এক বছর ধরে ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় ৪১ হাজার ৮০২ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে একটি শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হন।

হাসেম সাফিয়েদ্দিনকে লক্ষ্য করে হামলা

হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর হাসেম সাফিয়েদ্দিন হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান হতে যাচ্ছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। গতকাল লেবাননের একটি বাংকারে তাঁকে লক্ষ্য করে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসের সাংবাদিক বারাক রাভিদ। তবে সাফিয়েদ্দিন মারা গেছেন কি না, তা জানা যায়নি।

এদিকে গতকাল ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, আগের দিন বৃহস্পতিবার হিজবুল্লাহর যোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রধান রশিদ সাকাফিকে হত্যা করা হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট গতকাল বলেছেন, প্রতিপক্ষকে নির্মূল না করা পর্যন্ত লেবাননে ইসরায়েলের অভিযান চলবে।

'মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে না'

চলমান সংকটের মধ্যে ইসরায়েলে ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে না। এটা আমরা এড়াতে পারব।' ইসরায়েলকে সহায়তার জন্য দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্র সেনা পাঠাবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বাইডেন বলেন, 'আমরা এরই মধ্যে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছি। দেশটিকে সুরক্ষা দেওয়া হবে।'

ফলাফলের ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রীদের হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের হাতেই ছিল। সাময়িক অনুমতি নিয়ে ছাত্রীরা হলে থাকার সুযোগ পান। কিন্তু ছাত্রদের হলের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। গত সাত বছর বরাদ্দ না দিয়ে ছাত্রলীগকে একক নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এসব হলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে গিয়ে অন্তত ২১ বার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। হলে নিয়ন্ত্রণ ছিল ছাত্রলীগের ১১টি উপপক্ষের হাতে। এর মধ্য ৯টি চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের ও ২টি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিল।

এতে আহত হয়েছেন শতাধিক নেতা-কর্মী। পরে ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর ওই দিনই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়েছেন। কর্তৃপক্ষও নতুন করে হল বরাদ্দ দিচ্ছে।

এর আগেও দুবার আসন বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। একবার ২০১৯ সালে তৎকালীন উপাচার্য ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরীর সময়ে। দ্বিতীয়বার ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন উপাচার্য শিরীণ আখতারের সময়ে। তবে বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কেউ বরাদ্দপ্রক্রিয়া শেষ করতে পারেননি। প্রথমবার ছাত্রদের সাতটি হলে অন্তত পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করলেও দ্বিতীয়বার ছাত্রলীগের 'ভয়' ও কর্তৃপক্ষের প্রতি অনাস্থায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ছিল কম। তখন ছাত্রদের ৭টি হলে ২ হাজার ৭২৫টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ১ হাজার ৬০ শিক্ষার্থী।

তবে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবু তাহেরও হল বরাদ্দের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে তিনি পদত্যাগ করায় এ প্রক্রিয়া আর শেষ হয়নি। ১৯ সেপ্টেম্বর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার হল বরাদ্দের কার্যক্রম শুরু করেন। গত রোববার থেকে বুধবার বিকেল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা হলে ওঠার জন্য আবেদন করেছেন। এবার একই সঙ্গে ছাত্র (২ হাজার ৭২৫টি) ও ছাত্রীদের (২ হাজার ৫৮২টি) হলের ৫ হাজার ৩০৭টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৮ হাজার ৬১টি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় হল বরাদ্দ কমিটির প্রধান ও সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) *প্রথম আলো*কে বলেন, ফলাফলের ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দূরত্ব বেশি ও আর্থিক অসচ্ছলতা রয়েছে, এমন শিক্ষার্থী যদি হলে আসন বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন, তাহলে তাঁদের আবেদন যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের স্বস্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকতে না পারায় বিপাকে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বাড়তি খরচে তাঁরা ক্যাম্পাসের কটেজ (ব্যক্তিমালিকানাধীন আধা পাকা কক্ষ) ও মেসে থেকেছেন।

অথচ হলে থাকার জন্য একজন ছাত্রের প্রতি মাসে কোনো ফি দিতে হয় না। হলে থাকলে নাশতা, যাতায়াতসহ খরচ পড়ে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা। আর কটেজে তাঁদের খরচ হয় ৭ থেকে ৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে মেসে বসবাসরত ছাত্রদের খরচ সব মিলিয়ে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা।

এ এফ রহমান হলে আসন বরাদ্দ পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী সজীব আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জে। হলে আসন বরাদ্দ না পাওয়ায় পাঁচ বছর বাড়তি টাকা খরচ করে ক্যাম্পাসের পাশে ভাড়া বাসায় থাকতে হয়েছে। আর যেন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন এভাবে হলে দখলদারত্ব কায়েম করতে না পারে, এটিই তাঁর চাওয়া।

শহীদ আখন্দ। ছবি : প্রথম আলো

কথাসাহিত্যিক শহীদ আখন্দ মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অনুবাদক ও কথাসাহিত্যিক শহীদ আখন্দ (৯৪) মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার ভোর চারটার দিকে রাজধানীর আদাবরের নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শহীদ আখন্দের ছেলে শাহরিয়ার আখন্দ *প্রথম আলো*কে জানান, শ্বাসকষ্টসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন তাঁর বাবা।

শহীদ আখন্দ ফরাসি দার্শনিক জ্যঁ পল সার্ত্রের বই অনুবাদ করেছেন। তাঁর হাতে অনূদিত হয়েছে *সিরাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)*-এর মতো বইও। শহীদ আখন্দের প্রথম বই ছিল অনুবাদের, *উইলা ক্যাটারের মাই এন্টোনিয়া*। বইটি ষাটের দশকে বের হয়েছিল। এরপর ১৯৬৪ সালে বের হয় তাঁর মৌলিক উপন্যাস *পান্না হলো সবুজ*।

শহীদ আখন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ থেকে এমএ পাস করেন। ২০১১ সালে স্ত্রী মোমেনা আখন্দের মৃত্যুর পর আদাবরের বাসায় একাই বসবাস করতেন শহীদ আখন্দ। তিনি তিন মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, শহীদ আখন্দের মরদেহ গতকাল বিকেলে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের নান্দাইলের পাছদরিল্লাহ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে মাগরিবের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মৃত্যুবার্ষিকী

পিয়ারু সরদার

ভাষাসৈনিক পিয়ারু সরদারের ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ৫ অক্টোবর। এ উপলক্ষে আজ বাদ আসর পুরান ঢাকার হোসেনি দালান সড়কে মরহুমের নিজ বাসায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মরণোত্তর একুশে পদকপ্রাপ্ত পিয়ারু সরদার ১৯৬১ সালের এই দিনে ঢাকায় মারা যান। **বিজ্ঞপ্তি**

এম এ রশীদ

সাবেক সচিব এম এ রশীদের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ৫ অক্টোবর। এ উপলক্ষে আজ বাদ মাগরিব রাজধানীর সাঁতারকুলে ইউনাইটেড হাউসের ইউনিটি ক্লাবে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীদের মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও দোয়ায় শামিল হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

ভোটে জিতলে জাতীয় সরকার গঠন করবে বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় সরকার করব। আমাদের কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে, ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে চাই এই কনসেপ্টের ভিত্তিতে; যেখানে এই দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার করা হবে।

প্রথম আলো : তাহলে কি কোনো বিরোধী দল থাকবে না?

মির্জা ফখরুল : বিরোধী দল থাকবে না কেন। আওয়ামী লীগকে তো আমরা নেব না। জাতীয় সরকারে আওয়ামী লীগ থাকবে না, এটা তো আমাদের ঘোষণা।

প্রথম আলো : জামায়াতে ইসলামী কি থাকবে?

মির্জা ফখরুল : জামায়াত যদি থাকে, থাকবে। কিন্তু জাতীয় সরকারে নেব কি না, এটা আমাদের এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রথম আলো : জাতীয় সরকার গঠনের কথা যেহেতু বলছেন, সে ক্ষেত্রে এবার নির্বাচন বিএনপি দলগতভাবে নাকি জোটবদ্ধ হয়ে করবে?

মির্জা ফখরুল : এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এটা করার সময়ও আসেনি। নির্বাচনেরই ঠিক নেই, আমি এখনই জোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব কেন।

প্রথম আলো : বিএনপিকে নিয়ে মানুষের একটা ভয় আছে। ২০০১ সাল থেকে বিএনপির পাঁচ বছরের শাসনে জঙ্গি তৎপরতা, গ্রেনেড হামলা, দুর্নীতিতে চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া—এ বিষয়গুলো আছে।

মির্জা ফখরুল : বিএনপি তো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বিএনপির যে রাজনৈতিক চরিত্র, এটা তো এই দেশেরই একটা। বিএনপি একটি মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল, এখানে সব ধরনের লোক আছে। কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা পরিকল্পিত প্রচার আছে যে বিএনপি জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, বিএনপি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ যে দুর্নীতি করেছে গত ১৫ বছরে, তার আশপাশেও কি বিএনপির দুর্নীতি ধরতে পারবেন? কিছুই পারবেন না। অথচ সে বিষয়ে একটা কথাও বলেনি গণমাধ্যম। আবার পুরোনো বিষয় নিয়ে আসছেন কেন, এখনকার কথায় আসেন যে আমরা কী করতে পারি। সরকারে যদি আসতে পারি, তখন দেখেন।

প্রথম আলো : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেক জায়গায় ইতিমধ্যে বিএনপির বিরুদ্ধে দখল, চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে।

মির্জা ফখরুল : দখলের বিষয়টা আমি বলি, বিএনপি হিসেবে কোনো দখল, চাঁদাবাজি হচ্ছে না। আমরা দলের পক্ষ থেকে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নিয়েছি। আমরা এতটুকু কোনো অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন (ব্যবস্থা) নিয়েছি। আমরা ঢাকা সিটির উত্তরের কমিটিও বাতিল করেছি। কেন করেছি, নিশ্চয়ই অভিযোগ আছে। এ কাজগুলো তো আমরা করছি। সেটাকে কিন্তু আপনারা হাইলাইট করছেন না। বিএনপির লোকেরা কোনো দুর্নীতি করে না, করছে কিছু দুর্বৃত্ত। ওদের আমরা বিএনপির লোক মনে করি না। তারা সবাই দুর্বৃত্ত, সবাই বাজে লোক।

প্রথম আলো : সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে, বিভিন্ন জায়গায় এখন যেসব মামলা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিএনপি আসামি ঠিক করে দিচ্ছে। এটা কি দলগত অবস্থান থেকে করা হচ্ছে?

মির্জা ফখরুল : না। আমাদের দলগত কোনো অবস্থান নেই। মামলার ব্যাপারে আমাদের প্রকাশ্য অবস্থান যে যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরা মামলা করবেন। তাঁদের আমরা সহযোগিতা করব। সরকার অর্থাৎ পুলিশ বাদী হয়ে যদি মামলা করে, সহায়তা করব। আমরা বিএনপির তরফ থেকে কোনো মামলা করছি না।

প্রথম আলো : পটপরিবর্তনের পর জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির টানাপোড়েনের বিষয় নতুন করে সামনে এসেছে। কৌশলগত, নাকি আদর্শিক কারণে এই দূরত্ব?

মির্জা ফখরুল : দুঃখজনকভাবে বলব, বাংলাদেশের গণমাধ্যম এই বিষয়টিকে সব সময় ভিন্নভাবে দেখিয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আমাদের আদর্শিক মিল কখনোই ছিল না বা প্রশ্নই ওঠে না। জামায়াতের সঙ্গে আমাদের যতটুকু জোট ছিল, এটা ছিল আন্দোলন এবং নির্বাচনী জোট। এটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হতে পারে। জামায়াতের সঙ্গে আমি মনে করি কোনো দূরত্ব নেই। আমাকে দেখেছেন কি জামায়াতের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো বিবৃতি দিয়েছি, কথা বলেছি? আমরা বলিনি, এটা বলছি না আমরা। আগেও আমরা জামায়াতের পক্ষেও খুব একটা কথা বলিনি। আর গত কয়েক বছরে জোটই তো ছিল না। আমরা জোট ভেঙে দিয়েছি বহু আগে। আমরা যুগপৎ আন্দোলন করেছি সমমনা দলগুলোর সঙ্গে। এবং সে রকম একটা দল (জামায়াত) যারা নিজেরাই আন্দোলন করেছে।

প্রথম আলো : কিন্তু সম্প্রতি জামায়াতের আমির বলেছেন, বিএনপি তো ইতিমধ্যে ক্ষমতায় এসেই গেছে। ক্ষমতার ৮০ ভাগ দখল করেই ফেলেছে। ভিক্ষুকের থালা থেকে হাটবাজার কিছুই বাকি রাখেনি।

মির্জা ফখরুল : এ ধরনের বক্তব্য যদি উনি দিয়ে থাকেন, আমি জানি না যে উনি ঠিক কী বলেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে উনি অরাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন। এবং এখন উনারা বলছেন যে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় ঐক্য—ওই বক্তব্য জাতীয় ঐক্যের পক্ষে যায় না। এখন তো উনারা ওই জায়গা থেকে সরে এসেছেন। এখনো আমরা দেখছি, উনারা জাতীয় ঐক্যের কথা বলছেন।

প্রথম আলো : দীর্ঘদিন ভারতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক একটা দৃশ্যমান বৈরী জায়গায় ছিল। সম্প্রতি আপনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে বরফ গলতে শুরু করেছে। কেন?

মির্জা ফখরুল : আমি এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছি যে ভারতের হাইকমিশনার (প্রণয় কুমার ভার্মা) যখন আমাদের অফিসে এসেছেন। এর আগে বহু বছর তাঁরা আসেননি। তাঁরা যখন আমাদের এখানে এসেছেন, এটা আমি মনে করি, তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গি বিএনপিকে নিয়ে, সেই জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো পরিবর্তন এসেছে। না হলে আমাদের এখানে এসে কথা বলার কথা নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছি যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বরফ গলতে শুরু করেছে। এটাই হওয়া উচিত।

ভারতের সঙ্গে শুধু বিএনপির নয়, বাংলাদেশের সবার একটা সম্পর্ক রাখা উচিত এ জন্য যে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী। দুই নম্বর হচ্ছে, আমাদের বহু বিষয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আছে। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে, চাল, ডাল, আদা, মসলা আমরা আমদানি করি ভারত থেকে। ইদানীং কয়লা আনা হচ্ছে, বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে, সুতরাং ভারতের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখব না, কথা বলব না, এটা তো রাজনীতি হতে পারে না।

প্রথম আলো : এখন তাদের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়াটা কোন পর্যায়ে।

মির্জা ফখরুল : কোন পর্যায়ে বলা মুশকিল। তবে আমরা এখন কথা বলার পর্যায়ে তো এসেছি।

প্রথম আলো : এ ক্ষেত্রে কি কোনো শর্ত আসছে?

মির্জা ফখরুল : না। আমাদের সঙ্গে কখনোই তারা শর্ত দেয়নি, এখনো কোনো শর্ত নেই। এখানে যেটা আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে যে তারা এগিয়ে এসেছে, এটাকে আমি ইতিবাচক মনে করি। আমাদেরও উচিত হবে এই স্টেপটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আপনি তাদের রাজনীতির সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু এনগেজ তো (যুক্ত করা) করতে পারেন। আজকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ দিয়ে তারা কথা বলছে না? ইসরায়েল ও গাজায় যে যুদ্ধ, সেখানে তৃতীয় পক্ষ কথা বলছে না? এটাই বাস্তবতা। তাদের (ভারত) অবজ্ঞা করে বাংলাদেশে আপনি রাজনীতি করবেন, এটা পপুলিস্ট পার্টি করতে পারে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতি করতে গেলে ভারতকে একেবারে এড়ানোর সুযোগ আছে বলে মনে করি না।

প্রথম আলো : এটা নষ্ট হলো কেন?

মির্জা ফখরুল : এটা আপনার বিভিন্ন কারণে ভারতের যে অনাস্থা, তাদের যে ভুল, আমি ভুল বলব। একটি মাত্র দলের ওপর সমর্থন, সব ডিম একটা ঝুড়িতে রাখা। আওয়ামী লীগ, আর কেউ নেই। ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এবং অ্যাসেসমেন্টটা যে ভুল, তারা মনে করেছে আওয়ামী লীগের মতো পপুলার পার্টি থাকলে তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। হয়েছেও কিছু কিছু। কিন্তু সেই বিষয়গুলো যদি বিএনপির মতো জনপ্রিয় দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে না হয়, তাহলে ভুল-বোঝাবুঝি হবেই।

প্রথম আলো : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন?

মির্জা ফখরুল : যত দ্রুত সম্ভব, মামলা-মোকদ্দমাগুলো একটা পর্যায়ে এলে তিনি দেশে আসবেন।

প্রথম আলো : তাঁর মামলা ও দেশে ফেরা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আপনাদের কি কোনো আলোচনা চলছে?

মির্জা ফখরুল : হ্যাঁ, আমরা সরকারকে বলেছি, দ্রুত তাঁর সব মামলা তুলতে হবে। ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) বিরুদ্ধে এখনো তো মামলা আছে।

প্রথম আলো : সুনির্দিষ্ট করে কোনো মামলার কথা উল্লেখ করছেন?

মির্জা ফখরুল : সুনির্দিষ্ট করে বলতে হবে কেন? হাজার হাজার মামলা, ১ লাখ ৪৫ হাজার মামলা। উনাদের একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেসব দল আন্দোলন করেছে, তাদের সব মামলা তাঁরা প্রত্যাহার করবেন। দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট। আপনি (সরকার) একটা আদেশ জারি করবেন, যে আদেশের মধ্যে এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারণে যে হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে, সব মামলা প্রত্যাহার করা হলো।

প্রথম আলো : আপনাদের তরফ থেকে কোনো সময়সীমা?

মির্জা ফখরুল : এখানে সময়সীমার প্রশ্ন নেই তো। শোনেন, তারেক রহমান যদি দেশে আসতে চান, কালকেই আসতে পারেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি না তারেক সাহেব এমনি এমনি দেশে চলে আসুক। উনার আইনগত দিক শেষ করে আসাটা ঠিক হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রথম আলো : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কি রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন?

মির্জা ফখরুল : এটা এখনই বলা যাবে না। কারণ, উনি তো প্রচণ্ড অসুস্থ। উনি যদি নিজেকে ফিট করেন, অথবা চিকিৎসকেরা যদি বলেন যে হ্যাঁ, ওনার সে অবস্থা আছে, তাহলে অবশ্যই তিনি আসবেন।

প্রথম আলো : প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম *প্রথম আলো*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মানুষ চায়, বিএনপি পরিশুদ্ধ হয়ে আসুক। জামায়াত তার ঐতিহাসিক দায়ভার আর ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ফেলে আসুক। আওয়ামী লীগও বিচার ও রিডেম্পশনের (দায়মোচন) পর তার উগ্র ফ্যাসিবাদ বা মুজিববাদ পরিত্যাগ করুক। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

মির্জা ফখরুল : মাহফুজ আলমের আবির্ভাব সম্পূর্ণ নতুন, একটা ক্রান্তিকালে এসেছেন। সুতরাং তিনি বক্তব্য রাখতেই পারেন। কিন্তু সেই বক্তব্য শালীনতার সঙ্গে যেন হয়, সেটাই প্রত্যাশা। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল। ১৬ বছর ধরে আমরা স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। এর আগে নব্বইয়ে ৯ বছর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছি। কোনো ভুলত্রুটি থাকলে সেটা জনগণ বিচার করবে।

প্রথম আলো : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মির্জা ফখরুল : আপনাদেরও ধন্যবাদ।

(শেষ)

বৈষম্য | দেশের অর্থনীতির আকার যত বড় হচ্ছে, বৈষম্য তত বাড়ছে।

বৈষম্য কমাতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ প্রাকৃতিক বা অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণেই তা ঘটেছে। কীভাবে বৈষম্য কমানো যায়, তা নিয়ে লিখেছেন কল্লোল মোস্তফা

সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের বিরোধিতা করে শুরু হওয়া আন্দোলনটির সফল গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সব ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ও সমর্থন। এ কারণেই দেখা গেছে, আন্দোলনে নিহত ও আহতদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হলেন শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। কাজেই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশের সরকারের নীতিনির্ধারকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দেশের বিভিন্ন খাতে যে প্রবল বৈষম্য বিরাজ করছে, তা দূর করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া।

গত এক দশকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট ও ব্যাপক মূল্যস্ফীতির মধ্যে যখন দেশের বেশির ভাগ মানুষ দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেয়েছে, অনেকেই খাওয়া কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তখনো দেশের ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩০ দশমিক ০৪ শতাংশ পুঞ্জীভূত। অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র দশমিক ৩৭ শতাংশ।

অথচ খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, দেশের আয়ে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশের ভাগ ছিল যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৬১ ও শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ গত এক যুগে দেশের মোট আয়ে ৫ শতাংশ ধনীর ভাগ যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে, সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশের ভাগ তখন আগের চেয়ে কমে অর্ধেক হয়েছে।

এ কারণেই আয়বৈষম্য-বিষয়ক গিনি সহগ ২০১০ সালের দশমিক ৪৫৮ থেকে ২০২২ সাল শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৪৯৯, যা উচ্চ আয়বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। দেশের সম্পদ যে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা ক্রেডিট সুইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দেওয়া এই তথ্য থেকেও বোঝা যায়। দেশে ৫০ কোটি ডলার বা ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পরিমাণের সম্পদ আছে ২১ ব্যক্তির কাছে।

বাংলাদেশে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ প্রাকৃতিক বা অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণেই তা ঘটেছে। এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা, অতিনিম্ন মজুরি, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ।

বাংলাদেশে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ঠিকই ব্যয় করা হয়, কিন্তু তার বিনিময়ে কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যথাযথ কর (প্রত্যক্ষ কর) আহরণ করা হয় না। মালিক ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের অতিনিম্ন মজুরি দিয়ে এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তার পেছনে যথেষ্ট ব্যয় না করেই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিংবা আমদানি-রপ্তানির নামে লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচারের বিপুল সুযোগ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো সামাজিক নিরাপত্তা খাত। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল এবং যতটুকু বরাদ্দ হয় তারও একটা বড় অংশ প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে না। সরকারি জরিপেই দেখা গেছে, তালিকাভুক্ত ভাতাভোগীদের ৪৬ শতাংশের বেশি ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়। (যোগ্য না হয়েও ভাতা নেন ৪৬%, ৩০ জানুয়ারি ২০২১, প্রথম আলো)

এ ছাড়া মোট বরাদ্দ বেশি দেখানোর কৌশল হিসেবে এই খাতে এমন কিছু কর্মসূচি দেখানো হয়, যা বাস্তবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিই নয়। এ রকম কতগুলো কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, কৃষি খাতে ভর্তুকি, সঞ্চয়পত্রের সুদ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের দেওয়া প্রণোদনা ইত্যাদি। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় খুব কমসংখ্যক দরিদ্রই সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পায়, আর যা-ও বা পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এ কারণেই দেশের অর্থনীতির আকার যত বড় হচ্ছে, বৈষম্য তত বাড়ছে।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ধনিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর আহরণ বাড়াতে হবে, শুল্ক ও ভ্যাটের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পরোক্ষ কর আহরণ কমাতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে মানসম্মত কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনের আওতায় এনে শ্রমিকের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরি ও নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

- অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো সামাজিক নিরাপত্তা খাত।
- লুণ্ঠন ও দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করতে হবে, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বিচার করে শাস্তি দিতে হবে।
- ধনিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর আহরণ বাড়াতে হবে, শুল্ক ও ভ্যাটের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পরোক্ষ কর আহরণ কমাতে হবে।

ধনিক গোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করতে হবে, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। সেই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও বরাদ্দ বাড়াতে হবে, প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ভাতা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ও ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত রেশনব্যবস্থা চালু করতে হবে, যেন এতে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দুটোই নিশ্চিত হবে, সেই সঙ্গে বাজারে এসব পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

একদিকে জিডিপির অনুপাতে অপ্রতুল বরাদ্দ, অন্যদিকে ক্রমাগত বাণিজ্যিকীকরণের কারণে দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য বেড়েছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ যথাক্রমে জিডিপির ১ ও ২ শতাংশের কম। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৪ থেকে ৫ শতাংশ এবং ইউনেসকোর পরামর্শ অনুসারে, জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত।

দেশে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও কারিকুলাম নিয়ে যত আলোচনা হয়, তার তুলনায় খুব কম আলোচনা হয় মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্তিতে বৈষম্য নিয়ে। অথচ ব্যাপক ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে শিক্ষা ক্রমশ সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে।

দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের বেশির ভাগই বেসরকারি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজও বেশির ভাগ বেসরকারি। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হলে বিস্তর টাকা খরচের সামর্থ্য থাকতে হবে। এটা কিন্তু আপনা-আপনি ঘটেনি, কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমেই ঘটেছে। শিক্ষানীতি-২০১০ এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র ২০০৬-২০২৬-এর আলোকে, বিশেষত উচ্চশিক্ষা খাতে বাণিজ্যিকীকরণ তীব্র হয়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষা ক্রমে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

ইউনেসকোর এক গবেষণা অনুসারে, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ শতাংশ পরিবারগুলো বহন করে। এনজিও বিদ্যালয়ে ফি সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ৩ গুণ বেশি আর বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রে এই ব্যয় ৯ গুণ বেশি। এ ছাড়া প্রাইভেট পড়ানোর খরচও দিন দিন বাড়ছে।(শিক্ষায় ব্যয়ের ৭১ শতাংশই বহন করে পরিবার : ইউনেসকো, প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০২৩)

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বিনা মূল্যে পাওয়ার সুযোগ থাকলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, শিক্ষকের মান ও সংখ্যা, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (ব্যানবেইজ) ২০২৩ সালের তথ্য অনুসারে, প্রাথমিকে ভর্তির হার ৯৮ শতাংশ হলেও মাধ্যমিকে ঝরে পড়ে প্রায় ৩২ দশমিক ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

উচ্চমাধ্যমিক থেকে ঝরে পড়ে আরো ২১ দশমিক ৫১ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় মাত্র ২০ দশমিক ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী।(বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস ২০২৩, ব্যানবেইজ) প্রশ্ন উঠতে পারে, সবার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। তবে এর চেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, কে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে আর কে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না—এটা পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার বিচারে নির্ধারিত হওয়া উচিত কি না?

বাংলাদেশে কে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তা মেধার ভিত্তিতে নয়, পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হচ্ছে। মা-বাবার দারিদ্র্য যদি সন্তানের শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা কখনোই শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ার সুযোগ পাবে না। ফলে দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর হবে না। এ কারণেই বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার সব স্তরে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা জরুরি, যেন মা-বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তানের শিক্ষাপ্রাপ্তির পথে বাধা হতে না পারে।

গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্য খাতে বাণিজিকীকরণ বেড়েছে, বেসরকারি বাণিজ্যিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে, চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত খরচের অংশ বেড়েছে, চিকিৎসার প্রয়োজনে মানুষের দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসক, নার্সসহ প্রশিক্ষিত জনবলের ব্যাপক সংকট রয়েছে, বিদ্যমান জনবলের বেশির ভাগ আবার নগরকেন্দ্রিক, যদিও বেশির ভাগ মানুষের বসবাস এখনো গ্রামে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসক-নার্স-ধাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৯ দশমিক ৯, যা বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় অনেক কম (৪৮.৬)। এর মধ্যে বেশির ভাগের অবস্থানই শহর এলাকায়, যদিও দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগ এখনো গ্রামে থাকেন। বাংলাদেশ হেলথ ওয়ার্কফোর্স স্ট্র্যাটেজি ২০২৩ অনুসারে, চিকিৎসক ও নার্সদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং দন্তচিকিৎসক ও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অর্ধেকেরও বেশি শহর এলাকায় থাকেন। তাঁদের বেশির ভাগই আবার চিকিৎসা প্রদান করেন বেসরকারিভাবে। বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রার (১৮) তুলনায় অনেক কম (৯.৫৭)। কিন্তু যা আছে তা-ও আবার শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি হাসপাতাল কেন্দ্রিক (৫.৬১), ফলে ব্যয়বহুল।

এভাবে চিকিৎসাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে চিকিৎসা খরচ বাড়ছে, চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষকে চিকিৎসা খরচের ৭৩ শতাংশ নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয়, যে খরচ করতে গিয়ে প্রতিবছর ৩ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে মালদ্বীপের মানুষকে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয় মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ১৪ দশমিক ৩০ শতাংশ, ভুটানে এই হার ১৮ দশমিক ৮০ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৪৩ দশমিক ৬০ শতাংশ, ভারতে ৪৯ দশমিক ৮০ শতাংশ, নেপালে ৫১ দশমিক ৩০ শতাংশ আর পাকিস্তানে ৫৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। (দেশে চিকিৎসায় ব্যক্তির পকেট ব্যয় ৭৩%, প্রভাব পড়ছে দারিদ্র্যে, প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০২৪)

বিপুল ব্যয় করেও দেশে চিকিৎসার মান সন্তোষজনক নয়; ফলে দেশের বাইরে বিশেষত পার্শ্ববর্তী ভারতে চিকিৎসা গ্রহণের সংখ্যা বেড়েছে। ২০২২-২৩ সালে মেডিকেল ভিসায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছিলেন মোট ৩ লাখ ৪ হাজার ৬৭ জন বাংলাদেশি। ২০২৩-২৪ সালে এই সংখ্যা ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪ লাখ ৪৯ হাজার। এই সময়ে শ্রীলঙ্কা থেকে মাত্র ১ হাজার ৪৩২ জন, মিয়ানমার থেকে ৩ হাজার ১৯ জন এবং পাকিস্তানের মাত্র ৭৬ জন মেডিকেল ভিসায় ভারত গিয়েছিলেন। (২০২৩ সালে ভারতে বাংলাদেশি চিকিৎসা পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ৪৮%, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৩ জুলাই ২০২৪)

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে চিকিৎসা খাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে, চিকিৎসা ব্যয়ে দুর্নীতি দূর করতে হবে, সর্বজনের চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে, চিকিৎসাসুবিধা প্রাপ্তিতে গ্রাম-শহরের ভেদ দূর করতে হবে, সরকারি খাতে চিকিৎসক-নার্স-হাসপাতালের বিছানা ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে হবে, যেন বেসরকারি খাতে চিকিৎসা নিতে গিয়ে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষকে নিঃস্ব হতে না হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কারণে অনেক মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেই ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার না হলে কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না।

● **কল্লোল মোস্তফা** লেখক ও গবেষক

ইলিশ মৌসুমে যা মনে রাখতে হবে

ভালো থাকুন

মো. ইকবাল হোসেন, *জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল*

ইলিশ তো শুধু মাছ নয়, বাঙালির আবেগ আর ঐতিহ্যের নাম। উৎসবে, বৃষ্টির দিনে বাঙালির পাতে ইলিশ থাকতেই হবে। ইলিশ মাছ খেতে যেমন মজাদার, তেমনই এর পুষ্টিগুণও অনেক বেশি।

উপকারিতা

- ইলিশের প্রোটিন প্রথম শ্রেণির। সব এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এতে পাওয়া যায়। এল-আরজিনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এল-লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড শিশুর পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও ক্ষুধামান্দ্য দূর করে। ইলিশের প্রোটিন কোলাজেনসমৃদ্ধ। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে কোলাজেন।
- ইলিশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড উচ্চ রক্তচাপ, ক্ষতিকর কোলেস্টেরল ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। বিশেষজ্ঞরা সপ্তাহে অন্তত দুই দিন সামুদ্রিক মাছ এ কারণেই খেতে বলেন।
- ইলিশে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত করে।
- ইলিশের আয়রন রক্তস্বল্পতা রোধ করে এবং ভিটামিন সি আয়রনের শোষণকে ত্বরান্বিত করে।

ইলিশের পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন রাখবেন যেভাবে

ইলিশ অতিরিক্ত ভেজে রান্না করলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অপচয় হতে পারে। তাই মাছ হালকা ভেজে রান্না করতে হবে। অনেক সময় ধরে রান্না করলে ভিটামিন সি, পটাশিয়ামসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। বেকড ইলিশ, ভাঁপা ইলিশ আরও ভালো।

ইলিশে অ্যালার্জি

অনেকের ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছে অ্যালার্জি থাকে। কারণ, সামুদ্রিক মাছে হিস্টিডিন নামের এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশে আছে

উপাদান	পরিমাণ
ক্যালরি	১৬৫
প্রোটিন	২০-২৪ গ্রাম
ফ্যাট	৯-১০ গ্রাম
খাদ্যআঁশ	৩-৪ গ্রাম
শর্করা	০.৮ গ্রাম
ভিটামিন এ	৭৬ মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন সি	১৪ মাইক্রোগ্রাম
ক্যালসিয়াম	৩৭০ মিলিগ্রাম
আয়রন	১৫ মিলিগ্রাম
ম্যাগনেশিয়াম	৪৫ মিলিগ্রাম
ম্যাঙ্গানিজ	৯ মিলিগ্রাম
কপার	০.০৯ মিলিগ্রাম
জিংক	১.২ মিলিগ্রাম

পুষ্টির এ পরিমাণ মাছের বয়স ও ওজনভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

এল-হিস্টিডিন ডিকার্বোক্সিলেজ নামের এনজাইমের প্রভাবে হিস্টিডিন থেকে হিস্টামিন তৈরি হয়ে থাকে, যা অনেকের শরীরে অ্যালার্জি তৈরি করে। কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া এ এনজাইম সংশ্লেষণে সহায়তা করে। পানি থেকে মাছ ডাঙায় তোলার পর ১৫ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রায় থাকলে এল-হিস্টিডিন ডিকার্বোক্সিলেজ সংশ্লেষণ হতে পারে। তাই সঠিক নিয়মে ইলিশ সংরক্ষণ করতে পারলে হিস্টামিন তৈরি হতে পারে না।

এ ছাড়া ডিপ ফ্রিজে অনেক দিন ইলিশ সংরক্ষণ করলেও একই সমস্যা হতে পারে। যাঁদের অ্যালার্জি আছে, তাঁরা প্রয়োজনে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

» আগামীকাল পড়ুন : মায়ের দুধ কেন পরিপূর্ণ খাবার

হামলার মধ্যেই বাংকারে নবদম্পতির নাচ

বিচিত্র

এনডিটিভি

চলছিল বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। এর মধ্যেই শুরু ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। জীবন বাঁচাতে অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের সঙ্গে বর-কনে আশ্রয় নেন ভূগর্ভস্থ বাংকারে। তাই বলে প্রেম-বিয়ে তো বাধা মানে না। পরে ওই যুগল বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন বাংকারেই। বিয়ের পর প্রথম নাচও সেখানেই নেচেছেন তাঁরা।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এমন একটি ভিডিও অনলাইন ব্যবহারকারীদের মন ছুঁয়েছে। ভিডিওটি দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়ে। গত মঙ্গলবার ইসরায়েলে প্রায় দুই শ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। এ হামলার মধ্যে জেরুজালেমে ওই নবদম্পতি এমন ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটান।

ভিডিওতে দেখা যায়, বাংকারে হালকা আলো জ্বলছে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন নবদম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠানে আসা অতিথিরা তাঁদের ঘিরে রেখেছেন। বিয়ের পোশাক পরা যুগল গানের তালে তালে একে অপরের হাত ধরে আলতো করে দুলছেন। আর এক অতিথির মুঠোফোনে বাজানো হচ্ছে গান।

জেরুজালেমের নটর ডেম হোটেলের কাছে অবস্থিত একটি বাংকারে এ মুহূর্ত ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে। নটর ডেম জেরুজালেমের সবচেয়ে বড় হোটেলগুলোর একটি। নাচের ভিডিওটি প্রথম এক্সে পোস্ট করেন লেখক সাউল সাদকা। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'বিয়ের অনুষ্ঠানটির আনন্দ মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে দিতে পারেনি ইরান।' পোস্টের সঙ্গে হার্টের একটি ইমোজি দিয়েছেন সাউল।

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার মধ্যে গত মঙ্গলবার রাতে দেশটিতে ওই হামলা চালায় ইরান। এ সময় প্রাণভয়ে জেরুজালেম, তেল আবিবসহ বড় শহরগুলোতে কয়েক লাখ ইসরায়েলি বাংকারে আশ্রয় নেন। হামলায় দুই ইসরায়েলি আহত হন। আর ইসরায়েলের প্রতিহত করা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের অংশবিশেষের আঘাতে পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনি নিহত হন।

বর-কনের নাচের ভিডিওটি দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ছবি : এক্স থেকে সংগৃহীত

একটু থামুন

বাসার ভাই

● লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮৪

স্বাস্থ্যবটিকা

● ব্রন স্মিথ

টানা বসে থাকার সঙ্গে মাসল ক্র্যাম্পের সম্পর্ক আছে?

অফিস আমাকে দৌড়ের ওপর রাখে। তাই টেনশন নেই।

হ্যাঁ, আছে। তাই দীর্ঘক্ষণ একই অবস্থানে বসে থাকবেন না; দু-এক ঘণ্টা পরপর উঠে দাঁড়ান বা হাঁটুন। পা আড়াআড়ি করে বসলে পায়ের ওপর চাপ পড়ে এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	৫
			৬		৭		
৮		৯			১০		
		১১					
১২	১৩				১৪	১৫	
	১৬			১৭		১৮	
১৯			২০		২১		
	২২				২৩		

বাঁ থেকে ডানে : ১. দীর্ঘ ঠোঁটবিশিষ্ট পাখি। ৪. চন্দ্র। ৬. ধীর। ৮. আর্তনাদ করা। ১০. জঘন্য। ১১. দ্রুততাবাচক শব্দ। ১২. বিশাল। ১৪. গলাধঃকরণ করা। ১৬. আঁশ। ১৮. কণ্ঠ। ১৯. মেয়েদের গুচ্ছাকারে বাঁধা চুল। ২০. অতি কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। ২২. নখের আঘাত। ২৩. পদাতিক সৈনিক।

ওপর থেকে নিচে : ১. নিতান্ত। ৩. বই। ৫. বাতানুকূল। ৬. অভিলাষ। ৭. রগরগ করছে এমন। ৮. বড় কচ্ছপ। ৯. নিশি। ১৩. তালপাতার তৈরি যে পাখা দিয়ে বাতাস করা হয়। ১৫. জুতসই। ১৭. সরকারের অধিকারভুক্ত। ২০. ক্ষুৎ। ২১. শূন্যগর্ভ।

গত সমস্যার সমাধান

জ		ম	ত		টা	কা	
গা	র	দ		তা		জ	পা
খি		দ	শা	স	ই		র
চু	প		য়ে		ত	র	ঙ্গ
ড়ি		হ	স্তা	ক্ষ	র		ম
	ম	স্ত		ম		দ্বা	
সা	ধ্য		কে	তা	দু	র	স্ত
	ম	য়	না		গ্ধ		ম্ভ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট!

● জন গ্র্যাজিয়ানো

কৌতুক

আবুল মিয়ার ফলের দোকানে এক লোক এসে বললেন, 'এক কেজি আপেল দেন। প্রতিটা আপেল আলাদা আলাদা ঠোঙায় দিয়েন।' আবুল মিয়া তা-ই করলেন। ক্রেতা এবার বললেন, 'এবার এক কেজি আম দেন। প্রতিটা আম আলাদা আলাদা ঠোঙায় দিয়েন।'
আবুল মিঞা এবারও তা-ই করলেন। অদ্ভুত ক্রেতা দোকানে নজর বোলাচ্ছিলেন, আরও কিছু নেবেন হয়তো। আবুল মিয়া ব্যাপারটা টের পেয়ে চটজলদি আঙুরের থোকা দেখিয়ে বললেন, 'ভাই, আঙুর পচা, আজকে আর বেচুম না!'

কথা অমৃত

সর্বনিম্ন মজুরি দিয়ে মালিক শ্রমিককে বলতে চায়, পারলে তোমাকে আরও কম দিতাম। কিন্তু তাতে আইন ভঙ্গ করা হবে।

ক্রিস রক
মার্কিন কমেডিয়ান ও অভিনেতা (জন্ম : ১৯৬৫)

সুডোকু

5	1	4			6			9
		6				5	1	
					5			
		8	7	4		3	6	
		7	5		3	4		
	5	3		1	9	7		
			2					
	3	2				9		
6			9			2	7	3

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	8	2	4	6	5	7	9	1
1	4	6	3	7	9	5	8	2
9	7	5	2	1	8	3	4	6
6	9	8	5	3	2	4	1	7
7	2	4	1	9	6	8	3	5
5	3	1	7	8	4	2	6	9
2	1	9	8	4	7	6	5	3
4	5	3	6	2	1	9	7	8
8	6	7	9	5	3	1	2	4

পিনাটস

● চার্লস শুলজ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ঢাকার নবাবগঞ্জে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকা

মা-বাবার পর দগ্ধ শিশুটিরও মৃত্যু

রাজধানীর শুক্রাবাদ এলাকায় নিজ বাসায় অগ্নিদগ্ধ তিন বছরের শিশু মো. বায়েজিদ মারা গেছে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মারা যায় সে। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন মো. তরিকুল ইসলাম খবরটি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে একই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে শিশুটির মা-বাবাও মারা গেছেন। গত শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত তিনটার দিকে শুক্রাবাদে বাসায় আগুন লেগে শিশু বায়েজিদ, তাঁর বাবা মো. টৌটন মিয়া (৩৫) ও মা নিপা বেগম (৩০) দগ্ধ হন। বাসার রান্নাঘরে দেশলাই জ্বালালে পুরো ঘরে আগুন ধরে যায়। স্বজনদের ভাষ্য, গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে ঘরে গ্যাস জমে ছিল। এ থেকেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেদিন রাতেই তিনজনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, বায়েজিদের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা

পরিচালনা কমিটি প্রথা বিলুপ্তির দাবি

পর্যায়ক্রমে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বাড়িভাড়া, উৎসব ভাতা দেওয়াসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে শিক্ষকদের দুটি সংগঠন। একই সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটি প্রথা বিলুপ্ত করে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নিয়ম চালুর দাবি জানিয়েছে তারা। গতকাল শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানায়। ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কলেজশিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করে। এতে অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান, কলেজশিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. ইসহাক হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগ

শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

'এম্পাওয়ারিং আওয়ার ফাইটার্স' নামে শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রতিনিধি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকারের অবহেলা লক্ষ করা যাচ্ছে। এত দিনেও এই দায়িত্ব যথাযথভাবে নিতে না পারা সরকারের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে।

'এম্পাওয়ারিং আওয়ার ফাইটার্স' নামে শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্মের এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথাগুলো বলেছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে তাঁরা কিছু পর্যবেক্ষণ ও দাবি তুলে ধরেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনে আহত ব্যক্তির অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আহত ব্যক্তিরা সরকারের কাছে তাঁদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, আর সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, সেই বৈষম্য এখনো দূর হয়নি। চিকিৎসার জন্য তাঁদের কেন সংবাদ সম্মেলনে আসতে হবে? তাঁরা কি অবহেলার পাত্র হয়ে গেছেন?

এম্পাওয়ারিং আওয়ার ফাইটার্স বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম। এটি আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্ল্যাটফর্মটি ছয়টি দাবি তুলে ধরে। দাবিগুলো হলো এক. প্রত্যেক রোগীর জন্য পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আহত রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার জন্য একটি 'জরুরি হটলাইন সেবা' চালু করতে হবে। দুই. দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো বা বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং চিকিৎসকদের আনার জন্য একটি সরকারি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। তিন. প্রত্যেক আহত ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চার. হাসপাতাল ও চিকিৎসাসংক্রান্ত অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি বরাদ্দ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার করতে হবে। পাঁচ. বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উপায়ে তার কার্যকর রূপ দিতে হবে। ছয়. ছাত্র-জনতার সঙ্গে সরকারের নিয়মিত উন্মুক্ত সংলাপ শুরু করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নিজেদের সরেজমিন কাজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে। বিদেশ থেকে কেবল একটি চিকিৎসক দল আনা হয়েছে। এই মুহূর্তে আর কোনো চিকিৎসক দল আনা হবে কি না, এ বিষয়েও সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হচ্ছে না। ৫ আগস্টের পরও হাসপাতালগুলোয় আহত ব্যক্তিদের পুরোপুরি সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

এম্পাওয়ারিং আওয়ার ফাইটার্স প্ল্যাটফর্মের সদস্যদের আরও পর্যবেক্ষণ, হাসপাতালগুলোয় বিনা মূল্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালে সরকারি অনুরোধ সত্ত্বেও বিল না কমানোর ঘটনা ঘটছে। অনেকগুলো হাসপাতাল পরিচালকদের স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন, সেসব জায়গায় সরকার ঘোষিত 'ফ্রি চিকিৎসা' দেওয়া হচ্ছে নিজেদের সমাজসেবায় আসা দান এবং ব্যক্তিগত অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে; কিন্তু এভাবে হাসপাতালগুলো চলতে পারে না। ফ্রি চিকিৎসা ঘোষণা দেওয়ার দিনই সরকারের জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালগুলোর জন্য বরাদ্দ করে অর্থ পাঠানো জরুরি ছিল। অনেক রোগী ঢাকায় এসেও যথাযথ চিকিৎসা না পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। অনেক রোগী টাকার অভাবে ঢাকায় আসতে পারেননি। তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য পর্যাপ্ত সরকারি প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে আহত ব্যক্তিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয়। প্ল্যাটফর্মটির তথ্যমতে, মোট ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৮০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা তারা সরাসরি আহত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাকি ৪৯ হাজার ৮০০ টাকা দুটি শহরের টিমগুলোর খাবার, যাতায়াত, আহত মানুষদের ওষুধ কিনে দেওয়া, অ্যাম্বুলেন্স বিল দেওয়া এবং আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া-আসাসহ অন্যান্য খাতে খরচ হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাকিবুর রহমান ও আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ইদুল ফয়সাল। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মতিউর রহমান, শরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলামিনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

*প্রথম আলো*র আয়োজনে দিনব্যাপী 'আনন্দমেলা'য় শিশুরা 'বাবুল্যান্ডের' দুই চরিত্রের সঙ্গে আনন্দে মেতেছে। গতকাল ঢাকার মিরপুরের ৯ নম্বর সেকশনের স্বপ্ননগর আবাসিক এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

স্বপ্ননগরের বাসিন্দাদের আনন্দে অবগাহন

প্রথম আলোর আয়োজনে 'আনন্দমেলা'

দিনব্যাপী আনন্দমেলায় ছিল শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড়সহ নানা রকম ক্রীড়ার আয়োজন।

- মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনের স্বপ্ননগর আবাসিক এলাকার ১ হাজার ৪০টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাসংখ্যা ছয় হাজারের বেশি।
- আবাসনের শিশু-কিশোরেরা নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুরের স্বপ্ননগর আবাসনে দিনব্যাপী বয়ে গেল আনন্দলহরী। গতকাল শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকাল ৮টা থেকে এই সুপরিসর আবাসিক এলাকায় প্রথম আলোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'আনন্দমেলা'।

আবাসনের বাসিন্দাদের নিয়ে প্রথম আলোর এই আয়োজনের টাইটেল স্পনসর করেছে এসিআই পিওর।

মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনের স্বপ্ননগর আবাসিক এলাকার ১০টি বহুতল ভবনের ১ হাজার ৪০টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাসংখ্যা ছয় হাজারের বেশি। ২০২১ সাল থেকে এই আবাসনে লোকবসতি শুরু হয়। বাসিন্দাদের জন্যই ছুটির দিনে এই আয়োজন।

চারপাশে প্রাচীরঘেরা আবাসনের আয়তন ২১ একর। এটি নির্মাণ করেছে সরকারের জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। দুই পাশে ৫টি করে মোট ১০টি আবাসিক ভবনের সারি। মাঝখানে বিশাল সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। মাঠের চারপাশ দিয়ে ঢালাই করা সড়ক ও পাশ দিয়ে পায়ে চলার পথ। পথের দুই পাশে লাগানো হরেক রকম গাছ বেড়ে উঠছে রোদ-বৃষ্টিতে। এই সবুজে ঘেরা মাঠেই সম্পন্ন হলো আনন্দমেলার কার্যক্রম।

সকালে আনন্দমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আবাসন সোসাইটির সভাপতি সাবেক সচিব মো. নুরনবী তালুকদার। তিনি বলেন, এতে আবাসনের শিশু-কিশোরেরা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। পাশাপাশি বাসিন্দাদের মধ্যেও পারস্পরিক সাক্ষাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। তিনি প্রথম আলোর এই উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানান।

এরপর শুরু হয়ে যায় দিনব্যাপী আনন্দমেলার কার্যক্রম। প্রথমেই ছিল শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। আরও ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড়, চকলেট দৌড়সহ নানা রকম ক্রীড়ার আয়োজন।

আনন্দমেলার আয়োজনটিকে আনন্দময় করে তুলতে মাঠটি সাজানো হয়েছিল উৎসবে সজ্জায়। দক্ষিণ পাশে ছিল ছাউনি দেওয়া বড়সড় মঞ্চ। উত্তর ও পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রথমা প্রকাশনের বইয়ের স্টলসহ আনন্দমেলার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল। সেখানে উৎসবের কুপনে ছিল আইসক্রিম, কফি, স্যান্ডউইচ, নুডলসসহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা। এ ছাড়া বিশেষ ছাড়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে।

প্রতিযোগিতা পর্বের পর আনন্দমেলা মঞ্চে শুরু হয় কচিকাঁচাদের জন্য মজার মজার অনুষ্ঠান। এতে ছিল ম্যাজিক শো, পুতুলনাচ। শেষে ছিল প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসানের পরিচালনায় রোবট শো। শিশুরা রোবটের সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে সেরা ১০ জন। এরপর মধ্যাহ্নবিরতি।

প্রথম আলোর এই আয়োজন সম্পর্কে আবাসনটির পরিষেবা সম্পাদক প্রকৌশলী আনিসুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন করোনা মহামারি ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এখানকার বাসিন্দাদের মনে চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই চাপ কাটাতে এমন একটি নির্মল আনন্দ আয়োজনের খুব দরকার ছিল।

এই আয়োজনে সহায়তায় ছিল কিয়োয়ান, স্যাভলন, নিউজিল্যান্ড ডেইরি, এয়ার অ্যাস্ট্রা, সান কুইক, বাবুল্যান্ড, নিউট্রি, স্যাভয় আইসক্রিম ও মোজো।

বৃষ্টির জন্য বিকেলের পর্বে খানিকটা বিলম্ব ঘটে। তবে মাঠে আর অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। মঞ্চের সামনের ছাউনির তলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে নারী এবং পুরুষ অভিভাবকদের জন্য আলাদা করে বল পাসিং। উভয় প্রতিযোগিতাতেই ছিল আকর্ষণীয় পুরস্কার।

প্রতিযোগিতার শেষে ছিল সংগীত, র‍্যাফল ড্র, পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান। ম্যাক আপেল গেয়ে শোনান 'পুরোনো সেই দিনের কথা'সহ দুটি গান। প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিশু-কিশোরদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বিষয়ের বই পড়তে, দেশকে ভালোবাসতে অনুপ্রেরণা দেন। যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান ও সার্কুলেশন-সেলস সহকারী মহাব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন রওনক বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। শিশুদের সমবেত কণ্ঠে 'আমরা করব জয়' গানটি দিয়ে মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ হয় সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধু মেঘা থেতান ও অনিক সরকার।

আনু মুহাম্মদ বললেন

আন্দোলনে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে যে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, দালিলিক বা ডকুমেন্টেশনের জায়গাগুলোতে তাঁদের পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেছেন, আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য এই শ্রমিকদের কোনো স্বীকৃতিও দেওয়া হয়নি।

গতকাল প্রকাশনা সংস্থা 'সমাজপাঠ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রমজীবীদের হিস্যা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথাগুলো বলেন আনু মুহাম্মদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আনু মুহাম্মদ বলেন, '(আন্দোলনে) যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ শ্রমিক। নিহতের সংখ্যাটিও শতাধিক। আবার আমরা যাঁদের শিক্ষার্থী হিসেবে চিনি, তাঁদের একটি বড় অংশ শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান।' আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আবু সাঈদও শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান।

আন্দোলনে আহত শ্রমজীবীরা যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছেন না উল্লেখ করে আনু মুহাম্মদ বলেন, যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই চিকিৎসা করার মতো অবস্থা নেই। এই শ্রমজীবীরা ও শ্রমজীবীদের সন্তানেরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল। তাঁরা হাসপাতালে বিনা যত্নে পড়ে আছেন। তাঁদের অস্ত্রোপচার করতে, ওষুধপত্র কিনতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা কোথা থেকে এগুলো কিনবেন?

এ সময় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহজাদ ফিরোজ বলেন, বৈষম্যহীন ব্যানারে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তার অন্তর্গত আকুতি হলো ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।

লেখক ও অ্যাকটিভিস্ট তুহিন খান বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমরা দেখছি যে বৈষম্য নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকদের ওপর যে বৈষম্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সেটি নিয়ে আমরা তেমন কথা বলছি না।'

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন শ্রমিক সংগঠক সত্যজিৎ বিশ্বাস, পাটকলের শ্রমিক আলমগীর হোসেন, পোশাকশ্রমিক মো. উদয়, ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও চা-শ্রমিক সংগঠক তানজিলা বেগম, রিকশাশ্রমিক সংগঠক ওবায়দুল ইসলাম ও ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক সুজয় শুভ।

সিপিবির সমাবেশে বক্তারা

এখনো 'সিন্ডিকেট' বহাল, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে দিশাহারা মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতারা বলছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুই মাস পার হতে চললেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো খবর নেই। সিন্ডিকেট বহাল আছে। নিত্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ দিশাহারা। তাঁরা বলছেন, সার-কীটনাশকের দাম বেড়ে গেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। কৃষক খেতমজুরের স্বার্থে কোনো আলোচনাই দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিয়েও আলোচনা নেই। অথচ সাম্প্রদায়িক অপশক্তির দাবির কাছে সরকার নতজানু হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে সিপিবির নেতারা এসব কথা বলেন।

শ্রমিক হত্যার বিচার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনব্যবস্থা চালু, আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে জনজীবনে শান্তি, সর্বত্র সম্প্রীতি রক্ষা, দুর্নীতি-লুটপাট-দখলদারত্ব বন্ধ, পাচারের টাকা-খেলাপি ঋণ আদায়, শ্রমিকের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, কৃষক ও খেতমজুরের স্বার্থে নীতি প্রণয়ণসহ নানা দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, স্বৈরাচারের পতন ঘটলেও সর্বত্র দখলমুক্ত হয়নি। অনেক জায়গায় এক দখলদারের পরিবর্তে আরেক দখলদার জায়গা করে নিচ্ছে। জনজীবনের শান্তি ফিরে আসেনি। দেশের সর্বত্র ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা দিতে সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেন, এ জন্য এলাকায় এলাকায় সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ সময় কেউ যদি অপতৎপরতা করার দুঃসাহস দেখায়, তাদের চিহ্নিত ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন (প্রিন্স), সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ, সদস্য কাজী সাজ্জাদ জহির, জলি তালুকদার, সাজেদুল হক প্রমুখ।

জলাবদ্ধতা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাজধানীর মুগদা এলাকার সড়কটি। খানাখন্দে ভরা সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে পথচারীদের। দীপু মালাকার

'ক্ষমতার রূপান্তর হয়েছে, কিন্তু নতুনের পুরোপুরি জন্ম হয়নি'

আলোচনা সভায় সলিমুল্লাহ খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে দুই মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে ক্ষমতার রূপান্তর হয়েছে; কিন্তু নতুনের পুরোপুরি জন্ম হয়নি। এমন সময়ে সংকটের জন্ম হয়। এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন লেখক-অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। গতকাল শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে 'বৈচিত্র্যে বহুত্বে বাংলার সংস্কৃতি : গ্যাঁড়াকল ও পরিত্রাণ' শীর্ষক আলোচনায় সভাপ্রধানের বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেন, পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যে অবিমৃশ্যকারী করেছেন, এই বাংলার শাসকেরা নিজ দেশের মানুষের সঙ্গে সেটির চেয়ে কোনো অংশে কম করেননি। তাঁর বক্তব্যে '৭২-এর সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত না হওয়ার কথাও উঠে আসে।

'সংস্কৃতি বাংলা'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার শুরুতে ধারণাপত্র পাঠ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মাসউদ ইমরান। তিনি বলেন, ধর্মনির্ভর মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ মোটাদাগে একে অপরকে খারিজ করে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি অপরাপর জাতিসত্তাকে নিয়ে ভেবেছে? একদমই ভাবেনি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে।

আলোচনায় আরও অংশ নেন মানবাধিকারকর্মী ও লেখক ইলিরা দেওয়ান, টঙ্গীর আল নূর মসজিদের খতিব শায়খ আলী হাসান তৈয়ব প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জে উন্মুক্ত সংলাপ

দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের দাবি জোনায়েদ সাকির

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, 'সংসদকে দুই কক্ষবিশিষ্ট করতে হবে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সব দলের সদস্যরা পার্লামেন্টে যেতে পারেন।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ নগরের চাষাঢ়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে উন্মুক্ত গণসংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথাগুলো বলেন। গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়কারী তরিকুল সুজনের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী সমন্বয়কারী অঞ্জন দাসের সঞ্চালনায় গণসংলাপে অন্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, কবি আরিফ বুলবুল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ মহানগর কমিটির সমন্বয়কারী নিয়ামুর রশীদ, নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, খেলাফতে মজলিসের মহানগর কমিটির সভাপতি ইলিয়াছ হোসাইন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ফারহানা মানিক, নির্বাহী সমন্বয়কারী পপি রানী সরকার, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মহানগরের সভাপতি মোতালেব মাস্টার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

নিউমোনিয়া নিয়ে হাসপাতালে ফরহাদ মজহার

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ফরহাদ মজহার

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। জ্বর-ঠান্ডা-কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা প্রবল হওয়ায় গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ফরহাদ মজহারের নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে।

ফরহাদ মজহারের পরিবার ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, তিনি গত ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে একাধিক সেমিনারে যোগ দেন। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী সফরকালে তাঁর জ্বর ও কাশি শুরু হয়। ঢাকায় ফেরার পর থেকে তিনি জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। গতকাল সকালে তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

৭৭ বছর বয়সী ফরহাদ মজহার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. শফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন। উবিনীগের পরিচালক সীমা দাস শিমু রাতে প্রথম আলোকে জানান, ফরহাদ মজহারের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ওবায়দুল কাদেরের ভগ্নিপতিকে কুপিয়ে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *নোয়াখালী*

নোয়াখালী জেলা পরিষদ ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য মনিরুজ্জামান মনিরকে (৫৬) কুপিয়ে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ভগ্নিপতি। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার চরহাজারী ইউনিয়নের চরহাজারী চৌরাস্তা এলাকায় চলন্ত একটি অটোরিকশার গতি রোধ করে তাঁকে কুপিয়ে আহত করা হয়।

হামলার পর আহত মনিরুজ্জামানকে সড়কের পাশে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারী ব্যক্তিরা। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মনিরুজ্জামান পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করেন। দুপুরে তিনি উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের কদমতলা বাজার এলাকায় নিজের গ্রামের বাড়িতে জুমার নামাজ পড়তে যান। নামাজ শেষে তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ফিরছিলেন। চরহাজারী ইউনিয়নের চৌরাস্তা এলাকায় তাঁকে অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা।

ভবন নির্মাণ
ডিজাইন
ইন্টেরিয়র
জমি আবশ্যক

দেশের যেকোন জায়গায় প্রতি বর্গফুট মাত্র
১৮৯০-১৯৯০ টাকায়
(ফাউন্ডেশন খরচ আলাদা) আমরা আধুনিক বাড়ি নির্মাণ, যৌথ উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণ এবং সুলভমূল্যে বিল্ডিং ডিজাইন ও ইন্টেরিয়রের কাজ করি।

SNZ construction concept & properties Ltd
এস.এন.জেড কনস্ট্রাকশন কনসেপ্ট এন্ড প্রপার্টিজ লিঃ, আফতাবনগর, ঢাকা।
যোগাযোগঃ ০১৮৭৭-৭২৩৯৩৪, ০১৮৭৭-৭২৩৯২৯

ধামাকা অফার

রেডি প্রকল্পে বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ
১ থেকে ৫ বেডরুম এপার্টমেন্ট

রেডি এপার্টমেন্ট বিক্রয়

এলাকা	আয়তন
খিলগাঁও	১২০০ - ১৬৩০ বঃফুঃ
মালিবাগ	১২৫০ - ১৩০০ বঃফুঃ
ধানমন্ডি	১৫৭০ - ২৭৩৭ বঃফুঃ
মোহাম্মদপুর	১১৬৮ - ২৪৬১ বঃফুঃ
খিলক্ষেত	৩৮৫ - ১৩২০ বঃফুঃ
বসুন্ধরা আ/এ	১৩৮০ - ২৪৩৭ বঃফুঃ
বনানী DOHS, মহাখালী DOHS	১৩৫০ - ৪০০০ বঃফুঃ

অফিস স্পেস
বসুন্ধরা আ/এ ও মতিঝিল -এ অফিস স্পেস বিক্রয়
২৩০০-২৩০০০ বঃফুঃ

০১৭৫৫৫-১১০২৬
০১৭৫৫৫-১১০২৩
০১৭৫৫৫-১১০০৫
০১৭৫৫৫-১১০২০
bddl PROPERTIES LTD
/bddlproltd
www.bddlproperties.com

রেডি/নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়

এলাকা	আয়তন
★ বসুন্ধরা	১৭৬০-২৩০০ বঃ
★ জলসিঁড়ি	২৭৫০-২৮২৫ বঃ
★ উত্তরা	২৩৩০-২৯৭০ বঃ
★ বনশ্রী	১২২০-১৫১৫ বঃ
★ আফতাবনগর	১২০০-২৫০০ বঃ
★ বাড্ডা	১১৮০-১৪৩০ বঃ
★ হাতিরঝিল	২৫০০ বঃ
★ বাবর রোড	১৯৬০ বঃ
★ বায়তুলআমান	১২০০-১৪৬০ বঃ
★ মগবাজার	১২০০-১২১০ বঃ
★ বাসাবো	১১০০-১২০০ বঃ
★ মিরপুর	১৩৯০-১৯৫০ বঃ
★ কাঠালবাগান	১৩০০ বঃ
★ রাজাবাজার	১২৬৫-১৫২০ বঃ
★ তেজকুনিপাড়া	১১৭০-১৭৫০ বঃ
★ মিরবাগ	১৫০০ বঃ
★ মালিবাগ(ড. গলি)	৯৬০-১৩৭৫ বঃ
★ পাবনা	১৩৪০ বঃ

Basic Builders Ltd.
০১৭৬৫-৭৮৩৯৯৫, ০১৭৫৯-৫৪১৭৭৫

WE CREATE
VALUE & HAPPINESS
WITH YOUR PRECIOUS LAND

BE OUR
JOINT VENTURE PARTNER
Let's explore the opportunities together

| Gulshan | **Banani** | Dhanmondi | **Uttara** | Bashundhara |
| **Aftabnagar** | Pallabi | **Shantinagar** | Mohammadpur | **Khilgaon** |

/happycpdl.com
01777766002

CREDENCE
for the inspired lifestyles

OFFERING LAVISH AND CONTEMPORARY APARTMENTS IN THE FOLLOWING LOCATIONS

3 BED & 4 BED APARTMENTS

- **Gulshan** (Lake View) Road-13, Block-SW(D)
- **Dhanmondi R/A** Road-9/A, Road-12, Road-16
- **Banani** Road-17A
- **Lalmatia** Block-B, C & D (Ready & Ongoing)
- **Kalabagan** Bashiruddin Road, Lake Circus North Dhanmondi (Ongoing)
- **Mohammadpur** Iqbal Road, Humayun Road, Babor Road
- **Elephant Road**
- **Khilgaon** Shahid Baki Road
- **Uttara** Sector-6 & 7 (Ready & Ongoing)
- **Badda** Lake Road (Lake Facing)
- **Adabor** Dhaka Housing

Apartment Size : 1078-2878 SFT. (1SFT.= 0.0929 SQM.)

Call for Details 16769

Web: www.credencehousingltd.com, E-mail: credencehousingltd@gmail.com
Cell/WhatsApp: 01877772200, 01877772244, 01877772211
Planning Center: House-15B, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka

এখন

শ্রেণীভুক্তসহ সকল বিজ্ঞাপন ই-মেইল এর মাধ্যমে ডিজাইন পাঠিয়ে বিকাশ এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে ছাপানো যাবে

email: ad@prothomalo.com
ফোন : ০২-৫৫০১২২১২, বিকাশ : ০১৯৫৫৫৫২০৭৬

home for peace...
Since 2007 **ASSURE GROUP**
ISO 9001: 2015 QMS Certified

সেরা লোকেশনে প্রায় রেডি ও অনগোয়িং
এপার্টমেন্ট ও বাণিজ্যিক স্পেস

গুলশান । বারিধারা । ধানমন্ডি । উত্তরা । মহাখালী
বসুন্ধরা । খিলক্ষেত । আফতাবনগর । বাড্ডা । বনশ্রী
সিদ্ধেশ্বরী । মগবাজার । মালিবাগ । বাসাবো । মনিপুরীপাড়া
রাজাবাজার । মোহাম্মদপুর । মিরপুর । শ্যামলী
সাভার ডিওএইচএস

09612 008800 | www.assuregroupbd.com

Comprehensive holdings
Always Aesthetical and Functional

Live in Style, Live in Luxury
@1250 - 2500 sft

Residential Project

Lalmatia | Bashundhara | **Siddeshwari** | Uttara
Sir Syed Road | Ring Road, Shymoli | **Central Road** | Green Road
Tejturi Bazar | East Raja Bazar | **West Dhanmondi** | Mirpur
Katasur, Mohammadpur | **R K Mission Road** | K M Das Lane, Tikatuli
Gendaria (close to Dhup Khola Maath) | Katalgonj (**Chattogram**)

Commercial Shop / Office Space

Proposed Commercial Project
Shatinagor @ 220 - 20000 sft | **Dhanmondi** (Satmasjid Road) **@ 3805 - 7610 sft**

HOTLINE
09610 000 900

APARTMENTS AT NEW ESKATON

Near Moghbazar Circle on New Eskaton Road

Beautifully designed 3-Bedroom Apartments featuring a range of general amenities including Reception Lobby & Lounge, Community Hall, Children's Play Area, Rooftop with Garden and Barbecue Area etc.

By **ASSET DEVELOPMENTS**

SALE ENQUIRIES **16687**
01713018405
01713186944

Asset Developments & Holdings Ltd
91 Gulshan Avenue
www.asset.com.bd

বসুন্ধরায় রেডি কমার্শিয়াল প্লট!

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে (৩০০ ফিট রোড) সংলগ্ন, সম্পূর্ণ রেডি অবস্থায়, এখুনি হোটেল/হসপিটাল/কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স করার উপযোগী **৩.৮০ বিঘার একটি বাণিজ্যিক প্লট** বিক্রি হবে।

শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

বিস্তারিত জানতে: ০১৭৯৯৯৯৮১৮৮, ০১৭৯৯৯৯৮১৮২

Quality comes first, Profit is its logical sequence

SEL
SINCE 1983

READY PROJECTS
Bashundhara | Dhanmondi | Elephant Road | Chamelibagh
Tejkunipara | Mohammadpur | Savar & Cumilla

ONGOING RESIDENTIAL PROJECTS
Uttara | Bashundhara | Mohakhali | Shamoly | Mohammadpur
Dhanmondi | Indira Road | Kalabagan | Eskaton | Moghbazar
Dilu Road | Elephant Road | Hatirpool | Zigatola
Malibagh | R.K. Mission Road | Gandaria & Cumilla

ONGOING COMMERCIAL PROJECTS
Dhanmondi | Eskaton | Malibagh & Savar

The Structural Engineers Ltd.
SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205

Call Us:
09666773344
Cumilla Office: 01819 558161
sel.com.bd

জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে

পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি নিয়ে দেশটির পত্রিকা ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ঊর্ধ্বমুখী প্রবাসী আয়

এই ধারা অব্যাহত থাকুক, বন্ধ হোক হুন্ডি

আশার কথা যে ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় এসেছে গত মাসে।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, গত মাসে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ২৪০ কোটি ডলার। গত আগস্টে আয় এসেছিল ২২২ কোটি ডলার। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৩৩ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় গত মাসে প্রবাসীরা ৮০ শতাংশ বেশি অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যান্ড ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দর ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারছে ব্যাংকগুলো। এ কারণে প্রবাসী আয় কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ডলারের দাম কিছুটা বেশি দিতে পারছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ৪১৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। এর মধ্যে জুলাই মাসে আসে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ডলার এবং আগস্টে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ডলার। মে মাসে প্রবাসী আয় এসেছিল ২২৫ কোটি ডলার। চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে জুনে, যার পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ডলার।

সে ক্ষেত্রে এক মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮০ শতাংশ হলেও উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। দেখার বিষয়, প্রবৃদ্ধির এই ধারা ধরে রাখা যায় কি না। সম্প্রতি *প্রথম আলো* আয়োজিত 'ব্যাংক খাতকে কোথায় দেখতে চাই' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, টাকা না ছাপিয়ে ও রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি না করে আর্থিক খাতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। ডলারের বাজার যেভাবে চলছে, এভাবে চললে বাজারে অস্থিরতা থাকবে না। এখন ব্যাংকে প্রবাসী আয়ে ডলারের যে দাম পাওয়া যাচ্ছে, খোলাবাজারে ডলারের দাম তার চেয়ে কম। এতে ডলারের বাজার স্থিতিশীল হচ্ছে।

মানুষ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কথায় তখনই আশ্বস্ত হবে, যখন দেশ থেকে ডলার পাচারের পথগুলো বন্ধ হবে এবং বৈধ পথে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো আরও সহজ হবে। অবৈধ হুন্ডি ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাঙালিদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য একাধিক চক্র সক্রিয় আছে বলে জানা গেছে। তারা প্রবাসীদের প্রলুব্ধ করে যে তাদের মাধ্যমে টাকা পাঠালে বেশি দাম পাবেন। আসলে তারা প্রবাসীদের কষ্টার্জিত টাকা হাতিয়ে নেয় এবং দেশে তাদের স্বজন ও ব্যবসায়ী শরিকদের মাধ্যমে টাকাটা এখানে শোধ করে। ফলে দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়।

রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা বাড়ানো দরকার। এতে তাঁরা আরও বেশি উৎসাহিত হবেন। একই সঙ্গে প্রবাসীদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। প্রবাসীদের জন্য নির্ধারিত বন্ড বিনিয়োগের সীমা আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে। এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত যাঁরা অতীতে নিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগের সুযোগ না পেলে বিদেশেই বিনিয়োগ করবেন। আমরা চাই না তেমনটি হোক।

শিল্পকলার দুর্নীতি

সংস্কৃতি মুক্ত হোক ক্ষমতার কেরানিগিরি থেকে

জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে সব মানুষের জন্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতিঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠন কাগজে-কলমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির লক্ষ্য। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাস্তবে শিল্পকলা একাডেমি হয়ে উঠেছিল অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সাবেক মহাপরিচালকের স্বেচ্ছাচারিতা ও সরকারের গুণকীর্তনের প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃতিকে ক্ষমতার কেরানিগিরি করা হলে একটি প্রতিষ্ঠান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তার ধ্রুপদি উদাহরণ হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠানটি।

*প্রথম আলো*র খবর জানাচ্ছে, গত ১৫ বছর আওয়ামী লীগের শাসনামলে চাপা পড়ে গিয়েছিল শিল্পকলার দুর্নীতি। এ সময়ে শিল্পকলার বাজেট বেড়েছে ১০ গুণ। বাজেটের অঙ্ক যত বেড়েছে, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা তত বেড়েছে। শিল্পকলার বর্তমান বাজেট এখন ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। কিন্তু জনগণের করের সেই অর্থ জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে কতটা ব্যয় হয়েছে, আর কতটা ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা কিছু মানুষের সুযোগ-সুবিধার কাজে ব্যয় হয়েছে, সেটা মূল প্রশ্ন।

কেননা দেশজুড়ে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে তারা পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ হলো স্বাধীন সংস্কৃতিচর্চার বদলে ক্ষমতাসীন সরকারের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর দেশের বিভিন্ন জেলায় ১২০টি যাত্রাপালা আয়োজন করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি নিয়ে দুটি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয় ৩২ বার। গবেষণার জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকলেও তার ব্যয় নিয়ে আছে প্রশ্ন। গত ১৪ বছরে সাবেক মহাপরিচালকের নামে বই প্রকাশ হয়েছে ২৫টি।

লিয়াকত আলী লাকী নজিরবিহীনভাবে টানা ১৩ বছর শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন। শিল্পকলার দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বহু ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর সময়ে ২২৭ কোটি টাকা গরমিল ধরা পড়লেও তার জবাব দেওয়া হয়নি। লাকীর বিরুদ্ধে কস্টিউম খরচ, অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন, বিদেশ সফর, শিল্পকর্ম কেনা, ভুয়া ভাউচার জমা নিয়ে কেলেঙ্কারির শেষ নেই। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ও স্বজনপ্রীতি নিয়ে আছে বিস্তর অভিযোগ।

একের পর এক দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ওঠার পরও কোনো মহাপরিচালক পদে লিয়াকত আলী লাকীর মেয়াদ বারবার করে বাড়ানো হয়েছে। তার সময়কার অনিয়ম, দুর্নীতি ও নিয়োগ-বাণিজ্যের তদন্ত করতে হবে। তাঁকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া ও সহযোগিতা করা সবাইকেই সেই তদন্ত ও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

শিল্পকলা একাডেমিকে ক্ষমতার এই কেরানিগিরি থেকে বের করে আনা জরুরি। শিল্পকলা একাডেমি যেন শিল্পী, নাট্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীদের বহুমতের সংস্কৃতিচর্চা ও মিথস্ক্রিয়ার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, সে উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্পকলা একাডেমি যেন প্রকৃত অর্থে দেশের সংস্কৃতিচর্চায় পথ দেখাতে পারে।

চিঠিপত্র

সেতু চাই

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নে খাসকররা বাজার থেকে পূর্ব দিকে রাইসাগামী রাস্তায় প্রথমেই চোখে পড়া সেতুটির কিছু অংশ ভেঙে নিচে পড়ে গেছে বেশ আগেই। সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে সেতু ফেটে চৌচির হওয়া ও জরাজীর্ণ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় সহজেই। রড বের হয়ে যাওয়ায় তা অত্যন্ত ঝুঁকিতে আছে। উপরন্তু সেতুর রেলিং না থাকার কারণে অবস্থা আরও মারাত্মক। নিয়মিতই ভাঙা অংশ দিয়ে মানুষ পড়ে যাওয়া, যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ব্যবসার মাল ও ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি অঘটন ঘটছে। বড় ট্রাক, লরি, বালুভর্তি যান, ট্রাক্টর ইত্যাদি ভারী যানবাহন চলাচলরত অবস্থায় সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। ভঙ্গুর সেতুটি দিয়ে চলাচলের সময় এলাকার মানুষকে ভয়ে থাকতে হয়। কারণ, এলাকার পাঁচ হাজারের অধিক মানুষের চলাচলের জন্য এই ছোট সেতুটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি সেতুতে দুর্ঘটনা ঘটে মৃত্যুও হয়েছে একাধিক মানুষের। ব্যস্ত রাস্তার এই ছোট সেতুর সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি। কিন্তু এলাকার মানুষ এখানে নতুন সেতু দেখতে চায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবু হামজা
শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

রাষ্ট্র ও রাজনীতি

'বিপ্লবের' পরের গণতন্ত্রের চেহারাটা কেমন হবে

সোহরাব হাসান

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর যখন বিভিন্ন মহল থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা ও নির্বাচনের বাইরে রাখার নানা তৎপরতা চলছে, তখন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভিন্ন কথা বলেছেন।

তাঁর ভাষায়, 'আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে নেবে। আমি তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক না। আমি নির্বাচন করব, অন্য দলগুলো করবে। জনগণ যাদের বেছে নেবে, তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' সেই সঙ্গে তিনি এ-ও যোগ করেছেন, 'যেই ব্যক্তিগুলো গণহত্যা, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা যেন নির্বাচনে অংশ না নেন, সেটাই আমাদের বক্তব্য।' (*প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০২৪)

আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপির যেসব নেতা বারবার কারারুদ্ধ ও মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মির্জা ফখরুল অগ্রগণ্য। সর্বশেষ গত বছরের ২৮ অক্টোবরের সমাবেশ পণ্ড হওয়ার এক দিন পর রাত তিনটায় তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা শখানেক।

বাংলাদেশে মির্জা ফখরুলই একমাত্র নেতা, যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েও শপথ নেননি। সংসদ সদস্য হিসেবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার চেয়ে তিনি দলের মর্যাদাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মির্জা ফখরুল ব্যক্তিগত খেদ ও মনোবেদনা ভুলে গিয়ে দেশের গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে যেটি ভালো মনে করেছেন, সেটাই বলেছেন। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'না, আমরা চাই না দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হোক। কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে আমরা নই।' এ ক্ষেত্রে আমরা আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার কথা মনে করতে পারি। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগ লাভবান হয়নি। বরং জামায়াতের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেড়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক। ১২ আগস্ট। ছবি : সংগৃহীত

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মির্জা ফখরুল এমন কিছু কথা বলেছেন, যা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কিংবা অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার পছন্দ হবে না। এমনকি বিএনপি ও জোটের কট্টরপন্থী নেতারাও ভালো চোখে দেখবেন না। আওয়ামী লীগের পতনের পর এর কৃতিত্ব নিয়েও রাজনৈতিক দল ও ছাত্রনেতাদের মধ্যেও মতভেদ স্পষ্ট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতারা মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ১৫ বছর আন্দোলন করেও স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে পারেনি, তাঁরা ঘটিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ একে বিপ্লব ও দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একটি দেশে স্বাধীনতা একবারই আসে। সাতচল্লিশকে নাকচ করেই একাত্তর এসেছিল। দুই হাজার চব্বিশ একাত্তরকে নাকচ করেনি। বরং একাত্তরের যে মৌল চেতনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যের অবসান, সেই পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

ছাত্র আন্দোলনের বিজয় প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, 'আমরা রাজনীতিকেরা পুরো ক্ষেত্রটা তৈরি করেছি। জুলাইয়ে এই আন্দোলন শুরুর আগপর্যন্ত আপনারা দেখেছেন, আমরা কীভাবে আন্দোলন করেছি। এমনকি এই জুলাইয়ে সবার আগে জেলে গেছে আমাদের লোকজন। এই আন্দোলনে আমাদের হিসাবমতে, ৪২২ জন বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থক নিহত হয়েছেন। আন্দোলনের ক্ষেত্রটা পুরোপুরিভাবে তৈরি করা।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেউ বলেছেন, এটা বিপ্লবী সরকার। ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবে তারা বর্তমান সংবিধানের অধীনে ও আওয়ামী লীগের মনোনীত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছেই শপথ নিয়েছেন। এটা সাংবিধানিক সরকার।

প্রশ্ন উঠেছে, সংস্কারের পর নির্বাচন, না নির্বাচনের পর গঠিত রাজনৈতিক সরকার সংস্কারকাজ করবে? বিএনপি ও তাদের সহযাত্রী দলগুলো মনে করে, 'নির্বাচিত সরকারকেই রাষ্ট্রের প্রকৃত সংস্কারের কাজটি করতে হবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকার দায়িত্ব নিলেও তারা কোনো বিপ্লবী সরকার নয়। বর্তমান সংবিধানের অধীনেই তারা শপথ নিয়েছে।'

মির্জা ফখরুল অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, 'আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে হু আর ইউ, আপনি কে—এসব সংস্কার করছেন, সংবিধান সংস্কার করছেন। আপনি কে আসলে? আপনার স্ট্যাটাসটা কী? একটা আন্দোলন করে ছেলেরা আপনাকে বসিয়ে দিয়েছে আর আপনি সব দায়িত্ব পেয়ে গেছেন? আই ডোন্ট থিংক সো (আমি সেটা মনে করি না)। আপনাকে অবশ্যই এটা জনগণের মাঝ থেকে আনতে হবে। আর জনগণ থেকে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন।'

গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম অবশ্য বলেছেন, 'উপদেষ্টা পরিষদ বিপ্লবকে রিপ্রেজেন্ট করে। তারা জনগণের সরকার।' এই সরকার যে অভিপ্রায় অনুযায়ী গঠিত, তা কেউ অস্বীকার করছেন না।

অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাষ্ট্রীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত ছয় কমিশন রিপোর্ট দেওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ রূপরেখা ঠিক করবে। রাজনৈতিক দলগুলো এর সঙ্গে একমত হয়নি। তারা বলেছে, কমিশন সবকিছু ঠিক করে তাদের সঙ্গে বসার অর্থ হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। কমিশনের সদস্য বাছাইসহ পুরো সংস্কারপ্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা থাকা উচিত।

১ অক্টোবর থেকে কমিশনগুলোর কাজ শুরুর কথা থাকলেও, তা হয়নি। অবশ্য সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, কমিশন প্রধানেরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে বসছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ছয় কমিশনের কাজের অগ্রগতি জানাতে আজ শনিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন, তার সাফল্য নিয়েও প্রশ্ন আছে। কিন্তু বৈঠকের ধরন নিয়ে কোনো কোনো নেতা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিএনপি ও জামায়াতকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও গণতন্ত্র মঞ্চের শরিকদের ডাকা হয়েছে যৌথভাবে। আলাপকালে গণতন্ত্র মঞ্চের একজন নেতা জানান, তাঁদের জন্য নির্ধারিত সময় আধা ঘণ্টা। এই বৈঠকে সংস্কার কমিশন ছাড়াও আসন্ন দুর্গাপূজার সময়ের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হবে। ফলে তাঁদের (নেতাদের) মতামত জানানোর সুযোগ কমই থাকবে।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জাতীয় পার্টির নেতারা আমন্ত্রণ পাননি। প্রথম দফায় জাতীয় পার্টিকে আমন্ত্রণের বিষয়ে অনেকে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য হলো, ১৪ দলের নেতারা যদি স্বৈরাচারের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হয়, জাতীয় পার্টি নয় কেন?

নাগরিক সমাজের অনেকে মনে করেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটোই পরীক্ষিত। ক্ষমতায় থাকতে কেউ গণতন্ত্র দিতে পারেনি। এ অবস্থায় রাজনীতিতে তৃতীয় ধারা প্রতিষ্ঠা জরুরি। কিন্তু সেটা কাদের নিয়ে? জামায়াত বা জাতীয় পার্টি নিশ্চয়ই নয়। দিশাহারা বামেরাও কোনো পথ দেখাতে পারছে না।

তাহলে কারা সেই নতুন পথের যাত্রী হবে? প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মাহফুজ আলম *প্রথম আলোর* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নতুন রাজনৈতিক পরিসরের কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা কাদের নিয়ে, কত দিনে?

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলো*র যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

সাম্প্রতিক

তরুণেরা কেন এভাবে শক্তি ক্ষয় করছেন

রাফসান গালিব

বিপুল রক্তের বিনিময়ে একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছে ছাত্র-জনতা। জন-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি পূরণের তীব্র চাপ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুই মাস পূর্ণ হতে চলল। কিন্তু এখনো দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। অনেক মানুষের মধ্যে এমন 'মাত্রাহীন স্বাধীনতাও' দেখা যাচ্ছে, তাতে ঘটে যাচ্ছে নানা অঘটন। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, পুরোনো বিরোধ থেকে এবং নিত্যকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা ঘটনায় মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। সেখানে যুক্ত হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থী ও তরুণেরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিনিয়ত 'কালচারাল ওয়ার' বা সাংস্কৃতিক লড়াই চলছে, সেটি নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন—কেন তরুণেরা এভাবে শক্তি ক্ষয় করছেন?

সব ধরনের মতাদর্শের, রাজনৈতিক চিন্তার ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে জুলাই অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক লড়াইগুলো আমাদের সংগত কারণে ভাবায় যে এক-দুই মাস না যেতেই সম্মিলিত সেই শক্তি যেন নানাভাবে বিভাজিত হয়ে পড়ছে। এটি সত্য যে ইতিহাসের নানা বাঁকবদলে সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কিছু অমীমাংসিত বিষয় থেকে গেছে। পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে ডিভাইন অ্যান্ড রুলের মাধ্যমে রাষ্ট্র সেই বিষয়গুলোকে শোষণের হাতিয়ারও বানিয়েছে। আবার কিছু মীমাংসিত বিষয় বা যেসব বিষয় নিয়ে সমাজে অতটা বিভেদ বা বিরোধ ছিল না, থাকলেও সম্প্রীতি ও সহনশীলতার কারণে অতটা প্রকট ছিল না, সেগুলো এখন প্রবলভাবে হাজির হয়েছে নানা তর্ক-বিতর্ক-কুতর্কের মাধ্যমে। এর ফলে সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একধরনের অস্থিরতা বা অসহিষ্ণুতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবাই এতটাই 'উঠেপড়ে' লেগেছে যেন এই তো সুযোগ বা এই তো সময় নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার এবং প্রয়োজনে জোরপূর্বকভাবে বা অপরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হলেও। এটি করতে গিয়ে নানা হামলা, হেনস্তা ও সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

জুলাই অভ্যুত্থানকে বিপ্লব কিংবা দ্বিতীয় স্বাধীনতা যা-ই বলি, এ ধরনের গণবিস্ফোরণ মূলত একটা দায়িত্বশীল প্রতিক্রিয়া, যেটি মোমেন্টাম বা সময় ও পরিস্থিতির কারণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই প্রতিক্রিয়ার একটি 'নেগেটিভ এনার্জি' আছে, যার বিপজ্জনক দিকও আছে। দাবি বাস্তবায়ন, উদ্দেশ্য পূরণ বা সফলতার পর অথবা সেই মোমেন্টাম কেটে যাওয়ার পর এটিকে দ্রুত নিউট্রালাইজ বা নিবৃত্ত করতে হয়। নয়তো সেটি পরিবারে, সমাজে বা প্রতিষ্ঠানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে।

এ ছাড়া একটি রক্তক্ষয়ী গণ-আন্দোলন গোটা জাতিকে মানসিক বিপর্যস্ততার মধ্যে ফেলে দেয়। এখন সেই নেগেটিভ এনার্জি ও ট্রমার কারণে মানুষ এমন আচরণ করতে শুরু করে, যাতে অনেক সময় অঘটন বা অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে যায়। আর স্বার্থগত নানা দ্বন্দ্ব তো থাকেই। ফলে অপশক্তির বিরুদ্ধের লড়াই শেষে সম্মিলিত শক্তির মধ্যে তৈরি হয় ছায়া-লড়াই। যুদ্ধ ও বিপ্লব-পরবর্তী দেশ ও সময়ে এমন বাস্তবতা নতুন নয়। জুলাই-পরবর্তী সামাজিক পরিস্থিতি ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সেই বাস্তবতা কিছুটা হলেও আঁচ করা যাচ্ছে। সেখানে মিলেমিশে একাকার গত এক-দেড় দশকে বাইরের বিভিন্ন ধর্মীয় ফেনোমেনা, পশ্চিমা ওয়ার অ্যান্ড টেরর প্রকল্পের প্রভাব, নানা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ও বহুমুখী প্রোপাগান্ডা।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীরাই প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রাজধানী ঢাকাসহ সব শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সামলিয়েছে। সে সময় গোটা দেশের দেয়াল গ্রাফিতিতে রাঙিয়ে দিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। এরপর আমরা দেখলাম, দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা মোকাবিলায় কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণেরা। ট্রমা কাটানো ও নেগেটিভ এনার্জিকে নিবৃত্ত করার বা ইতিবাচক কাজে লাগানোর দারুণ উদাহরণ এসব; কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না।

তরুণদের এখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও পরিবেশবিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী হতে হবে। সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে যুক্ত করতে হবে সেখানে। তাঁদের নিয়ে এলাকায় এলাকায় গ্রন্থাগার ও পাঠচক্র চর্চা ফিরে আনতে হবে। নদী ও খালদূষণ-দখলমুক্ত করতে হবে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়ে জোরেশোরে নেমে যেতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটিকা, দেয়ালিকা হতে পারে। স্কুল-কলেজ-এলাকায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা যায়। নৌকাবাইচ, সাঁতার প্রতিযোগিতা ও গ্রামীণ খেলাও শুরু হোক। ভাঙা রাস্তা মেরামত, সাঁকো-পুল নির্মাণে নেমে পড়তে হবে। পুরাকীর্তি বা পুরোনো স্থাপত্যগুলোর যত্ন নিতে হবে। মেডিকেল কলেজের বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এলাকায় গরিব ও দরিদ্রদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প করা যায়। আন্দোলনে হতাহত ও তাদের পরিবারের কাছে যান, তাদের খোঁজখবর নিন।

> ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী সময়ে এ দেশকে এগিয়ে নিতে হলে অনেক কিছুই ঢেলে সাজাতে হবে। এখানে শুধু চিন্তাচর্চাই যথেষ্ট নয়, মাঠেও নেমে যেতে হবে। আর সে কাজটি করতে হবে তরুণদেরই

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্প নিয়ে সাংবাদিক বন্ধু নাজমুল আহসান দারুণ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন যাঁরা আইন বিভাগে আছেন, তাঁরা শুরু করতে পারেন আইন সহজীকরণ প্রকল্প। দেশের আইনকানুন, জমিজিরাতের দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সহজ প্রমিত বাংলায় প্রকাশ করার উদ্যোগ নিন। প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহীরা কাজ করতে পারেন বাংলা ইন্টারনেটকে আরও গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলায়, কীভাবে অন্ধ মানুষও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন, তা নিয়ে। যাঁরা আর্কিটেকচারে পড়েন, তাঁরা একটি পাবলিক টয়লেটের নকশা করেন কিংবা কোনো জেলখানার যেখানে কয়েদিরা একটু ভালো পরিবেশ পাবেন। ঢাকা শহরের বস্তিগুলোকে কীভাবে বাসযোগ্য করা যায়, তার নকশা করা যায়।

অর্থনীতির শিক্ষার্থীরা খুচরা ব্যবসায়ী, চা-দোকানি, গাড়ির হেলপার, গৃহকর্মীদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থান নিয়ে জরিপ ও গবেষণা চালাতে পারে। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা কয়েক পাতার ক্যাম্পাসভিত্তিক সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা বের করতে পারেন। জিওগ্রাফি বা স্ট্যাটিসটিকসের ছাত্রছাত্রীরা মিলে দেখেন বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রাম, বাজার ইত্যাদির জিওআইডি বানানো যায় কি না। একটি উপজেলা বা ইউনিয়ন দিয়ে শুরু করা যায়। কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা মানুষের জীবন সহজ করতে নানা ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারে। কোডিংয়ে নিজেকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারে। আর জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে গান, ভিডিও কনটেন্ট বানানো, কবিতা, নাটক লেখা ও সেগুলোর প্রদর্শনী করা—কত কাজই তো করা যায়। উইকিপিডিয়ায় জুলাই অভ্যুত্থান ও শহীদদের নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধকরণে যুক্ত হওয়া যায়।

স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর সবার মনোযোগ রাষ্ট্র ও রাজনীতি সংস্কারের দিকে। এসব নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে নানা আলোচনা-সংলাপ চলছে। কিন্তু সমাজটা কীভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, কীভাবে সামাজিক ঐক্য ধরে রাখতে হবে—এ নিয়ে আলাপ, কার্যক্রম, উদ্যোগ বা কর্মসূচি নেই বললেই চলে। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী সময়ে এ দেশকে এগিয়ে নিতে হলে অনেক কিছুই ঢেলে সাজাতে হবে। এখানে শুধু চিন্তাচর্চাই যথেষ্ট নয়, মাঠেও নেমে যেতে হবে। আর সে কাজটি করতে হবে তরুণদেরই। আর এত কাজ থাকতে পুরোনো বিরোধে জড়িয়ে বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকে কোনো অঘটন ঘটিয়ে এবং একের পর এক বা ঘুরেফিরে একই সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে কেন শক্তিক্ষয়!

● **রাফসান গালিব** *প্রথম আলো*র সম্পাদকীয় সহকারী
rafsangalib1990@gmail.com

পাকিস্তান

ঘৃণা আর গুলির রাজনীতি

আনসার আব্বাসি

আর কী বাকি ছিল? এখন তো ইমরান খানের পছন্দের মুখ্যমন্ত্রী খাইবার পাখতুনখাওয়ার আলী আমিন গান্ডাপুর এক গুলির বিনিময়ে ১০ গুলি চালানোর ধমকি দিয়েছেন। এর ফল খুব সুবিধার কিছু হবে না। খাইবার অঞ্চল গোত্রভিত্তিক সহিংসতার জন্য বিখ্যাত। এর ফলে পুরো খাইবার অঞ্চল এখন এক গোত্রভিত্তিক লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে যাবে বলে মনে করার কারণ আছে। অতীত তো তাই বলে। আর তা হলে পুরো প্রদেশে তা ছড়াতে সময় লাগবে না।

এর জন্য ইমরান খানের পক্ষ থেকে আলী আমিন শাবাশ পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আলী আমিন প্রতিদিন আরও বড় সংঘাতের দিকে এগোচ্ছেন। এর পরিণতি যে কী হবে, তা যে কেউ আন্দাজ করতে পারেন। যে গুলি করবে, সে পাল্টা গুলি খাবে—এই ধমকি পাঠান গোত্রের ইংরেজ আমলের কথা বলে মনে হয়। এই সময় এই কালে এ কোন ধরনের রাজনীতির বার্তা?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ৯ মের পর ইমরান খান আর তাঁর তেহরিক-ই-ইনসাফ কোনো শিক্ষা নেয়নি। এরপর যেসব সমস্যা আর নির্যাতন তাঁদের ওপর নেমে এসেছে, তা থেকে দলের নেতারা কি কম শিক্ষা নেবেন না?

আলী আমিন আসলে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'আগেও দেশে আমাদের মর্যাদা লজ্জিত হয়েছে। এ দেশের জন্য আমাদের আত্মত্যাগ কে অস্বীকার করতে পারে? তা-ও করা হয়েছে। এখন আমাদের ওপর গুলিও করা হচ্ছে। আজ আমার দুই কর্মীকে গুলি করা হয়েছে। আমাদের ওপর সরাসরি শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আমাদের ৫০ জন কর্মী। পাঞ্জাবের সীমান্তে প্রতি তিন কিলোমিটার অন্তর আমাদের ওপর গুলি আর শেল বর্ষণ করা হয়েছে।' এরপরই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে এর পর থেকে কেউ তাঁর কর্মীদের ওপর একটা গুলি ছুড়লে পাল্টা ১০টা গুলি ছোড়া হবে।

ভিডিও বক্তৃতায় আলী আমিন যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে বর্তমান সরকার অস্বস্তিতে পড়বে, তা খুব স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। ফেডারেল তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এই বার্তা পেয়ে বলেছেন, ইসলামাবাদে, পাঞ্জাবে সৈন্য পাঠিয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী ৯ মের পুনরাবৃত্তি করতে চান?

আরও অনেক দল তো রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ তো ৯ মে ঘটায়নি। কেউ তো এক গুলির বদলে ১০ গুলি চালানোর ধমকি দেয়নি। তেহরিক-ই-ইনসাফের লোকেরা তো আগেই ইমরান খানকে ভালোবাসা আর অন্যদের ঘৃণা করা সমার্থক বলে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। ইমরান খানকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁরা নিজের দেশকে পেছনে ফেলে দিচ্ছেন না তো? আর তা কি শুধু নিজের রাজনীতির যেন ফায়দা হয়, এ জন্য?

জনসমাবেশে আলী আমিন গান্ডাপুর।
ফাইল ছবি : এএফপি

যত কিছুই হোক, নিজের দেশকে বিপদের মধ্যে দেখে কেউ কি খুশি হতে পারে! দেশের জন্য ভালো খবর এলে নাখোশ হওয়া! দেশের জন্য নেতিবাচক কিছুতে আপনি উচ্ছ্বসিত হবেন, শুধু এ কারণে যে এতে আপনার রাজনৈতিক ফায়দা হতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের জন্য কোনো ইতিবাচক প্রয়াস যদি পরিলক্ষিত হয়, আর তা যদি করে আপনার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে? আপনি কি এটা শুধু বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করবেন?

তবে এখন পাকিস্তানে এমনও হয়েছে যে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশকে দেউলিয়া বানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর প্রমাণ আছে। কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্টদের কোনো লজ্জা নেই।

এ কেমন রাজনীতি, যা নিজের দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের জন্য নেতিবাচক কিছু হলে খুশি হয়? দেশ যদি দেউলিয়া হয়, তাহলে ক্ষতি তো দেশের সাধারণ মানুষের, তা এর সঙ্গে যে দলেরই সংযোগ থাকুক না কেন।

দেশের ভেতরে গৃহযুদ্ধ লাগানোর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল হবে শাসনব্যবস্থা। এতে হয়তো কোনো নির্দিষ্ট নেতা বা দলের সুবিধা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার সুযোগ বাড়ানোর জন্য এমন করা কি কোনো রাজনৈতিক কৌশল বলে মেনে নেওয়া যায়?

● **আনসার আব্বাসি** সাংবাদিক

পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকা জঙ্গ থেকে নেওয়া, উর্দু থেকে অনুবাদ **জাভেদ হুসেন**

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

তথ্য অধিকার

‘তথ্য অধিকার’ বিষয়টি প্রথম আইনে পরিণত হয় সুইডিশ পার্লামেন্টে। ১৭৬৬ সালে সুইডিশ পার্লামেন্ট এ আইন পাস করে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

১. রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে মা কী গুনছে?
ক. ঢ্যাপের মোয়া খ. মুক্তির দিন
গ. পাখির সংখ্যা ঘ. ছেলের আয়ু
২. রুগ্‌ণ পরিবেশে মায়ের মনে কী জেগে ওঠে?
ক. অসুস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনা
খ. মনে নানা অশুভ কথা
গ. পুত্র হারানোর শঙ্কা
ঘ. গত আড়ঙের কথা
৩. পল্লিজননী চরিত্রে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?
ক. বেদনা বোধ খ. অসহায়ত্ব
গ. উৎকণ্ঠা ঘ. অস্থিরতা
৪. নিচের কোন চিত্রটি সন্তানের অমঙ্গলের প্রতীক?
ক. নিবু নিবু দীপ খ. ঘোর-আন্ধার
গ. হুতুমের ডাক ঘ. ঝড়ের কাঁপন
৫. ‘মারে কত রাত আছে, কখন সকাল হবে।’—উক্তিটি রুগ্‌ণ ছেলেটির কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. যন্ত্রণা খ. আকাঙ্ক্ষা
গ. অস্থিরতা ঘ. শখ
৬. ‘ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু।’ এই পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝা যায়?
ক. শীতের তীব্রতা
খ. কষ্টের মর্মকথা
গ. সামাজিক অবস্থা
ঘ. বৈষয়িক অবস্থা
৭. ‘পল্লিজননী’ কবিতায় কবি কী প্রত্যক্ষ করেছেন?
ক. মায়ের অপত্যস্নেহ
খ. পারিবারিক জীবন
গ. সামাজিক জীবন
ঘ. জাতীয় জীবন
৮. ‘এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে’—কথাটি কে, কাকে বলেছিল?
ক. মা ছেলেকে খ. ছেলে মাকে
গ. বাবা ছেলেকে ঘ. ছেলে ভাইকে
৯. ছেলের রোগমুক্তির জন্য মা কয় জায়গায় মানত করেছেন?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

সঠিক উত্তর
পল্লিজননী : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ ৯. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

পদার্থবিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গভর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৪৭. ঘর্ষণ বলের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT^{-2} খ. MLT^{-1}
গ. $ML^{-2}T^{-2}$ ঘ. $M^{-2}LT^{-2}$
৪৮. বলের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT^{-2} খ. MLT^{-1}
গ. $ML^{-2}T^{2}$ ঘ. $M^{-1}LT^{-2}$
৪৯. বলের ঘাত কোনটির সমান?
ক. ভরবেগ
খ. ভরবেগের পরিবর্তন
গ. ভরবেগের পরিবর্তনের হার
ঘ. ত্বরণ
৫০. ইঞ্জিনের গতিশীল যন্ত্রগুলোর ঘর্ষণ কমাতে কী ব্যবহার করা হয়?
ক. পানি খ. গ্লিসারিন
গ. গ্রিজ ঘ. বালি
৫১. নিউটনের সূত্রের জন্য—
i. বল জোড়া হিসেবে তৈরি হয়
ii. বল উৎপন্ন হওয়ার জন্য শক্তি দরকার
iii. বলের জন্য জড়তার পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫২. বলের ক্রিয়ায়—
i. স্থির বস্তু গতিশীল হতে পারে
ii. বস্তুর ত্বরণ সৃষ্টি হতে পারে
iii. বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৩. কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল ধ্রুব হলে—
i. ভর কম হলে ত্বরণ বেশি হবে
ii. ভর কম হলে ত্বরণ কম হবে
iii. ভর বেশি হলে ত্বরণ কম হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৪. বল বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়—
i. গতিকে বাধা দেওয়ার জন্য
ii. ঘর্ষণ কমানোর জন্য
iii. গতিকে সহজ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৫. ‘মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক’—এটি কোন সূত্র নামে পরিচিত?
ক. কুলম্বের সূত্র খ. অ্যাম্পিয়ারের সূত্র
গ. মহাকর্ষ সূত্র ঘ. নিউটনের সূত্র
৫৬. একটি সরল দোলককে বিষুবীয় অঞ্চল থেকে নিচের কোন অবস্থানে নিয়ে গেলে দোলকটি সবচেয়ে ধীরে দুলবে?
ক. মেরুতে খ. পাহাড়ের ওপর
গ. চাঁদে ঘ. সমুদ্র সমতলে
৫৭. চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মহাকর্ষ বল কত হবে?
ক. অর্ধেক খ. দ্বিগুণ
গ. চার গুণ ঘ. এক-চতুর্থাংশ
৫৮. যদি পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে মহাকর্ষীয় বল কত হবে?
ক. অর্ধেক খ. দ্বিগুণ
গ. এক-চতুর্থাংশ ঘ. চার গুণ
৫৯. মহাকর্ষ বলের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT^{-2} খ. LT^{-2}
গ. $L^3M^{-1}T^{-2}$ ঘ. ML^2T^{-2}
৬০. অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান কোথায় সবচেয়ে বেশি?
ক. বিষুব অঞ্চলে খ. মেরু অঞ্চলে
গ. সমুদ্র সমতলে ঘ. ক্রান্তীয় অঞ্চলে
৬১. ওজনের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT^{-2} খ. MLT^{-1}
গ. $ML^{-2}T^{-2}$ ঘ. $M^{-1}LT^{-2}$
৬২. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় কত কিলোমিটার?
ক. ৬২০০ km খ. ৬৩০০ km
গ. ৬৪০০ km ঘ. ৬৫০০ km
৬৩. একটি সরল দোলককে বিষুবীয় অঞ্চল থেকে নিচের কোন অবস্থানে নিয়ে গেলে দোলকটি সবচেয়ে ধীরে দুলবে?
ক. মেরুতে খ. পাহাড়ের ওপর
গ. চাঁদে ঘ. সমুদ্র সমতলে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৪৭. ক ৪৮. ক ৪৯. খ ৫০. গ ৫১. ঘ ৫২. ঘ ৫৩. গ ৫৪. গ ৫৫. গ ৫৬. গ ৫৭. ঘ ৫৮. গ ৫৯. ক ৬০. খ ৬১. ক ৬২. গ ৬৩. গ

জীববিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

১. উদ্ভিদের কতটি খনিজ পুষ্টি উপাদান শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. ৪০টি খ. ৫০টি
গ. ৬০টি ঘ. ৭০টি
২. কোনটি উদ্ভিদ বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে?
ক. ম্যাক্রো উপাদান
খ. মাইক্রো উপাদান
গ. শ্বেতসার
ঘ. গ্লাইকোজেন
৩. কয়টি অজৈব উপাদান উদ্ভিদের জন্য বেশি প্রয়োজন?
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি
৪. কোনটি উদ্ভিদের মাইক্রো উপাদান?
ক. কার্বন খ. সালফার
গ. ফসফরাস ঘ. তামা
৫. উদ্ভিদ কোনটি বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে?
ক. কার্বন খ. নাইট্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন ঘ. সালফার
৬. উদ্ভিদ কোন উপাদানটি আয়ন হিসেবে মাটি থেকে গ্রহণ করে?
ক. Mg খ. C
গ. H ঘ. O
৭. কোন মৌলটি ক্লোরোফিল অণুর একটি উপাদান?
ক. Cl খ. C
গ. Mg ঘ. O_2
৮. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনটির ভূমিকা রয়েছে?
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড
খ. অক্সিজেন
গ. পটাশিয়াম
ঘ. ম্যাগনেসিয়াম
৯. উদ্ভিদের মূল বর্ধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
ক. সালফার খ. ম্যাগনেসিয়াম
গ. পটাশিয়াম ঘ. ফসফরাস
১০. উদ্ভিদ কর্তৃক পানি থেকে গৃহীত পুষ্টি উপাদান—
i. নাইট্রোজেন
ii. হাইড্রোজেন
iii. অক্সিজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. গ ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
দুটি বিষয়ে ১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স

■ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর) শিক্ষাক্রমের পোলট্রি ফার্মিং টেকনোলজি (১৯) এবং অ্যানিম্যাল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজি (২০) এর জুলাই, ২০২৪-জুন, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫
ডাটা এন্ট্রি : ০১-১০-২০২৪ থেকে ১৫-১০-২০২৪ পর্যন্ত।
পেমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন : ১৫-১০-২০২৪ থেকে ২২-১০-২০২৪ পর্যন্ত।
ফাইনাল লিস্ট ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রিন্ট : ২৭-১০-২০২৪ থেকে ৩০-১০-২০২৪ পর্যন্ত।
রেজিস্ট্রেশন কার্ড A4 সাইজ (100 gsm) অফসেট কাগজে রঙিন প্রিন্ট করতে হবে।
ফির বিবরণ : রেজিস্ট্রেশন ফি ৩৩৫ টাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থী।
ভর্তির যোগ্যতা : কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে এসএসসি/সমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
প্রতি ট্রেডে আসনসংখ্যা হবে ৫০ জন। এর মধ্যে মূল আসন ৪০ জন এবং ড্রপআউট ১০ জন। প্রতি ট্রেডে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ জনের কম হলে ওপরের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
ই-সেবা প্ল্যাটফর্ম (bteb- gov. bd>ই-সেবা bteberp.com) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bteb.gov.bd

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে এমএ প্রোগ্রাম

■ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে এমএ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (ইএলটি) কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভর্তির আবেদন ফরম ইনস্টিটিউট অফিস থেকে অগ্রণী ব্যাংক চবি শাখায় ফি জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৮ অক্টোবর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.cu.ac.bd

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৪
 # এক কথায় উত্তর দাও
প্রশ্ন : সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের শাখা কয়টি?
উত্তর : ৬টি।
প্রশ্ন : প্রতিবছর ‘জাতিসংঘ দিবস’ পালিত হয় কোন তারিখে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন দুটি দেশ ‘পর্যবেক্ষক’ হিসেবে রয়েছে?
উত্তর : ভ্যাটিক্যান সিটি ও ফিলিস্তিন।
প্রশ্ন : সোভিয়েত ইউনিয়ন বলতে কী বোঝো?
উত্তর : বর্তমান রাশিয়া ও ১৪টি দেশকে একত্রে।
প্রশ্ন : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট-বড় শান্তিপ্রিয় সব দেশের জন্য কোন সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত রয়েছে?
উত্তর : জাতিসংঘ।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপ্তি কত বছর পর্যন্ত?
উত্তর : ১৯১৪-১৯১৮ সাল।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল?
উত্তর : বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে।
প্রশ্ন : অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের যুবরাজ ফারডিনাণ্ডকে কারা হত্যা করেছিল?
উত্তর : সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধের আক্রমণকারী অক্ষশক্তি কারা ছিল?
উত্তর : জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয় কাদের পরাজয়ের মাধ্যমে?
উত্তর : অক্ষশক্তির।
প্রশ্ন : কত সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়?
উত্তর : ১৯১৮ সালে।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে কোন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
উত্তর : উসমানীয় সাম্রাজ্যের।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধের পর কোন কোন দেশের শক্তি খর্ব হয়?
উত্তর : জার্মানি ও তুরস্কের।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কয় বছর ধরে চলমান ছিল?
উত্তর : ছয় বছর ধরে।
প্রশ্ন : কোনটি ইতিহাসে বৃহৎ ও ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল?
উত্তর : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

জাতিসংঘ গঠিত হয় ৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৫১
বর্তমান সদস্য ১৯৩
সদর দপ্তর নিউইয়র্ক
নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১৫
স্থায়ী ৫ ও অস্থায়ী ১০
দাপ্তরিক ভাষা ৬টি
আরবি, ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, রাশিয়ান ও স্প্যানিশ
কার্যকরী ভাষা ২টি
ইংরেজি ও ফরাসি
উদ্দেশ্য
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ
ফিলিস্তিন ও ভ্যাটিকান

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
২৫. কোনো একটি অনুক্রমের n তম পদ $\frac{1}{n(n+1)}$ হলে এর তৃতীয় পদ কত?
ক. $\frac{1}{12}$ খ. $\frac{1}{18}$
গ. $\frac{1}{24}$ ঘ. $\frac{1}{32}$
২৬. 4, $\frac{4}{5}$, $\frac{4}{25}$,........ গুণোত্তর অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
ক. $\frac{2n}{16}$ খ. $\frac{20}{5n}$
গ. $\frac{4n}{16}$ ঘ. $\frac{2^n}{20}$
২৭. কোনো অনুক্রমের n তম পদ $\frac{1-(-1)^n}{2}$ হলে, এর যেকোনো বিজোড় পদের মান কত হবে?
ক. 1 খ. -1
গ. 0 ঘ. $\frac{1+n}{2}$
২৮. 2+a+6+54 গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, ab = কত?
ক. 108 খ. 102
গ. 96 ঘ. 72
২৯. ফিবোনাচ্চি অনুক্রমের অষ্টম সংখ্যাটি কত?
ক. 8 খ. 13
গ. 21 ঘ. 34
৩০. কোনো অনুক্রমের সাধারণ পদ $(-1)^n \frac{n-1}{2n+1}$ হলে, অনুক্রমটির পঞ্চম পদ কত?
ক. $^{-8}/_{11}$ খ. $^{-4}/_{11}$
গ. $^{4}/_{11}$ ঘ. $^{8}/_{11}$

 # এক কথায় উত্তর দাও :
১. 2,2,2,2,..........অনুক্রমটির নাম কী?
২. কোনো অনুক্রমের n তম পদ। $\frac{1-(-1)^n}{2}$ হলে, এর যেকোনো জোড় পদের মান কত?
৩. 16+4+1+ .... ধারাটির পরবর্তী পদ কত?
৪. 0,1,1, 3, 5, ... অনুক্রমটির সপ্তম পদ কত?
৫. $S_9=\frac{a(r^9-1)}{r-1}$ সূত্রটিতে r দ্বারা কী বোঝায়?
৬. 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ... অনুক্রমের সাধারণ অনুপাত কত?
৭. $\frac{5}{6}$, $\frac{10}{11}$, $\frac{15}{16}$, ... অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
৮. গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। (যখন r<1)
৯. -1, 2, 5, 8, 11, —অনুক্রমটির ষষ্ঠ পদ কত?
১০. x+6, x+12, x+15 একটি গুণোত্তর অনুক্রম হলে x-এর মান কত?
১১. গাউসের সূত্র ব্যবহার করে ২০টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত হবে?
১২. 3+m+n+81+...... ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?
১৩. -13, -4, 5, 14,......অনুক্রমটির ষষ্ঠ পদ কত?
১৪. প্রথম 25টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত?
১৫. $\frac{-2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{-4}{5}$, অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
১৬. $ar+ar^3+an^5+$...... ধারাটির nতম পদ কত?
১৭. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টির সূত্রটি লিখ।
১৮. 6+3+$\frac{3}{2}$, + ... ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?
১৯. -77-72-67..... ধারাটির দশম পদ কত?
২০. সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

সঠিক উত্তর
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ২৫. ক ২৬. ক ২৭. ক ২৮. ক ২৯. খ ৩০. খ।
এককথায় উত্তর দাও :
১. ধ্রুবক অনুক্রম ২. শূন্য (০) ৩. $\frac{1}{4}$ ৪. আট ৫. সাধারণ অনুপাত ৬. $(-\frac{1}{2})$ ৭. $\frac{5n}{5n+1}$ ৮. $a\frac{(1-r^n)}{1-r}$, [r<1) ৯. 14 ১০. (-18) ১১. $\frac{20(20+1)}{2}=210$ ১২. 3 ১৩. 32 ১৪. 3.25 ১৫. $(-1)^n\frac{n+1}{n+2}$ ১৬. ar^{2n-1} ১৭. $S_n=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ১৮. 12 ১৯. (-32) ২০. $S_n=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৫
১৯. ভিনেগারের মধ্যে ইথানয়িক অ্যাসিডের শতকরা পরিমাণ কত?
ক. 1-2% খ. 2-4%
গ. 4-6% ঘ. 6-10%
২০. ভিনেগার—

i. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে
ii. হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে
iii. তীব্র অম্লের মিশ্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
২১. খাদ্যের pH কত হলে, তা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নষ্ট হয় না?
ক. 4 খ. 5
গ. 6 ঘ. 7
২২. স্পিরিট ভিনেগার কোনটি থেকে প্রস্তুত করা হয়?
ক. ইথানল খ. আপেলের রস
গ. আঙুরের রস ঘ. অঙ্কুরিত বার্লি
২৩. ভিনেগারে ৫% অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকলে pH হবে কোনটি?
ক. 1-4 খ. 2-4
গ. 3.4 ঘ. 4.4
২৪. ভিনেগার কত শতাংশ মোল্ড ধ্বংস করে?
ক. ৫২% খ. ৬২%
গ. ৭২% ঘ. ৮২%
২৫. ভিনেগারের সঙ্গে লবণ মিশালে এর pH মানের কীরূপ পরিবর্তন হয়?
ক. মান বেড়ে যায় খ. মান কমে যায়
গ. মান অপরিবর্তিত থাকে
ঘ. খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়
২৬. উচ্চ তাপমাত্রার অম্লীয় পরিবেশের বংশ বৃদ্ধি করতে পারে কোন অনুজীব?
ক. ইস্ট খ. মোল্ড
গ. ব্যাকটেরিয়া ঘ. ভাইরাস
২৭. ভিনেগার খাদ্য সংরক্ষণ করে—
i. অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে
ii. ব্যাকটেরিয়ার অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করার মাধ্যমে
iii. কিলেটিং এজেন্ট হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ১৯. ঘ ২০. গ ২১. ক ২২. ক ২৩. খ ২৪. ঘ ২৫. গ ২৬. খ ২৭. ক

আগামীকাল থাকবে
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান
■ **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : রসায়ন ১ম পত্র
■ **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
■ **নোটিশ বোর্ড** : শাবিপ্রবিতে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিসি বিষয় ও বিভাগ পরিবর্তন

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১
 # প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি
২৫. চন্দন সবুজ নিশান কয়বার দেখিয়ে মুক্তিসেনাদের সংকেত দিয়েছিল?
ক. একবার খ. দুইবার
গ. তিনবার ঘ. চারবার
[পাকুড়গাছের মগডালের পাতার আড়াল থেকে চন্দন তিনবার সবুজ নিশান দেখিয়ে মুক্তিসেনাদের সংকেত দিয়েছিল]
২৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কয়টি নৌকা অপারেশনে অংশ নিয়েছিল?
ক. চারটি খ. দুটি
গ. ছয়টি ঘ. তিনটি
২৭. ‘কে কোথায় আছেন, মুক্তিরা ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে ....’ কথাটি কে চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগল?
ক. মান্না খ. চন্দন
গ. টুটুল ঘ. কামাল

[‘কে কোথায় আছেন, মুক্তিরা ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে ....’ কথাটি চন্দন ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগল]
২৮. কদমতলী থেকে আহত-নিহতদেরকে কীভাবে খানসেনারা সরিয়ে নিয়েছিল?
ক. ট্রাকে করে
খ. ভ্যানে করে
গ. পিকআপে করে
ঘ. কাঁধে করে
[কদমতলী থেকে আহত-নিহত সেনা ও রাজাকারদেরকে খানসেনারা ট্রাকে করে সরিয়ে নিয়েছিল]
২৯. অপারেশন শেষে মুক্তিসেনারা কোথায় মিশে গিয়েছিল?
ক. বিলের পানিতে খ. অজানা স্থানে
গ. সাধারণ মানুষদের সাথে
ঘ. নিজেদের ক্যাম্পে
[অপারেশন শেষে মুক্তিসেনারা সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে গিয়েছিল। তাই খানসেনারা তাদের খুঁজে পায়নি]
৩০. অতিরিক্ত সাহসকে কী বলে?
ক. নির্দয় খ. অতিসাহস
গ. নির্ভীক ঘ. দুঃসাহস

অধ্যায় ২
 # মাগো, ওরা বলে (কবিতা)
১. ‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতাটি কে লিখেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৯৩২ সালে খ. ১৯৩৩ সালে
গ. ১৯৩৪ সালে ঘ. ১৯৩৫ সালে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ২৫. গ ২৬. ঘ ২৭. খ ২৮. ক ২৯. গ ৩০. ঘ।
অধ্যায় ২ : ১. খ ২. গ

কম খরচে আনন্দ | আজ ৫ অক্টোবর, মিতব্যয়ী আনন্দ দিবস। অতিরিক্ত অর্থব্যয় না করে জীবন উপভোগ করার ধারণা থেকে এই দিবসের চল হয়।

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ধসে পড়েছে কয়েকটি ভবন। ছবি : এএফপি

আমার বাসার কাছেই ছিল নাসরুল্লাহর আস্তানা

লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানী বৈরুতে বিমান হামলার মুখে পড়েছিলেন প্রবাসী এক বাংলাদেশি। তাঁর মুখে শুনুন সেই অভিজ্ঞতা। নিরাপত্তার কারণে তাঁর নাম গোপন রাখা হলো।

বৈরুতে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করি প্রায় এক যুগ। কত ঘটনার সাক্ষী। লেবাননের সীমান্ত অঞ্চলে প্রায়ই ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার খবর পাই। গণমাধ্যমে সেসব খবর দেখে রাজধানীতে বসেও খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। ২০২০ সালে আমাদের অফিসের পাশেই আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছিল। এসব নিয়ে ঢাকায় পরিবারের সদস্যরা সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকে। আমরাও যে খুব নির্ভার থাকি, এমন নয়। তবে আগে যেটা ছিল দূরের যুদ্ধ, সেটাই এবার আশপাশে দেখছি।

অফিস থেকে ১৫ মিনিটের দূরত্বে বৈরুতের দক্ষিণে শহরতলিতে থাকি। যুদ্ধাবস্থা চলছে বেশ কয়েক মাস। তাই দেখেশুনে চলি, সতর্ক থাকি। গত মাসে বিভিন্ন জায়গায় পেজারসহ মোবাইল, ল্যাপটপে বিস্ফোরণে অনেকে হতাহত হন। এ ঘটনার পর থেকে চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। মোবাইল ব্যবহার করতেও এখন ভয় লাগে। এর মধ্যেই ২৭ সেপ্টেম্বর বৈরুতসহ লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। হামলার আগেই অবশ্য ইসরায়েলের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা জারি করে বলা হয়েছিল—বেসামরিক নাগরিকেরা যেন হিজবুল্লাহ-অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

আমি যে এলাকায় থাকি, সেটা ইসরায়েলের ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে পড়ে। সতর্কবার্তা জারির পর বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। অফিস থেকে দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাসায় যাই। ভেবেছিলাম, জামাকাপড় গুছিয়েই বেরিয়ে যাব। একটা তিনতলা ভবনের নিচতলায় আমার রুম। কিন্তু বাসায় ঢোকার পরই শুরু হয় বোমা হামলা। একের পর এক বিস্ফোরণ। আকাশে চক্কর দিতে থাকে যুদ্ধবিমান। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। মুহুর্মুহু ভবনটা এমনভাবে কেঁপে উঠছিল, মনে হচ্ছিল এখনই ধসে পড়বে। হতবিহ্বল হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ি।

মেঝেতে শুয়ে থাকতে থাকতেই একসময় বিস্ফোরণের শব্দ থেমে যায়। বাইরে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পাই। বুঝতে পারি, বিমান হামলা থেমেছে। কিন্তু তারপরও মনে হয়, এই বুঝি বোমা পড়বে। তারপর মেঝে থেকে উঠে জামাকাপড় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। পথে দেখি মানুষের আর্তনাদ। অনেকে ছোটাছুটি করছে। কেউ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার বেরিয়েছে হামলার ক্ষয়ক্ষতি দেখতে। তবে সবার চোখেমুখে ভয়, বাঁচার আকুতি।

এ দিকটা হিজবুল্লাহশাসিত অঞ্চল। সে কারণে সরকারি বাহিনীর তৎপরতা কম। বিমান হামলার পরও আইনশৃঙ্খলা বা সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি চোখে পড়ল না।

রাতে আবারও হামলা হতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রথমে বৈরুতের সুন্নি-অধ্যুষিত এলাকায় চলে যাই। এখানেও দিন কয়েক আগে হামলা হয়েছে। মনে হলো, রাতে যে হামলা হবে না, তার কী নিশ্চয়তা! মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এবার বাইক স্টার্ট দিয়ে শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত এলাকায় চলে যাই। মনে হচ্ছিল, এই জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ। সেখানেই আশ্রয় নিই।

কিছুটা নিরাপদে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখি, বিমান হামলায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ মারা গেছেন। আশপাশের মানুষও বিষয়টা বলল। এর মধ্যেই জানতে পারলাম, হামলায় বাংলাদেশের একজন নাগরিকও মারা গেছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

হাসান নাসরুল্লাহর আস্তানার তথ্য জেনে বিস্মিত হলাম। আমার বাসা থেকে তাঁর আস্তানা কাছেই ছিল। একটি বহুতল ভবনের ভূগর্ভস্থ বাংকারে থাকতেন বলে জানতে পারলাম। তিনি এখান থেকে গোপন বৈঠক করতেন, বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। নিরাপত্তার কারণে কখনো প্রকাশ্যে আসতেন না। আমার এক যুগের বৈরুতবাসে তো দেখিইনি, এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছি, তাঁরাও কোনো দিন তাঁকে দেখেননি।

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল অভিযান শুরু হয়েছে। বর্তমানে ইসরায়েলি হামলা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। আজও (৩ অক্টোবর) বৈরুতে ইসরায়েলি হামলা হয়েছে। দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাস। অনেকে সমস্যার মুখোমুখি হলে দূতাবাসে যোগাযোগ করছেন। আমি দুই দিন দুই জায়গায় গিয়ে ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

লেবাননের নাগরিকসহ এখানে যাকেই দেখা পাচ্ছি, সবার মধ্যে আতঙ্ক। অনেকে জরুরি মুহূর্ত ছাড়া মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছেন। পেজার বিস্ফোরণের ভয়ে। এমন মৃত্যুশঙ্কা নিয়ে আরও কত দিন থাকতে হবে কে জানে!

● জীবন যেমন

কোনো কোনো শিক্ষকের আদর্শ আমরা জীবনভর বয়ে বেড়াই। অজান্তেই অনেক সময় সেই শিক্ষকের মতো হতে চাই। আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবসে এমনই প্রিয় একজন শিক্ষককে নিয়ে লিখেছেন গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর কুমারগাড়ী ১ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **আলমগীর খন্দকার**

রোবন স্যার কি জানেন, ছাত্ররা তাঁকে কতটা মিস করে

রোবন স্যার আমার হাইস্কুল জীবনের শিক্ষক। ক্লাসে আমাদের বায়োলজি পড়াতেন। আর ক্লাসের বাইরে? রচনা প্রতিযোগিতা থেকে কুইজ কমপিটিশন, খেলার মাঠ থেকে খেতখামার—গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের এক স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনি সব জায়গায় চষে বেড়াতেন।

তখন ২০০২ সাল। আমরা তালুক জামিরা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস টেনে পড়ি। কৈশোরকালের প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল। আর্জেন্টিনার ইয়া বড় এক পতাকা এনে রোবন স্যার বললেন, স্কুলের সবচেয়ে বড় আমগাছের মগডালে বাঁশের খুঁটিতে টাঙাও। আমরা মহা হইচই করে পতাকা তুললাম। সেই প্রথম কোনো দলকে সাপোর্ট দিলাম। স্যার বললেন, ‘কাপ এবার আর্জেন্টিনাই নেবে।’

মনে আছে, স্যারের বাসায় মহা উৎসাহে কোয়ার্টার ফাইনাল দেখতে বসেছি। রান্নাঘর থেকে কাপের পর কাপ চা আসছে। কিন্তু বিশ্বকাপ আর এল না। আমাদের প্রিয় আর্জেন্টিনা ছিটকে গেল সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে। সেদিন স্যারের আবেগ আর আমাদের কান্না মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্যার হতাশ হননি। বলেছিলেন, ‘দেখিস একদিন আমরাও…’

> **স্যারের বাসায় মহা উৎসাহে কোয়ার্টার ফাইনাল দেখতে বসেছি। রান্নাঘর থেকে কাপের পর কাপ চা আসছে। কিন্তু বিশ্বকাপ আর এল না। আমাদের প্রিয় আর্জেন্টিনা ছিটকে গেল সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে। সেদিন স্যারের আবেগ আর আমাদের কান্না মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্যার হতাশ হননি। বলেছিলেন, ‘দেখিস একদিন আমরাও…’**

স্যার কখনো কোনো কাজে হতাশ হতেন না।— কি কুইজ প্রতিযোগিতা, কি রচনায়। একবার আমরা পাশের স্কুলের ‘চিটিং’য়ের কারণে কুইজ প্রতিযোগিতায় হেরে গেলাম। মনোবল ভেঙে কয়েক টুকরা হয়ে গেল। স্যারের অনুপ্রেরণায় আমরাই পরে উপজেলা পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলাম। সম্মাননা পেলাম আমি।

শুধু খেলাধুলা বা এক্সট্রা কারিকুলারেই নয়, স্কুলের প্রশাসনিক পর্যায়েও স্যারের অবদান আছে। স্কুলে যেদিন হেডস্যার থাকতেন না, অঘোষিত প্রধান শিক্ষক থাকতেন রোবন স্যার। সহকারী প্রধান শিক্ষক একটু বেশি বয়সী হওয়ায় রোবন স্যারকেই স্কুলের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন হেডস্যার। হেড স্যার নিজেই খুব কড়া ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রোবন স্যার ছিলেন আরও কড়া। পরে বুঝেছিলাম, এ জন্যই হেড স্যারের আস্থাভাজন ছিলেন তখনকার তরুণ এই শিক্ষক।

আমরা সেবার এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। স্কুলেই এক্সট্রা ক্লাস করছি। ফাইনাল পরীক্ষার আছে আর মাত্র তিন মাস! ঠিক তখন হঠাৎ জানতে পারলাম, স্যার উধাও। পরিবারসহ লাপাত্তা। কেউ খোঁজ পাচ্ছে না।

সেটা ২০০৩ সালের কথা, তখনই স্যার মুঠোফোন ব্যবহার করতেন। আমরা স্যারের নম্বরে কতবার যে কল করেছি, তিনি যদি জানতেন! প্রতিবার সেই রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর—আপনি যে নম্বরে ফোন করেছেন, সেটি বন্ধ আছে।

আমরা ভাবতাম, স্যারের স্ত্রী বোধ হয় ফোন ধরে এসব বলছেন! তা ওনার স্ত্রী কি একবার স্যারকে বলতে পারেন না, তাঁর প্রিয় ছাত্ররা তাঁকে কীভাবে হন্যে হয়ে খুঁজছে? কতবার কল করছে!

পরে শুনেছি, দেনার দায়ে শিক্ষকতা ছেড়েছিলেন রোবন স্যার। স্কুলের সামান্য বেতনে আর চলছিল না। তাই ঢাকায় গিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন।

আমি নিজেও এখন শিক্ষক। ঢাকায় কয়েক বছর সাংবাদিকতা করে পলাশবাড়ী চলে এসেছি। কুমারগাড়ী ১ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিনিয়ত রোবন স্যার (তাঁর ভালো নাম সাজ্জাত হোসেন চৌধুরী) হওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার কি জানেন, আমার মতো তাঁর শেষ এসএসসি ব্যাচের ছাত্ররা এখনো তাঁকে কতটা মিস করে? শিক্ষকতায় তাঁর মতো মানুষ কতটা জরুরি?

● দেশের মানুষ

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ছানামুখী। শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্নটি ১৫ বছর বয়স থেকে তৈরি করছেন **দুলালচন্দ্র পাল**। তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয়েছে অনেক কারিগর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ষাটোর্ধ্ব এই কারিগরের গল্প শুনেছেন **শাহাদৎ হোসেন**

ছানামুখী বানাতে বানাতেই জীবন পার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মধ্যপাড়া এলাকায় আমাদের বাড়ি। আমার বাবা প্রয়াত ধীরেন্দ্রচন্দ্র পাল ছিলেন মিষ্টি ব্যবসায়ী। শহরের ডাক্তার ফরিদুল হুদা সড়কে বাবার অংশীদারি মিষ্টির ব্যবসা ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল ‘জলযোগ মিষ্টান্ন ভান্ডার’। ছোটবেলায় দেখতাম, দোকান থেকে বাড়ি আসার সময় হাতে করে ছানামুখী নিয়ে আসতেন বাবা। তখন থেকেই ছানামুখীর সঙ্গে পরিচয়। আরেকটু বড় হয়ে দোকানে বসে বসে কারিগরদের মিষ্টি বানানো দেখতাম। অনেক সময় কারিগরের কাজে সহায়তাও করতাম। এভাবেই ছানামুখী তৈরির কাজ শিখে ফেলি।

আমি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। এরপর আর পড়াশোনায় মন টেকেনি। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাবার দোকানে যাওয়া-আসা শুরু করি। কোনো কারণে কারিগর না এলে আমিই ছানামুখী তৈরির কাজে হাত লাগাতাম। প্রথমে খুব যে ভালো হতো, এমন নয়। তবে আস্তে আস্তে খামতিগুলো কাটিয়ে উঠি। কারিগরের কাছ থেকে শিখে নিতাম কীভাবে আরও ভালো ছানামুখী তৈরি করা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছানামুখী তৈরির কাজে দক্ষতা চলে আসে।

১৯৭৮ সাল। আমার বয়স তখন ১৪ বছর। সে সময় আমাদের জলযোগ মিষ্টান্ন ভান্ডার বিক্রি হয়ে যায়। কেনেন রাখাল মোদক। জলযোগের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘আদর্শ মাতৃভান্ডার’। দোকান হাত বদল হলেও কারিগর হিসেবে আমিই থেকে যাই। আজও এখানেই কাজ করে যাচ্ছি। দোকানের মালিক আমাকে কখনো কারিগর মনে করেননি। সব সময় পরিবারের সদস্য মনে করেছেন। তাঁর সন্তানেরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলেন। রাখাল মোদকই আমার বিয়ে করিয়েছেন। এ জন্য ভালো বেতনে অন্য দোকানে চাকরির প্রস্তাব পেয়েও কোনো দিন যাইনি।

প্রায় ৫০ বছর ধরে ছানামুখী তৈরির কাজ করছি। এই মিষ্টি বানাতে বানাতেই যৌবন পার হয়ে গেছে। কতজন যে আমার সঙ্গে এসে কাজ করেছেন, হিসাব নাই। সংখ্যাটা এক-দেড় শ তো হবেই। এই আসতেছেন, শিখতেছেন, অন্য দোকানে চলে যাচ্ছেন। এই ধারা অব্যাহত আছে। এখন তাঁরা কারিগর হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে কাজ করেন।

আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে অরূপ বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। ছোট ছেলে সৌরভ মুদিদোকানে কাজ করে। মেয়ে বৃষ্টিকে শহরেই বিয়ে দিয়েছি। আমার সন্তানদের কেউই মিষ্টির দোকানে কাজ করে না। তারা কেউই বাপ-দাদার পেশায় আসার আগ্রহ দেখায় নাই।

১৫ বছর বয়স থেকে ছানামুখী তৈরি করছেন দুলালচন্দ্র পাল

মহাদেবের ছানামুখী

আগরতলার শিবনগরের নেতাজি এলাকায় আমাদের আত্মীয়স্বজন আছেন। মাঝেমধ্যে ভারতে বেড়াতে যাই। স্বজনেরা তখন ছানামুখী নিয়ে যেতে বলেন। আমি নিয়ে গিয়ে অল্প অল্প করে ভাগ করে তাঁদের দিই। আগরতলার লোকজন আমাদের মতো ছানামুখী বানাতে পারেন না। তাই আমাকে শেখানোর জন্য বলেন। আমি বলি, শেখালে কি তৈরি করতে পারবে? শিখিয়েও আসছি কয়েকবার। শেখানোর পর যখন তাঁরা ছানামুখী তৈরি করেন, তখন তা মনাক্কার মতো হয়ে যায়। আসলে ছানামুখী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কারিগর ছাড়া আমাদের অন্য জেলার কারিগরও তৈরি করতে পারে না।

আগে দুধের স্বল্পতা ছিল। আবার ছানামুখীর চাহিদাও ছিল কম। তাই স্বল্প পরিমাণ ছানামুখী তৈরি করতে হতো। আমার মনে আছে, সে সময় এক কেজি ছানামুখীর দাম ছিল ৩২ টাকা। সেটাও তখন অনেক। দাম বেশি হওয়ায় মানুষ এক পোয়া (২৫০ গ্রাম), আধা সের (আধা কেজি) করে কিনত। এক কেজি ছানামুখীর দাম এখন ৭০০ টাকা।

ছোটবেলায় বাপ-দাদার কাছে শুনেছি, ভারতের কাশীধামের মহাদেব পাঁড়ে নামের এক লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছিলেন। লোকটা মিষ্টি বানাতেন। বর্তমান জেলা শহরের মেড্ডায় তখন শিবরাম মোদকের মিষ্টির দোকান ছিল। মহাদেবকে নিজের দোকানে আশ্রয় দেন তিনি। মহাদেব দুটি মিষ্টি বানাতেন। একটি লেডিকেনি আরেকটি এই ছানামুখী।

এই মহাদেব পাঁড়ের নামেই নাকি আমাদের শহরের মহাদেবপট্টি এলাকা।

ছানা দিয়ে ছানামুখী

এক কেজি ছানামুখী তৈরি করতে প্রায় সাত লিটার দুধ লাগে। প্রথমে গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে ছানা করে নিতে হয়। পানি ঝরার জন্য ছানা কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তিন থেকে চার ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখলে ছানা শক্ত হবে। আমরা অনেক সময় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখি। তারপর শক্ত ছানাকে চাকু দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে কাটতে হয়। এরপর চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে তাতে পানি, চিনি ও এলাচি দিয়ে ফুটিয়ে শিরা তৈরি করতে হয়। ছানার টুকরাগুলো চিনির শিরায় ছেড়ে নাড়তে হবে। সব শেষে চিনির শিরা থেকে ছানার টুকরাগুলো তুলে একটি বড় পাত্রে রাখতে হবে। ওই পাত্র খোলা জায়গা বা পাখার নিচে রেখে শুকাতে হবে। তৈরি হয়ে গেল ছানামুখী।

● ছবির গল্প

মৃত পাখির জন্য শোকগাথা

ছুটির দিনে প্রতিবেদক

চক্রাকার কয়েকটি সারিতে চার হাজারের বেশি মৃত পাখি। মধ্যমণি হয়ে আছে বড় আকারের একটা পাখি। মৃত পাখিদের এই ছবি দেখেই মনটা বিষণ্ন হয়ে পড়ে। পাখিগুলোর মৃত্যুর কারণ জেনে আরও ভার হয়ে যায় মন। সুউচ্চ ভবনের কাচের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, কাচের জানালায় বাড়ি খেয়ে মারা পড়েছে তারা।

কানাডার আলোকচিত্রী প্যাট্রিসিয়া হোমোনিলো এই ছবির নাম দিয়েছেন ‘হোয়েন ওয়ার্ল্ডস কলাইড’ বা ‘পৃথিবীরা যখন ধাক্কা খায়’। গত মাসে দ্য বার্ড ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার ২০২৪-এ পুরস্কার জিতেছে মৃত পাখিদের এই ছবি। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এবার ২৩ হাজারের বেশি ছবি জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ‘কনজারভেশন’ শাখার বিজয়ী প্যাট্রিসিয়ার ছবিটি সামগ্রিকভাবেও সেরা হয়েছে।

প্যাট্রিসিয়া একজন সংরক্ষণ-আলোকচিত্রী। কানাডার ‘ফ্যাটাল লাইট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম’ নামের একটি কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। টরন্টোতে আহত পাখি উদ্ধার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে থাকেন তাঁরা। প্যাট্রিসিয়া বলছিলেন, ‘উত্তর আমেরিকায় প্রতিবছর ভবনের কাচের দেয়ালসহ জানালায় ধাক্কা খেয়ে এক শ কোটির বেশি পাখি মারা যায়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অধিকাংশ পাখিই আমরা মৃত অবস্থায় পাই। তখন এসব মৃত পাখি আমরা সংগ্রহ করে রাখি। মানুষকে সচেতন করতে বছর শেষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকি।’

এমনই একটি প্রদর্শনী থেকে পুরস্কার বিজয়ী ছবিটি তুলেছিলেন প্যাট্রিসিয়া হোমোনিলো। তিনি চান হাজারো মৃত পাখির এই ছবি মানুষের মনে দাগ কাটুক। পাখিদের সুরক্ষা দেবে, এমন কাচ ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ বাড়ুক।

‘বার্ড বিহেভিয়ার’ শাখায় রুপা জিতেছে ছবিটি

‘কমেডি বার্ড ফটো’ শাখার সোনাজয়ী ছবি

দ্য বার্ড ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার ২০২৪-এ পুরস্কার জিতেছে মৃত পাখিদের এই ছবি। ছবি : প্যাট্রিসিয়া হোমোনিলো

উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা চলছে

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা কমাতে আমরা যা করতে পারি, তার সবকিছুই করছি : কিয়ার স্টারমার। রয়টার্স

সংক্ষেপে

ইউক্রেন

পানি নিয়ে সতর্কতা জারি

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে দোনেৎস্কে পানি সরবরাহে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। রুশ বাহিনীর ব্যাপক বোমা হামলার পর পানি সরবরাহ পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে জানিয়েছেন দোনেৎস্কের গভর্নর ভাদিম ফিলাশকিন। গত বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষ অনির্দিষ্টকালের জন্য পানি সমস্যায় পড়তে পারে। গত মাসে রুশ বাহিনীর হামলার পর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়, যা ঠিক করার কোনো সম্ভাবনা নেই। দোনেৎস্কের আঞ্চলিক প্রশাসন গতকাল শুক্রবার এএফপিকে জানিয়েছে, সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির চাপের সমস্যা রয়েছে। ওপরের তলাগুলোতে পানি তোলা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, আড়াই বছর আগে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে মস্কো দেশটির সরবরাহ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে। এতে আগামী শীতে ইউক্রেনকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে বলে উদ্বেগ বাড়ছে।

এএফপি, *কিয়েভ*

উত্তর কোরিয়া

পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি

উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর কোনো ধরনের আঘাত এলে পারমাণবিকসহ সব অস্ত্র ব্যবহারে দ্বিধা করা হবে না বলে হুমকি দিয়েছেন দেশটির নেতা কিম জং-উন। গত মঙ্গলবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের এক মন্তব্যের জেরে এমন হুমকি দিলেন কিম। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, উত্তর কোরিয়া যদি পারমাণবিক হামলা চালায়, তাহলে এর সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। একই দিন উত্তর কোরিয়ার অবসান ঘটবে। এই মন্তব্যের সমালোচনা করে গতকাল কিম বলেন, এই মন্তব্যেই বোঝা যাচ্ছে কোন পক্ষ আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। শত্রুপক্ষ যদি সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করে উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানে, তাহলে পারমাণবিক অস্ত্রসহ সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালাতে দ্বিধা করা হবে না।

রয়টার্স, *সিউল*

ভাস্কর্য

জাপানি শিল্পী ইয়ায়োই কুসামার তৈরি কুমড়ার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য দেখছেন এক নারী। গতকাল লন্ডনের ফিলিপস নিলাম হাউসে এ ভাস্কর্য বিক্রির জন্য রাখা হয়। এ ভাস্কর্যের দাম হতে পারে ২৬ লাখ থেকে ৩৯ লাখ মার্কিন ডলার।

ভারত

বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে অবস্থান জানাল মোদি সরকার

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে শাস্তি দিলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাই বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধের আওতায় আনার প্রয়োজন নেই বলে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধের তালিকায় আনতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়েছিল। এ বিষয়ে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট। সে বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেয় কেন্দ্র। তাতে বলা হয়, এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। কেবল আইনের প্রেক্ষাপট থেকে এ অপরাধকে দেখলে চলবে না। এর সামাজিক প্রেক্ষাপট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের গণমাধ্যমগুলো বলছে, মোদি সরকারের দাবি, এ ঘটনার সামাজিক এবং অন্যান্য প্রভাব রয়েছে।

দ্য হিন্দু

আফ্রিকা

এমপক্স শনাক্তের পরীক্ষা অনুমোদন

প্রথমবারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) পক্ষ থেকে এমপক্স শনাক্তকরণ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে এমপক্স সংক্রমণের শিকার দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ হবে। এখন পর্যন্ত এমপক্স সংক্রমণে আফ্রিকাজুড়ে ৮০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন। আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোয় প্রথম এমপক্স ভাইরাস শনাক্ত হয়। এমপক্স ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এখন পর্যন্ত আফ্রিকার ১৬টি দেশে এমপক্স শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এমপক্স প্রাদুর্ভাবের মুখে থাকা দেশগুলোয় রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরীক্ষাপদ্ধতির জরুরি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এএফপি, *জেনেভা*

যোগাযোগব্যবস্থায় হামলা, বিপর্যয়ে বেসামরিক মানুষ

লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসন

লেবাননে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জায়গা নেই। সমস্যায় প্রবাসী নারী গৃহকর্মীরা।

বিবিসি

লেবাননে আকাশ ও স্থলপথে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। রাজধানী বৈরুতের পাশাপাশি দেশটির সীমান্ত এলাকায়ও বোমাবর্ষণ করছে তারা। গতকাল শুক্রবার লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে একটি সীমান্ত ক্রসিংয়ে ব্যাপক হামলা হয়েছে। ইসরায়েলের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে এই পথে সিরিয়া পাড়ি দিচ্ছেন লেবাননের অনেক বেসামরিক বাসিন্দা।

লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে মাসনা নামের ওই ক্রসিংয়ে ইসরায়েলের হামলার ফলে সড়কপথের বড় একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। চলাচল করতে পারছে না যানবাহন। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর দাবি—ওই ক্রসিংয়ে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। সীমান্তটি দিয়ে লেবাননে অস্ত্র চোরাচালান করা হতো।

মাসনা ক্রসিংয়ে সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও এখনো অনেকে হেঁটে সিরিয়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। গতকাল তোলা ছবিতে দেখা গেছে, লেবানন থেকে পালাতে সড়কের বড় বড় গর্ত পার হচ্ছেন লোকজন। বোমার আঘাতে ওই গর্তগুলো সৃষ্টি হয়েছে। লেবানন সরকারের হিসাবে, গত ১০ দিনে ইসরায়েলের হামলার মুখে দেশটি থেকে ৩ লাখের বেশি মানুষ সিরিয়ায় পালিয়ে গেছেন।

মাসনা ক্রসিংয়ে সড়কে হামলার ফলে শুধু মানুষের চলাচলই বিঘ্ন হচ্ছে না, সেখান দিয়ে খাদ্যসামগ্রী ও মানবিক সহায়তা আনা-নেওয়ায়ও সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রাণসংক্রান্ত কর্মকর্তারা। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) পরিচালক ম্যাথিউ হোলিংওর্থ বলেন, মাসনা সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে লেবাননে সবচেয়ে কম খরচে ও সহজে বিভিন্ন পণ্য আনা যেত। হামলার ফলে তা আর সম্ভব হবে না। এখন ইসরায়েলের অন্য সীমান্তপথগুলোতে হামলা চালানো উচিত হবে না। কারণ, বর্তমানে সেগুলো মানুষের দেশত্যাগ ও ত্রাণসহায়তা আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গতকাল বৈরুতেও ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। হামলা হয়েছে রাজধানীর দক্ষিণ উপকণ্ঠের কাছে লেবাননের একমাত্র বাণিজ্যিক বিমানবন্দর বৈরুত-রাফিক হারিরি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এ ছাড়া গতকাল ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য প্রধান হাশেম সাফিয়েদ্দিনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে আরও দুই ডজন শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এই শহরগুলো ইসরায়েল সীমান্ত থেকে লেবাননের প্রায় ৩০ কিলোমিটার ভেতরে—লিতানি নদীর উত্তরে। এর মধ্য দিয়ে লেবাননের দক্ষিণ অঞ্চল ইসরায়েলের দখলে যাওয়ার পুরোনো শঙ্কা আবার দেখা দিয়েছে।

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। ২০০৬ সালে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধও হয়েছিল। এরপর গত বছর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হামাসের সমর্থনে ইসায়েলে আবার হামলা শুরু করে হিজবুল্লাহ। জবাবে পাল্টা হামলা চালাচ্ছিল ইসরায়েলও। তবে গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে হামলা জোরদার করে তারা। এতে হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা নিহত হন। সাম্প্রতিক হামলায় লেবাননে নিহত মানুষের মোট সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৩৭ জন মারা গেছেন। নতুন করে আহত ১৫১ জন।

ইসরায়েলের বোমা হামলার পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ঘরবাড়ি দেখছেন বাসিন্দারা। গত বৃহস্পতিবার লেবাননের বৈরুতে। ছবি : এএফপি

> ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের কমবেশি ১০ লাখ মানুষের ওপর প্রভাব পড়েছে।

> ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশটিতে উদ্বাস্তু হওয়ার সংখ্যা সর্বোচ্চ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

> লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে মাসনা ক্রসিংয়ে ইসরায়েলের হামলা।

> বৈরুতেও ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।

চরম 'বিপর্যয়ে' বেসামরিক মানুষ

লেবাননে ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার ফলে বেসামরিক মানুষ 'সত্যিকার অর্থে বিপর্যয়ের' মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের আবাসিক ও মানবিক সহায়তাবিষয়ক সমন্বয়ক ইমরান রিজা। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের কমবেশি ১০ লাখ মানুষের ওপর প্রভাব পড়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশটিতে উদ্বাস্তু হওয়ার সংখ্যা সর্বোচ্চ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বেসামরিক স্থাপনাগুলোয় খুব বেশি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফলে মানুষের আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছে।

গতকাল জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার কর্মকর্তা রুহা আমিন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর লেবাননের প্রায় ৯০০টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে হামলার কারণে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের ভিড়ে সেগুলোয় আর জায়গা নেই। ফলে অনেককে এখন উন্মুক্ত স্থান, রাস্তা ও পার্কগুলোতে রাত কাটাতে হচ্ছে।

এদিকে লেবাননের প্রবাসী নারী গৃহকর্মীদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশটিতে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার প্রধান ম্যাথিউ লুসিয়ানো। তিনি বলেছেন, চলমান সংঘাতের মধ্যে অনেক গৃহকর্মীর নিয়োগদাতারা তাঁদের চাকরিচ্যুত করেছেন। এই গৃহকর্মীদের অনেকের কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই। ফলে গ্রেপ্তার হওয়া এবং লেবানন থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার শঙ্কায় তাঁরা মানবিক সহায়তার খোঁজ করতে ভয় পাচ্ছেন।

কমলার পক্ষে ওবামা, ট্রাম্পের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে মাস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর এক মাস বাকি। শেষ মুহূর্তে এসে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে প্রচারণা চালাতে এ সপ্তাহেই মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এদিকে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণায় নামছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম *ওয়াশিংটন পোস্ট* গতকাল শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের পক্ষে শিগগিরই নির্বাচনী প্রচারে নামবেন বারাক ওবামা। তাঁর সঙ্গে সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাও নির্বাচনী প্রচারের মাঠে থাকবেন।

কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তার বরাতে *ওয়াশিংটন পোস্ট* জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার পিটসবার্গ শহর থেকে কমলার পক্ষে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন বারাক ও মিশেল ওবামা। এরপর আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার চালাবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিক সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন বারাক ওবামা।

এদিকে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহের শেষে পেনসিলভানিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেবেন তিনি। গত জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়াতে এক নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। যেখানে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছিল, একই জায়গায় এই সমাবেশ হবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত ইলন মাস্ক। মার্কিন গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক তিনি। বৃহস্পতিবার এক এক্স পোস্টে ইলন মাস্ক বলেছেন, 'আমি (ডোনাল্ড ট্রাম্পকে) সমর্থন দেওয়ার লক্ষ্যেই সেখানে (চলতি সপ্তাহের শেষে পেনসিলভানিয়ার নির্বাচনী সমাবেশে) থাকব।'

'প্রশাসনে মুসলিমরাও সমানাধিকার পাবেন'

কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর প্রশাসনে মুসলিমদের সমানাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কমলার রানিং মেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী) টিম ওয়ালজ।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বারাক ওবামা

ইলন মাস্ক

পিটিআইয়ের সমাবেশ ঠেকাতে বিচ্ছিন্ন ইসলামাবাদ

পাকিস্তানের রাজনীতি

ডন

ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) পূর্বঘোষিত সমাবেশ ঠেকাতে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত শহর দুটিতে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। গত বুধবার থেকে ইসলামাবাদে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা।

কারারুদ্ধ ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে গতকাল রাজধানী ইসলামাবাদের ডি-চক এলাকায় সমাবেশের ডাক দিয়েছিল পিটিআই। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও নিজ সমর্থকদের 'শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ' করতে জেল থেকে আহ্বান জানান ইমরান খান। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাঁর দল সমাবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

জিও নিউজ জানিয়েছে, বাধা উপেক্ষা করে ইমরান খানের সমর্থকেরা বিভিন্ন দিক থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখে রওনা হন।

ইমরান খানকে 'অবৈধভাবে' কারারুদ্ধ রাখার প্রতিবাদে পিটিআই গত কয়েক সপ্তাহে দেশজুড়ে অনেকগুলো সমাবেশ করেছে। এসব সমাবেশ থেকে 'সংরক্ষিত আসন' বাস্তবায়ন নিয়ে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের গড়িমসির সমালোচনা করা হয়েছে। সংবিধান বাঁচানোর ডাক দেওয়া হয়েছে।

চলতি মাসের শুরুতে ইসলামাবাদ ও লাহোরে সমাবেশ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল পিটিআই। কিন্তু এসব সমাবেশের আগে সেখানে একগুচ্ছ কঠিন নির্দেশনা জারি করেছিল সরকার। নির্দেশনা না মানায় দলটির কর্মী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষে মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল।

গতকাল ইসলামাবাদের সমাবেশ উপলক্ষে বিভিন্ন শহর থেকে কাফেলা নিয়ে মানুষ রওনা করেছেন বলে জানিয়েছে পিটিআই। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি ইসলামাবাদে সমাবেশ না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ, সেখানে উচ্চপর্যায়ের অনেক বিদেশি ব্যক্তির সফর রয়েছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কোন্নয়নের প্রত্যাশা

জয়শঙ্করের কলম্বো সফর

বৈঠকের পর শ্রীলঙ্কার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দিশানায়েকে বলেছেন, ভারত চায় শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক।

অনূঢ়া দিশানায়েকে   এস জয়শঙ্কর

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

শ্রীলঙ্কার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া দিশানায়েকের সঙ্গে বৈঠক করতে গতকাল শুক্রবার এক দিনের সফরে কলম্বো গেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই সফরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারত্বের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা নতুনভাবে জানানো হবে। নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জয়শঙ্করই সে দেশ সফরকারী প্রথম বিদেশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই সফর নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই সফরে দুই দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে। পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধা সম্পর্ককে নতুন উচ্চতা দেবে। এই সফর ভারতের প্রতিবেশী প্রথম ও 'সাগর'নীতির (সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সফরের ঠিক আগের দিন গত বৃহস্পতিবার অনূঢ়ার সঙ্গে দেখা করেন সে দেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সন্তোষ ঝা। সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট দিশানায়েকেকে তিনি জানান, শ্রীলঙ্কার উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভারত সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত। নতুন প্রেসিডেন্টের দুর্নীতি বিরোধ কর্মসূচির প্রতি ভারতের সমর্থনের কথাও তিনি জানান।

বৈঠকের পর দিশানায়েকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেছেন, ভারত চায় শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক।

দিশানায়েকের দল জেভিপি (জনতা বিমুক্তি পেরামুনা) উগ্র জাতীয়তাবাদী বামপন্থী দল বলে পরিচিত। ১৯৭১ ও ১৯৮৭ সালে তারা দুবার অসফল রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী সময় তারা দলীয় নীতি ও কৌশল পরিবর্তন করে। ভারতবিরোধী আন্দোলনের অভিমুখও কিছুটা বদল হয়। এখন তারা অনেক বেশি বাস্তববাদী বলে ভারত মনে করছে। একসময় তীব্র ভারত বিরোধিতা থেকে সরে এসে অনূঢ়াও সুস্থ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মালদ্বীপের মতো শ্রীলঙ্কাতেও প্রভাব বিস্তারে চীন সচেষ্ট। দুই দেশের দুই কান্ডারিও চীনপন্থী বলে পরিচিত। কিন্তু সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে ভারতের চেষ্টা ফলদায়ী হচ্ছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ধারণা।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রুবিকস কিউব

রুবিকস কিউবের ৫০ বছর

সিএনএন

জাপানের খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেগাহাউস ক্ষুদ্রাকৃতির রুবিকস কিউব তৈরি করেছে। এটার আকার এতটাই ছোট যে এ ধাঁধা মেলাতে চিমটার প্রয়োজন পড়তে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এই কিউব মাত্র ৫ মিলিমিটার (দশমিক দুই ইঞ্চি) আকারের। গত বৃহস্পতিবার থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই কিউবের ফরমাশ নিতে শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আগামী বছরের এপ্রিল মাসে এটির বিক্রি শুরু হবে। এ কিউব তৈরির সঙ্গে যুক্ত ইরিসো প্রিসিশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট কিয়োকাজু সাইতো বলেন, ৫ মিলিমিটারের এই রুবিকস কিউব যন্ত্র, কাটার সরঞ্জাম ও খেলোয়াড়দের আবেগের মিশেলে তৈরি।

মাত্র দশমিক ৩ গ্রাম ওজনের কিউবটি মূল কিউবের এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। মেগাহাউস জানিয়েছে, তারা চার বছর আগে এই কিউব তৈরির পরিকল্পনা করে এবং ২০২২ সালে এটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পক্ষ থেকেও একে বিশ্বের সবচেয়ে ঘূর্ণয়মান পাজল কিউব হিসেবে গত আগস্টে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির রুবিকস কিউবটি ছিল ব্রিটিশ পাজল নকশাকারী টনি ফিশারের তৈরি। ২০১৬ সালে তৈরি ওই রুবিকস কিউবের আকার ছিল ৫ দশমকি ৬ মিলিমিটার।

মেগাহাউস রুবিকস কিউব আকারে ছোট হলেও এর দাম কিন্তু সাধারণের নাগালের বাইরে। এটির দাম প্রায় ৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা (৫ হাজার ৩২০ মার্কিন ডলার)। এর সঙ্গে একটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র রুবিকস কিউব লেখা ধারকদণ্ড থাকবে।

রুবিকস কিউবের ৫০ বছর পূর্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতির এই রুবিকস কিউব বাজারে আসার ঘটনাটি মিলে গেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পাজল গেম রুবিকস কিউব। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি কিউব বিক্রি হয়েছে।

১৯৭৪ সালে হাঙ্গেরির স্থাপত্যের অধ্যাপক ও উদ্ভাবক এরনো রুবিক এই পাজল কিউবের উদ্ভাবন করেন। রুবিক নিজে এর নাম দিয়েছিলেন ম্যাজিক কিউব, কিন্তু পরে ১৯৮০ সালে আইডিয়াল টয় নামের এক খেলনা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এর নাম দেয় রুবিকস কিউব অর্থাৎ রুবিকের ঘনক।

ক্ষুদ্রতম রুবিকস কিউব। মেগাহাউসের সৌজন্যে

রিজার্ভ ১৯.৭৬ বিলিয়ন ডলার | আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতি অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রড ও সিমেন্টের বিক্রিতে ধস, উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

নির্মাণ খাত

গত দুই মাসে কোম্পানিভেদে রডের বিক্রি ৫০-৭০ শতাংশ এবং সিমেন্টের বিক্রি কমেছে ৩৫-৪০ শতাংশ।

> গত দুই মাসে রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক ব্যবসায়ী ব্যাংক ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে পারছে না। ফলে নতুন করে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।
>
> **মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম**, সভাপতি, বিএসএমএ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিপিএইচ ইস্পাত

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সরকারের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি আবাসন শিল্পেও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। তাতে নির্মাণকাজের প্রধান দুই উপকরণ রড ও সিমেন্টের বিক্রিতে ধস নেমেছে। গত দুই মাসে কোম্পানিভেদে রডের বিক্রি ৫০-৭০ শতাংশ এবং সিমেন্টের বিক্রি ৩৫-৪০ শতাংশ কমেছে। বিক্রি কমে যাওয়ায় উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে রড ও সিমেন্ট কোম্পানিগুলো।

সিমেন্ট ও ইস্পাত খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর বড় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত ঠিকাদারদের অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়ায় সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের উন্নয়নকাজেও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে দেশের চলমান পরিস্থিতি ও ড্যাপের কারণে আবাসন খাতে বেচাবিক্রি ও নতুন প্রকল্পও কমে গেছে। ফলে রড-সিমেন্টের বিক্রি ব্যাপকভাবে কমেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ দুই খাতের অধিকাংশ উদ্যোক্তা একধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। উদ্যোক্তারা বলছেন, ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবছি না।

জানা যায়, বর্তমানে বাজারে ৮৬ হাজার থেকে ৮৭ হাজার টাকায় প্রতি টন রড বিক্রি হচ্ছে। গত মে-জুন মাসে রডের দাম ছিল ৯০ হাজার টাকার বেশি। অন্যদিকে মে-জুনের তুলনায় সিমেন্টের দাম প্রতি বস্তায় (৫০ কেজি) ২০-২৫ টাকা কমেছে।

দেশে রড উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একটি কেএসআরএম। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলসহ দেশের বেশ কিছু মেগা প্রকল্পে রড সরবরাহ করেছে তারা। কেএসআরএম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার জাহান প্রথম আলোকে বলেন, 'বর্তমানে খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।' কঠিন সময়ের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, 'আমরা প্রতি টন রডে ২৪ হাজার টাকা লোকসান দিচ্ছি। বর্তমানে ১ টন রড উৎপাদনে খরচ ১ লাখ ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ১২ হাজার টাকা। অথচ আমাদের মতো কোম্পানি রড বিক্রি করছে ৮৬ হাজার টাকায়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে ৮০ হাজার টাকায়ও রড বিক্রি করছে।'

ঢাকার শ্যামপুরের রানি রি-রোলিং মিলসের মাসিক রড উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার টন। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৭ হাজার টন। বিক্রি কমে যাওয়ার পাশাপাশি ঋণপত্র খোলা-সংক্রান্ত জটিলতায় কাঁচামাল আমদানি অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে প্রতিষ্ঠানটি।

রানি রি-রোলিং মিলসের চেয়ারম্যান সুমন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রডের বিক্রি ৫০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। বাজারে চাহিদা খুব কম। ব্যাংকগুলো এখন কেবল বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীকে সুবিধা দিচ্ছে। মাঝারি কোম্পানিগুলো সেভাবে সহায়তা পাচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসএমএ) জানায়, দেশে ইস্পাত কারখানার সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। তার মধ্যে বড় প্রতিষ্ঠান ৪০টি। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বছরে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন রড উৎপাদনের সক্ষমতা আছে। যদিও দেশে বার্ষিক রডের ব্যবহার ৭৫ লাখ টন। এখন পর্যন্ত এই খাতে ৭৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। বছরে লেনদেনের পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

বিএসএমএর সভাপতি ও জিপিএইচ ইস্পাতের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অনেক দিন ধরেই ইস্পাত খাত নানা সমস্যায় ভুগছে। গত প্রায় দুই বছর ডলার-সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি ছিল বড় সমস্যা। ডলারের বাজার এখন মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। এখন নতুন সমস্যা হয়ে সামনে এসেছে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া। গত দুই মাসে রডের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি সিমেন্টের বিক্রি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৪০ শতাংশের মতো কমেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক ব্যবসায়ী ব্যাংক ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে পারছে না। ফলে নতুন করে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, সুদের হার বেড়েছে। তাতে উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। তবে চাহিদা কমে যাওয়ায় বাড়তি ব্যয় সমন্বয় করা যাচ্ছে। শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে কোম্পানিগুলোকে অতিরিক্ত ৬০-৭০ শতাংশ মূলধন জোগানের অনুরোধ করেন তিনি।

দেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪০টি (একই গ্রুপের একাধিক প্রতিষ্ঠানসহ)। প্রতিবছর প্রায় ৪ কোটি টন সিমেন্ট চাহিদার বিপরীতে প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাট টন উৎপাদনের সক্ষমতা আছে এসব প্রতিষ্ঠানের।

মেট্রোসেম গ্রুপের সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা মাসে ২ হাজার ৬০০ টন। বিক্রি কমে যাওয়ায় বর্তমানে তারা উৎপাদন করছে দেড় হাজার টন। অন্যদিকে তাদের ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা মাসে ১৫ হাজার টন। সক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন বর্তমানে ৩৩ শতাংশ।

মেট্রোসেম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শহীদুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর অধিকাংশ বড় প্রকল্পের কাজ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সেগুলো কবে শুরু হবে বোঝা যাচ্ছে না। অন্তর্বর্তী সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেয়নি। অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক সরকার আসা না পর্যন্ত সেভাবে উন্নয়ন প্রকল্প হবে না। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীরা একধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

দেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রিমিয়ার সিমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেলসহ দেশের সব বড় মেগা প্রকল্পে সিমেন্ট সরবরাহ করেছে। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির সিমেন্টের বিক্রি আগের প্রান্তিকের (মার্চ-জুন) তুলনায় ২৫-৩৫ শতাংশ কমেছে।

প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, মূলত দুই কারণে বিক্রি কমেছে। প্রথমত, বড় কিছু অবকাঠামো প্রকল্পের কাজ থমকে গেছে। দ্বিতীয়ত, সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বিভিন্ন নির্মাণকাজ। ফলে প্রবৃদ্ধির বদলে সিমেন্ট ব্যবসায় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি (ডি গ্রোথ) দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি উত্তরণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও চলমান প্রকল্পের কাজে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনার কথা জানান তিনি।

দেশি ফল পাহাড় থেকে জাম্বুরা সংগ্রহ করে তা একটি স্থানে জড়ো করছেন কয়েকজন ম্রো নারী। এসব জাম্বুরা পাইকারিতে বিক্রি করা হয়। ১০০ জাম্বুরা পাইকারিতে বিক্রি হয় ১২০০ টাকায়। গতকাল সকালে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকার মেননুং পাড়ায়। ছবি : মংহাইসিং মারমা

সেপ্টেম্বরে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে

এনবিআরের হিসাব

গত তিন মাসে ১ হাজার ১৭৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ বেশি।

পণ্য রপ্তানির চিত্র

মাস	২০২৩	২০২৪	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৩৭১	৩৮২	২.৯৬
আগস্ট	৩৮৬	৪০৭	৫.৪৪
সেপ্টেম্বর	৩৩২	৩৮৬	১৬.২৭

হিসাব কোটি ডলারে, প্রবৃদ্ধি শতাংশে

গত দুই অর্থবছরের প্রকৃত রপ্তানি

হিসাব কোটি ডলারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শীর্ষ রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়। এতে সাভারের আশুলিয়ার বড় শিল্পগোষ্ঠীর কারখানাগুলোতে গত এক মাস উৎপাদন ব্যাহত হয়। গাজীপুরের কিছু কারখানায় বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। তারপরও গত মাসে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ১৬ শতাংশ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পণ্য রপ্তানির এই হিসাব পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে ৩৮৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৩২ কোটি ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের সেপ্টেম্বরে তুলনায় গত মাসে রপ্তানি বেড়েছে ৫৪ কোটি ডলার। যদিও রপ্তানির হিসাবের মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি এবং নমুনা (স্যাম্পল) রপ্তানির তথ্যও সংযুক্ত আছে। এই পরিমাণ অবশ্য খুবই কম হয়ে থাকে।

এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, গত জুলাইয়ে ৩৮২ ও আগস্টে ৪০৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তখন রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১ হাজার ১৭৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ বেশি।

অবশ্য এনবিআরের হিসাবের চেয়ে প্রকৃত রপ্তানি কম হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, গত জুলাইয়ে ৩৪৮ কোটি ডলারের প্রকৃত পণ্য রপ্তানি হয়। তার বিপরীতে ওই মাসে এনবিআর ৩৮২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির হিসাব দিয়েছিল। সংস্থাটির হিসাবে প্রচ্ছন্ন ও নমুনা রপ্তানিও যুক্ত থাকে। সেগুলো বাদ দিয়েই মূলত প্রকৃত রপ্তানি হিসাব বের করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে হঠাৎ করে প্রকৃত পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে লেনদেন ভারসাম্যের তথ্য প্রকাশ করে। ফলে পণ্য রপ্তানির হিসাবে বড় ধরনের গরমিলের তথ্য উঠে আসে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছিল, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করলেও সে অনুযায়ী দেশে আয় আসছিল না। এ নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা থেকেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, এত রপ্তানি হয়নি। তাই আয় বেশি আসার যৌক্তিকতা নেই। ফলে প্রকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। তার পর থেকে ইপিবি পণ্য রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করা বন্ধ রেখেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ৪০ দশমিক ৮১ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৮১ কোটি ডলার। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩৩৬ কোটি ৪০ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

কোটা সংস্কার আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করলে গত ১৯ জুলাই কারফিউ জারি করে বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকার। তখন কারখানার উৎপাদনের পাশাপাশি রপ্তানিও বাধাগ্রস্ত হয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আবারও কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়। পরে পূর্বাঞ্চলে বন্যার কারণে ঢাকা-মহাসড়ক কয়েক দিন বন্ধ থাকলে পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয়। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলে আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়। গত মাসে শ্রম অসন্তোষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এতে আশুলিয়ার কারখানাভেদে উৎপাদন ১২ দিন পর্যন্ত ব্যাহত হয়। এখনো পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আশুলিয়ার কারখানাগুলোতে উৎপাদন হয়। গত মাসে শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে সেখানকার অনেক কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। গ্যাস-সংকটের কারণেও বিভিন্ন অঞ্চলের বস্ত্র কারখানা ধুঁকছে। ব্যাংকিং জটিলতায় ভুগছেন অনেক উদ্যোক্তা। ফলে গত মাসেও রপ্তানি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়েছে। না হলে রপ্তানি আরও বাড়ত। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নতুন ক্রয়াদেশ আসছে। তবে উৎপাদন খরচের চেয়ে পোশাকের মূল্য কম হওয়ায় আমরা সব ক্রয়াদেশ নিতে পারছি না।'

পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নে ঢাকায় সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় তৈরি পোশাকশিল্পে পরিবেশসম্মত টেকসই উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করতে ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশন ফোরাম' শীর্ষক সম্মেলন।

বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের (বিএই) আয়োজনে আগামী বৃহস্পতিবার ঢাকার রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে দিনব্যাপী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সরকারের প্রতিনিধি, জলবায়ুবিশেষজ্ঞ, বিদেশি ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। সম্মেলনটি আয়োজনে সহযোগী হিসেবে আছে অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট, ক্যাসকেল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), জিআইজেড, এইচঅ্যান্ডএম, ঢাকায় নেদারল্যান্ডসের দূতাবাস, পিডিএস ও টার্গেট।

বিএই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে। এতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের প্রায় ১০ শতাংশের জন্য দায়ী ফ্যাশনশিল্প। এটি এয়ারলাইনস ও শিপিং খাতের সম্মিলিত কার্বন নিঃসরণের চেয়ে বেশি। ফলে ফ্যাশনশিল্পে কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়টি সব মহলেই গুরুত্ব পাচ্ছে।

বিএইর প্রতিষ্ঠাতা মোস্তাফিজ উদ্দিন বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে কার্বন নিঃসরণ অবশ্যই কমাতে হবে। তার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ লাগবে।

ডিএসইর নতুন চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মমিনুল ইসলাম

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসি ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মমিনুল ইসলাম। গত বৃহস্পতিবার সংস্থাটির পুনর্গঠিত পর্ষদের প্রথম সভায় তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ডিএসইর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ডিএসইতে সাতজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দেয়। তাঁদেরই একজন ছিলেন মমিনুল ইসলাম। নিয়ম অনুযায়ী, স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য থেকেই সংস্থাটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সে অনুযায়ী, পুনর্গঠিত পর্ষদের প্রথম সভায় স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় রাজধানীর নিকুঞ্জে ডিএসই ভবনে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান হতে আগ্রহীদের নাম জানতে চাওয়া হয়। এ সময় নবনিযুক্ত দুজন স্বতন্ত্র পরিচালক তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা হলেন আইপিডিসির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মমিনুল ইসলাম ও আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। এক পদে দুজন আগ্রহ প্রকাশ করায় পর্ষদ সদস্যরা গোপন ভোটের মাধ্যমে মমিনুল ইসলামকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

ডিএসইর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মমিনুল ইসলাম চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসির এমডি ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রামে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। আইপিডিসির এমডির দায়িত্ব ছেড়ে তিনি সিলিংক অ্যাডভাইজরি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

পুরোনো জিনিসপত্র পুরোনো টিন ও লোহালক্কড় প্রতি কেজি ৪০-৫০ টাকা এবং প্লাস্টিক বোতল প্রতি কেজি ২৫-৩০ টাকায় বিক্রি হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা এসব সামগ্রী ট্রাকে তুলছেন দুই শ্রমিক। গতকাল সিলেটের কদমতলী এলাকায়। ছবি : আনিস মাহমুদ

লেনদেন কমেছে ৩৭%, সূচকেরও বড় পতন

সাপ্তাহিক শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্যাংক খাতের দৈনিক গড় লেনদেন ৩২ শতাংশ কমে গেছে। একইভাবে ওষুধ খাতের কোম্পানিগুলোর দৈনিক গড় লেনদেন কমেছে প্রায় সাড়ে ৩৭ শতাংশ। অথচ শেয়ারবাজারের লেনদেনে এই দুই খাতের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। তাই খাত দুটির লেনদেন কমে যাওয়ায় বাজারের সার্বিক লেনদেনও কমে গেছে।

ডিএসইতে গত সপ্তাহ শেষে দৈনিক লেনদেন কমে নেমে এসেছে ৪২৬ কোটি টাকায়। আগের সপ্তাহে যার পরিমাণ ছিল ৬৭৯ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ঢাকার বাজারে দৈনিক গড় লেনদেন কমেছে ২৫৩ কোটি টাকা বা সোয়া ৩৭ শতাংশ। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার বাজারে গত সপ্তাহ শেষে ব্যাংক খাতের দৈনিক গড় লেনদেন কমে নেমে এসেছে ১২২ কোটি টাকায়। আগের সপ্তাহে যার পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্যাংক খাতের দৈনিক গড় লেনদেন কমেছে ৫৭ কোটি টাকা বা প্রায় ৩২ শতাংশ। একইভাবে ওষুধ খাতের কোম্পানিগুলোর দৈনিক গড় লেনদেন গত সপ্তাহে কমে দাঁড়িয়েছে ৬১ কোটি টাকায়। আগের সপ্তাহে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৮ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ওষুধ খাতের কোম্পানিগুলোর দৈনিক গড় লেনদেন কমেছে ৩৭ কোটি টাকা বা প্রায় সাড়ে ৩৭ শতাংশ।

জানতে চাইলে বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডিন মোহাম্মদ মুসা *প্রথম আলোকে* বলেন, শেয়ারবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। সেই আস্থা এখনো ফেরানো যায়নি। এ অবস্থায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিএসইসি পুনর্গঠিত হলেও তাদের পক্ষ থেকেও বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করার মতো কোনো বার্তা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ব্যাংকে টাকা রেখে এখন ১২ শতাংশের বেশি সুদ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু শেয়ারবাজারে মুনাফা নিয়ে বিনিয়োগকারীরা সংশয়ে আছেন। এমন এক পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের অনেকে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন।

ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার বাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গত সপ্তাহে ১৭৭ পয়েন্ট বা ৩ শতাংশের বেশি কমে আবারও সাড়ে ৫ হাজার পয়েন্টের মনস্তাত্ত্বিক সীমার নিচে নেমে এসেছে। এর আগে সর্বশেষ গত ৬ আগস্ট ডিএসইএক্স সূচকটি সাড়ে ৫ হাজার পয়েন্টের নিচে ছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ওই দিন থেকেই বাজারে গতি সঞ্চার হয়েছিল। তাতে সূচকটি বেড়ে ৬ হাজার পয়েন্ট ছাড়িয়েছিল মাত্র কয়েক দিনে। এরপর আবার বাজার উত্থান-পতন শুরু হয়।

আমসত্ত্ব বানিয়ে বাড়তি আয় নারীদের

ভিন্ন উদ্যোগ

উদ্যোক্তা মঈনুল আনোয়ার এখন পরীক্ষামূলকভাবে আমের সঙ্গে তিল ও মসলা দিয়ে আলাদা স্বাদের আমসত্ত্ব তৈরির চেষ্টা করছেন।

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, *রাজশাহী*

কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? তাতে কী? চকলেটের মতো আমকড়ালি আকারের একটা আমসত্ত্ব মুখে দেন। দেখবেন, ক্লান্তি ঘুচে গেছে। কারণ, মিষ্টি আমসত্ত্বে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ রয়েছে। এটি শক্তিবর্ধক হিসেবে শরীরে এনার্জি এনে দেয়। একই সঙ্গে এটি একটি মুখরোচকও বটে।

কবিতায়ও আছে আমসত্ত্বের গুণগান। যেমন 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' কবিতার এ কথাগুলো এখন দেখা যায় বাজারে বিক্রি হওয়া একটি আমসত্ত্বের মোড়কে। এই আমসত্ত্ব তৈরি করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৩৫ জন নারী। এই নারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জেরই ব্যবসায়ী মঈনুল আনোয়ার। তাঁর উদ্যোগের ফলে নারীদের বাড়তি আয়ের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এর আগে তিনি মধু, সরিষার তেল, খেজুরের গুড়, কালিজিরার তেল নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম আলওয়ান।

বাংলাদেশের পাঁচটি আম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আম বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে পছন্দ করে। কিন্তু আমের মৌসুম অল্প দিনের। আলওয়ানের আমসত্ত্বের মেয়াদ এক বছর থাকে।

পাকা আমের নিংড়ানো রস বা পাল্প দিয়ে আমসত্ত্ব বানানো হয়। গ্রামে প্রাচীন পদ্ধতিতেই আমসত্ত্ব তৈরি করা হয়। প্রথমে আমের খোসা ছিলে আঁটি থেকে রস নিংড়ে লাকড়ির চুলায় জ্বাল দিয়ে ঘন করা হয়, পরে তা রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয় আমসত্ত্ব।

আমসত্ত্ব এ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী মুখরোচক খাদ্য। অথচ এটি বাজারে সেভাবে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বাজারে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল ও কালার (রাসায়নিক ও রং) মেশানো বিদেশি নানা ধরনের 'কালারড ড্রাই ফ্রুটস' বিক্রি হয়, যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এ রকম চিন্তা থেকেই মঈনুল আনোয়ার আমসত্ত্বকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তিনি জানান, ১০০ বছর ধরে আমের আমসত্ত্ব আয়তাকার, বর্গাকার ও বৃত্তাকার আকৃতিতে তৈরি হয়ে আসছে। সে জন্য তিনি এটাকে আমের আকার দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর নাম দিয়েছেন আমের খাঁচা। প্লাস্টিকের এই মোড়কের গায়ে আমের পরিচয়সহ বিভিন্ন গুণাগুণের কথা লেখা রয়েছে। যেমন 'ল্যাংড়া আমের মোড়কে লেখা রয়েছে দুধ মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাচ্চাদের ক্যান্ডি/চকলেটের পরিবর্তে খাওয়ানো যাবে। ঈষদুষ্ণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে দ্রুত শরীরে শক্তি পাওয়া যাবে। যাঁদের প্রদাহজনিত সমস্যা আছে, যাঁরা দুর্বল বিপাকজনিত সমস্যায় ভুগছেন কিংবা চিকিৎসক যদি দুধ ও আমসত্ত্ব একসঙ্গে খেতে নিষেধ করেন, তবে এড়িয়ে যান।'

আশ্বিনা আমের আমসত্ত্বের মোড়কে মেয়াদসহ লেখা রয়েছে, 'অবশ্যই ফ্রিজে ১৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এতে প্রাকৃতিক টারটারিক অ্যাসিড, সাইট্রিকসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক অ্যাসিডের উপস্থিতি রয়েছে। চিনি, প্রিজারভেটিভ ও আমের কৃত্রিম ফ্লেভার যোগ করা হয়নি।' এতে ফাঙ্গাস আসার আশঙ্কা রয়েছে বলেও সতর্ক করা হয়েছে ভোক্তাদের।

মঈনুল আনোয়ার জানান, তাঁরা ফজলি থেকে শুরু করে আম্রপালি, ক্ষীরশাপাতি, ল্যাংড়া, গৌড়মতিসহ আরও যত রকম আম আছে, সবগুলো জাত থেকেই আমসত্ত্ব বানিয়েছেন। এর মধ্যে ফজলি ও আশ্বিনা আমের আমসত্ত্ব সবচেয়ে ভালো হয়েছে। তাঁরা এখন মিষ্টি ও টক-মিষ্টি আমের আমসত্ত্ব তৈরি করেন। এর মধ্যে যাঁদের মিষ্টি খাওয়া নিষেধ, অর্থাৎ যাঁরা ডায়াবেটিসের রোগী তাঁরা টক মিষ্টি আমসত্ত্বটা খেতে পারেন। এটাতে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের পরিমাণ কম। সাকসিনিক অ্যাসিড ও ম্যালেয়িক অ্যাসিডের কারণে এটি খেতে টক লাগে।

এই উদ্যোক্তা জানান, তিনি ঐতিহ্যবাহী তথা প্রচলিত ধারার আমসত্ত্বের পাশাপাশি দুধ দিয়েও আমসত্ত্ব তৈরি করেন। এ ছাড়া তিনি পরীক্ষামূলকভাবে আমের সঙ্গে তিল দিয়ে এবং মসলা দিয়েও আমসত্ত্ব তৈরির করছেন।

মঈনুল আনোয়ার জানান, সাধারণত পাঁচ থেকে সাত কেজি আমে এক কেজির মতো আমসত্ত্ব তৈরি হয়। এটি শুধু আমের রস দিয়েই তৈরি হয়। তাঁরা কোনো কেমিক্যাল (রাসায়নিক) ও চিনি ব্যবহার করেন না।

গ্রামের মহিলারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই আমসত্ত্ব তৈরি করে দেন। এতে তাঁদের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এ রকমই একজন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের গৃহিণী মারুফা খাতুন। সম্প্রতি মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে মারুফা *প্রথম আলোকে* জানান, তিনি এবার আমসত্ত্ব বানিয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকা আয় করেছেন। সেই টাকা দিয়ে দুটি খাসি কিনে এখন পালছেন। তিনি নিজের আম দিয়ে যেমন আমসত্ত্ব বানিয়েছেন, মঈনুল আনোয়ারের দেওয়া আমেরও আমসত্ত্ব তৈরি করেছেন।

রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে মঈনুল আনোয়ার বলেন, 'বিদেশে আমসত্ত্বের ভালো চাহিদা রয়েছে। দেশের চাহিদা পূরণ করে আমরা রপ্তানি করতে পারব। আমসত্ত্বকে বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন করব।'

করপোরেট সংবাদ

প্রিমিয়ার ব্যাংকের গ্রিন পিন সেবা চালু

প্রিমিয়ার ব্যাংক গ্রিন পিন নামে নতুন এক সেবা চালু করেছে। সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আবু জাফর এ সেবার উদ্বোধন করেন। নতুন এই সেবার আওতায় ব্যাংকের কার্ডধারীরা ঘরে বসে মোবাইল অ্যাপ ও ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কার্ড সক্রিয় ও গোপন পিন নম্বর তৈরি করতে পারবেন। উদ্বোধনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামসুদ্দিন চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবুল হাশেম প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

দক্ষিণ এশিয়ায় ডেলের সেরা পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস

দক্ষিণ এশিয়ায় ডেলের সেরা পরিবেশক সম্মাননা পেয়েছে স্মার্ট টেকনোলজিস। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ডেল টেকনোলজিসের দক্ষিণ এশিয়া অংশীদার সামিটে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। স্মার্ট টেকনোলজিসের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট টেকনোলজিসের জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক এ এইচ এম রোকনউদ্দীন ফিরোজ, শাহেদ ইকবাল প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

পপুলার লাইফের লভ্যাংশ অনুমোদন এজিএমে

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি অনলাইনে কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাইস চেয়ারম্যান কবির আহমেদ, সব পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম ইউসুফ আলী উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২৩ সালের জন্য ঘোষিত ৩৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা ১১নং সেক্টর, ১০/বি রোড, মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজের সন্নিকটে ১৮৫০ ব.ফু. প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। স্টারলিট হোমস লিমিটেড। ০১৯৭৮৮০০৮৪২। সি-৫৯৯৭৭৩

✸ সেন্ট্রাল রোডে- জিমনেসিয়াম, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, ডে-কেয়ার, মাল্টিপারপাসহল, ডিপটিউবওয়েলসহ অত্যাধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত ১৫৬৫ থেকে ২০২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট। ০১৭১৪০৯০৮৫৫, ০১৭১৪০৯০৮৫২। টিবু-৬০০৪৬৫

✸ ১৮৭২ বর্গফুট (৬ তলা), তিন বেডরুমের, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের খেলারমাঠ সুবিধাসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। বিজয় রাকিন সিটি, মিরপুর-১৩। মোবা : ০১৯৭০-৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০০৫০১

✸ বসুন্ধর এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মো.বু-৬০০৩১৪

✸ বসুন্ধরা আ/এ ই-ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের ২টি ফ্ল্যাট অবিশ্বাস্য ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫-৬০৫০৭১। টিবু-৬০০৫২২

✸ দক্ষিণমুখী প্রায় রেড়ি ফ্ল্যাট বিক্রয়। পূর্ব রামপুরা পোস্ট অফিসের গলিতে ১৫৩২ ও ১৩০৮ ব.ফু.। ০১৭১৩১৭৮৬০২, ০১৭১৩১৭৮৬০৩। টিবু-৬০০৫১০

✸ ২৭৬০ বর্গফুট ৪ বেডরুমের বিলাশবহুল রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। বসুন্ধরা, ব্লক বি। ০১৯৩৯৯১৯৮০১, ০১৯৩৯৯১৯৮০২। টিবু-৬০০৪৬২

✸ উত্তরা ৩নং সেক্টরের ৪নং (৬০ ফুট) রোডে, ৩২০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি পূর্বমুখী সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫। টিবু-৬০০৪৫০

✸ উত্তরা ১৩নং সেক্টরে বিক্রেতার মালিকানাধীন ১৬০০ বর্গফুটের একটি দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য: ১.৫৫ কোটি। প্রপার্টি কানেক্ট: ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯, ০১৯৩৩৩০১০১০। ডি-৬০০৪৬৮

✸ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! দিয়াবাড়ি, বসুন্ধরা, মিরপুর, কাকরাইল ও ক্রিসেন্ট রোডে অত্যাধুনিক ফিটিংসে নির্মিত ১১০৫, ১১১৬, ১৫১৭, ১৫৮৭, ২০২৮, ১৯২৭, ১৮৯৮ ও ২৩৩৭ বর্গফুট। মোবা : ০১৭১৩১৭৮৬০২, ০১৭১৩১৭৮৬০৬। টিবু-৬০০৫০৭

✸ পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়ের বাজার হাইস্কুল সংলগ্ন নির্মাণাধীন প্রজেক্টে ১৭২২, ১৫৫৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। মোবা : ০১৭৩২০১৬৭৩৭, ০১৬১১৭৮৯১০৪। ডি-৬০০৪৮৪

পাত্রী চাই

✸ সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী (৬০), বিপত্নীক, ঢাকায় সেটেল্ড ধার্মিক পাত্রের নামাজি পর্দানশীল নির্ঝঞ্ঝাট ধার্মিক (৪৫-৫০) পাত্রী চাই। ০১৯৩৩৮৩৫২৯৮। মিবু-৬০০৬২৫

✸ ইংল্যান্ডের সিটিজেন বাবা ডাক্তার প্রফেসর চার্টার্ড একাউন্টিং ইকোনমিক ও/এ লেভেল এবিএসসি এমএসসি ইংল্যান্ড (৩৩+৫-১০´) অভিজাত এলাকায় ঢাকায় পাত্র আর্জেন্ট। ০১৭৬৮০০৩৬৮২। যাবু-৬০০৬২৯

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৮-৫-১০´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৯৭০-৫০৪৫০৪, ০১৬১৮-৮৭১০৪৬। ডি-৬০০৬৫১

✸ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এমএস পিএইচডিরত প্র্যাডু ইউনির্ভাসিটি আমেরিকা প্রফেসর পিতা-মাতা (৫-১০´´-৩০) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭১২-৭৭৯৬২০। alammoudud@gmail.com। ডি-৬০০৬৫২

✸ সরকারি কর্মকর্তার পুত্র, মেজর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, শিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (৩০-৫-১০´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০০৬৪৯

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, সরকারি কর্মকর্তা মেলবোর্ন, ও লেভেল এ লেভেল, অনার্স মাস্টার্স অস্ট্রেলিয়া (৩৩-৫-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। ডি-৬০০৬৫০

✸ ডাক্তার (৩৬-৫-৮´), এডিশনাল এএসপি (৩৮-৫-১১´), কানাডার ইঞ্জিনিয়ার (৩৪-৫-৭´), আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৫-৮´´) পাত্রদের। নাহার আপা, মহাখালী, ডিওএইচএস # ০১৭২০৮২০৬১৮। ডি-৬০০৬৪৬

✸ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবিএ এমবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ৪০তম বিসিএস ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫-৮´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের # ০১৩৩২৫৬৫৮৭৩। ডি-৬০০৬৪৩

✸ শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের একমাত্র পুত্র ৩৯তম বিসিএস রেলওয়েতে কর্মরত ঢাকা অভিজাত এলাকা বসবাসরত (৩৩-৫-১০´) সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০০৬৪৪

✸ লন্ডনের ডাক্তার (৩৭-৫-১০´) আর্মির ডাক্তার (২৯-৫-৯´) অস্ট্রেলিয়া ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৫-৮´), আমেরিকা ডাক্তার (৩০-৫-১০´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০০৬৪২

✸ এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল, ইউএসএমএলই পার্ট টু কমপ্লিট, ৩৯তম বিসিএস (৩৩-৫-৭´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) দেশের/আমেরিকা পাত্রী চাই। ০১৭৮২৫৫৬৫৯০। যাবু-৬০০৬২৮

✸ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী, ছোট পরিবার গভ. উচ্চপদস্থ পিতার পুত্র চাকরিরত স্কোয়াড্রন লিডার (৩০+৫-৮´´) সুদর্শন পাত্রের উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী। ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। ডি-৬০০৬৬৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০০৬৫৭

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/ জীবন বদলে যাবে"# মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৭-০১৪১৪০। ডি-৬০০৬৫৪

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭। tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০০৬৫৫

✸ আপনি কি মনের মতো পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? বাংলা এবং ইংলিশ মিডিয়ামের দেশি/ প্রবাসী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সব ধরনের পাত্র-পাত্রীর জন্য আসুন লগনে, গুলশান-১। মোবা : ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৬০০৬৩৫

✸ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের ডাক্তার, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, মেজর ও এমবিএ সুন্দরীসহ পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। সোনিয়া আপা-নিজ বাড়িতে অফিস। মোবাইল : ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০০৬৭৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা ভিকারুননেসা স্কুল সংলগ্ন ২০৯৬ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৪, ০১৮৪৪০৫০৯১৫। সি-৬০০৪৩১

✸ তল্লাবাগ, সোবাহানবাগে দক্ষিণমুখী ১৮৫৫ ব.ফু. ও রায়েরবাজার, পশ্চিম ধানমন্ডিতে দক্ষিণমুখী ১৪০০ ব.ফু., ১৩৫০ ব.ফু. ও ১২৫০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৯৬৯৬০৪২০৭, ০১৯৬৯৬০৪২০০। সি-৫৯৭৮৭৪

✸ দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়! মিরপুর ২, ১০-এ আধুনিক জীবন-যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৫১৭-২০৫৮ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬০৪, ০১৭১৩১৭৮৬০১। টিবু-৬০০৫০৮

✸ বসুন্ধরায় ৩০০ ফিট রোড সংলগ্ন লেকের কাছে ১৩৮০-২১০০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ও রেডি ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মো.বু-৬০০৩০৯

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ২৫ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ স্বনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ব্র্যান্ডনিউ সিঙ্গেল ইউনিট ৩৮৪০ বর্গফুট ২ কার পার্কিংসহ তিনটি ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০০২০৮

✸ বসুন্ধরা 'ডি' ব্লকে মসজিদের বিপরীতে বড় রাস্তার ওপর বিক্রেতার মালিকানাধীন একটি ২০৬৫ বর্গফুট উত্তরমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য : ১.৮৮ কোটি। প্রপার্টি কানেক্ট : ০১৯৩৩৩০১০১০, ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯। ডি-৬০০৪৭১

✸ মোহাম্মাদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী রেডি/ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবা : ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১৪। মো.বু-৬০০৩১০

✸ উত্তরা ১৬৭০, সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০, গেন্ডারিয়ায় ৭৮৫, ৯৮৫, কাকরাইলে ১৬৫০ ও ওয়ারীতে ৯৮৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ফোন : ০১৮২৯-৪৩১০৩৯, ০১৭৩৪২০৯৯৯৮। ডি-৬০০৬০৭

✸ শ্যামলী আদাবরে বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটির ২নং রোডে বিক্রেতার মালিকানাধীন ১৪৯৫ বর্গফুটের একটা পূর্বমুখী ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য : ৯৭ লক্ষ। প্রপার্টি কানেক্ট: ০১৯৩৩৩০১০১০, ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯। ডি-৬০০৪৭৩

✸ বসুন্ধরা আ/এ, জি-ব্লকে (সানিডেলের বিপরীত পার্শ্বে) ৮০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন এভিনিউতে ১৬৫৬-১৮৩০ ব.ফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৩২১১৬৬৩২০, ০১৮১৯৫১৮০১৪। সি-৬০০৩২৭

✸ শেখেরটেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুর ১৫০০ বর্গফুটে ৩ বেডের সকল সুযোগ সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০০৬২৩

পাত্র চাই

✸ বিএসসি ইঞ্জি. এমএসসি বুয়েট, সরকারি উচ্চপদে কর্মরত জন্ম-৯৩, উচ্চতা ৫-১১´ অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড পাত্রের পাত্রী। মোবাইল: ০১৭৩৬৮৬২৩১৪।monjur404@gmail.com খিলবু-৬০০৬৫৮

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল এবং ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫-৬´´) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৬১৮-৮৭০৬৮২/ ০১৭৮০-৪১৪৮৯৭। ডি-৬০০৬৫৩

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইন্টার্নিরত শিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (২৪-৫-৩´) ফর্সা সুন্দরী নামাজি পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০০৬৪৭

✸ সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, বিফার্ম এমফার্ম অস্ট্রেলিয়া, মেডিসিন কোম্পানিতে কর্মরত (২৮-৫-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর অস্ট্রেলিয়া/ দেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। মোবাইল : ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০০৬৪৮

প্লট বিক্রয় হবে

রাজউক পূর্বাচল নতুন শহরে ৩, ১০ এবং ২৬নং সেক্টরে ৫/১০ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: ০১৬৭৮০৩৬২৬০, ০১৯১৯০০১৯২৮

প্রথমা প্রকাশন

- কারওয়ান বাজার-০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
- শাহবাগ-০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬
- শেফ'স টেবিল-০১৭৩০ ০০০৬০০
- বাংলাবাজার- ০১৭৩০ ০০০৬৪৮

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন
www.prothoma.com

'লিগ্যাল নোটিশ'

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মোয়াক্কেল নাজিম উদ্দিন, পিতা-মৃত মোঃ শহিদ উল্লাহ, মাতা-নাছরিন জাহান, সাং-ছাবিলপুর (আঃ গফুর মুন্সিবাড়ী), পোঃ শ্যামগঞ্জ, থানা ও জেলা-লক্ষ্মীপুর, বর্তমান সাং-১৫৯১ দক্ষিণ দনিয়া, পাটেরবাগ, পোঃ দনিয়া-১২৩৬, থানা-কদমতলী, জেলা-ঢাকা। নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ইহার মালিক আমিনুল হক, পিতা-রুহুল আমিন, মাতা-তাহেরা বেগম, সাং-৪১/২৩/এইচ জিগাতলা, পোঃ জিগাতলা, থানা-ধানমন্ডি, জেলা-ঢাকা এর সহিত এক বায়নানামা দলিল সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত বায়নাকৃত নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিয়া কাহারো কোনো ওজর আপত্তি বা কোনো দাবিদাওয়া থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদিসহ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। তৎপরবর্তীতে কোনো ওজর আপত্তি আগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

জিলা-ঢাকা, থানা-হাজারীবাগ, মৌজা-শিবপুরস্থিত, সি.এস খতিয়ান নং-৬২, এস.এ খতিয়ান নং-৫৫৪, আর.এস খতিয়ান নং-৬৬১, ঢাকা সিটি জরিপ খতিয়ান নং-৩০৯। সি.এস দাগ নং-৪১৬, এস.এ দাগ নং-৮৭৬, আর.এস দাগ নং-৩৯৮৭, ৩৯৯২, ৩৯৮৩, ৩৯৮৬, ৩৯৮৪, ৩৯৮৫, ৩৯৮৮, ৩৯৮৯, ৩৯৯০ ও ৩৯৯১ সিটি জরিপে দাগ নং-২৮৮৮ সম্পত্তির পরিমাণ ৬৬০ (ছয়শত ষাট) অযুতাংশ বা ০৪ (চার) কাঠা ভূমি তদস্থিত ০৫ (পাঁচ) তলা পাকা ইমারত এর কাতে ৩৩০ (তিনশত ত্রিশ) অযুতাংশ বা ০২ (দুই) কাঠা ভূমি এবং তদস্থিত ০৫ (পাঁচ) তলা পাকা ইমারতের অর্ধেকাংশ এবং উহার সকল সুযোগ-সুবিধাদি যাহার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং নং-৪১/২৩/এইচ জিগাতলা, নতুন রাস্তা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

ধন্যবাদান্তে

(মোঃ ইউসুফ হারুন)
এডভোকেট
জজ কোর্ট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১২০৩৯৬১২, ০১৬৭৭৫৩৫৩০৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ বনানী ডি-ব্লকে মনোরম পরিবেশে পার্ক সংলগ্ন ২৯৮৯ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৫, ০১৮৪৪০৫০৯১৪। সি-৬০০৪৩২

✸ বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২০০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবাইল : ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মো.বু-৬০০৩১২

✸ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং-এ চমৎকার লোকেশনে নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে, ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১৩০০, ১৩৬০, ১৫৮০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৪, ০১৭৬২৬৮৫১২৩। সি-৬০০৩৮৯

✸ উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদবাগান এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদী। ০১৮১৯৮১৫৯৩৭, ০১৩২৯৭১৩৬৭৯। ডি-৬০০৪২২

✸ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০০৫৫৭

✸ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। ডি-৬০০৬৬০

✸ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৬তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। ডি-৬০০৬৬২

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০০৬৬১

✸ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে সুনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০০৬৬৩

✸ আসাদ এভিনিউ ব্র্যান্ডনিউ ২০৫০ ব.ফু. সিঙ্গেল ইউনিট এবং লালমাটিয়া ব্লক-জি ২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ৪ বেড ২ পার্কিংসহ ও ডি-ব্লকে ১৪৯৫ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৬০০৬৬৪

জমি বিক্রয়

✸ জমির শেয়ার: বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কে-ব্লকে ৫৫ লক্ষ টাকায় ৮ কাঠা জমিতে ১৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের ২টি শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০০৬২১

✸ জমির শেয়ার : রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২এ ৩০০ ফিটের সাথে এবং লেকের পাশে ১০ কাঠা জমিতে ২২২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০০৬১৯

✸ জমির শেয়ার : উত্তরায় ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে যৌথভাবে জমির শেয়ার ক্রয় করে ১২৩৫/২৪৭০ স্কয়ার ফুট ফ্ল্যাটের মালিক হোন। মোবাইল : ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪। ডি-৬০০৬৬৯

✸ আসাদ এভিনিউ মেইন রোডে উত্তরমুখী ৩ কাঠা জমিসহ ৩ তলা ভবন ও বসিলা আরশীনগর ৩ কাঠা উত্তর-পূর্ব কর্ণারে ১২/১২ রাস্তায় জমি বিক্রয়। ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০০৬৬৬

✸ ঢাকা তেজগাঁও ৫ কাঠা ও কুমিল্লা দাউদকান্দি হাইওয়ে মেইন রোডের সাথে ফ্যাক্টরীর জন্য নিচু জমি ৭৫০ শতক জমি বিক্রি করিব। ০১৭৯৫৬৯৭০২৬। ডি-৬০০৬৫৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে মালিবাগ বাগানবাড়ী, খিলগাঁও, মোহাম্মদপুর, বসুন্ধরা ও ধানমন্ডিতে ৩/৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫৫১১০২৬, ০১৭৫৫৫১১০১৭। ডি-৬০০৫৫৪

✸ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বর্গফুটে ৩ বেড লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০০৬২৪

✸ উত্তরা-৪নং সেক্টরে-১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ বফু নির্মাণাধীন ও উত্তরা-৩নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ বফু কমার্শিয়াল স্পেস। মোবা: ০১৭৩০০৮৮০০৩, ০১৭৩০০৮৮০০৪। এসবি-৬০০৬৪০

✸ গুলশান-০১ ও নর্থ বনানীতে ২০০০ এবং বসুন্ধরা সি ব্লকে ২৬০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ তিনটি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১-১০৫১৫৫। মহাবু-৬০০৬১৪

✸ বেইলী রোডে ৩০০০ বর্গফুটের লাক্সারিয়াস রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৬৮২-৮৩৮০৩৩। মহাবু-৬০০৬১৩

✸ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ বফু, মিরপুর ভাসানটেকে ১২০ ফুট মেইন রোডে ৩৬০৯ বফু রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৪, ০১৭৩০০৮৮০০৫। এসবি-৬০০৬৪১

✸ গুলশান, বনানী, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে বিভিন্ন সাইজের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। এক্সেল প্রপার্টি বিডি, ০১৭১২৯৪৯৬৯০। মহাবু-৬০০৬১০

✸ ধানমন্ডি ১২/এ রোডে আবাহানী মাঠের দক্ষিণ পাশে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে মাঠমুখী ৩৪০০ বফু ৮ম তলায় ১টি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০-৭৭০০০৬। ডি-৬০০৬৩১

✸ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বফু রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০০৬১১

✸ মোহাম্মদপুর শাহজালাল হাউজিং-এ ১৪৩৫ ও ১৫২০ বফু ফ্ল্যাট ও বাঁশবাড়ী রোডে ১৫১৩ বফু প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০-৭৭০০০৫। ডি-৬০০৬৩৩

✸ এফবিএল কর্তৃক নির্মিত সাভার, মধ্যবাড্ডা, খিলগাঁও-এ কর্নার প্লটে ১১৮৫-১৩৭৫ বর্গফুটের রেডি/ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৮৪১৬৯৬৯০৪, ০১৮৪১৬৯৬৯০৯। যাবু-৬০০৬৩০

ভাড়া হবে

✸ **অফিস:** ৪ রুম, ২ বাথ, ডাইনিং, বড় খোলা বারান্দা, ১৪০০ ব.ফু. অফিস ভাড়া। নীচের তলা, গাবতলী মাজার রোড, মিরপুর। মোবাইল : ০১৯৭৩১৬০০৩০, ০১৯১৫১৬৪৯১০। সি-৬০০১০০

✸ **ভাড়া হবে:** ফ্যাক্টরি শেড/গোডাউন, সাভার হেমায়েতপুর ৭৫০০ বর্গফুট আধুনিক সুবিধাসহ শেড তিনদিকে প্রশস্ত রাস্তা সার্বক্ষণিক আনসার দ্বারা সুরক্ষিত। মোবাইল: ০১৭৯৯৬৬৯৪৪৭। যাবু-৬০০৪৮৭

✸ **ওয়ার হাউজ :** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন : ০১৭১১-৫২০১৭৪। ডি-৬০০৬৩৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ঢাকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকশেন ইকবাল রোড, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বসুন্ধরা, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে স্বনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০৭৬৪৭৩০, ০১৭৩০৩৫৬৬৬৪। সি-৬০০১০২

✸ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইন রোড ও মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায় রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭২৩৮৭৮১০১। ডি-৬০০৬২২

✸ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় রামপুরা মেইন রোডের সন্নিকটে পশ্চিম হাজীপাড়ায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংসহ ১২৫৫-১২৭৫ বর্গফুট। মোবাইল : ০১৭০৩-৪৬২৭২৮, ০১৭০৩-৪৬২৮১২। ডি-৬০০৬৩২

✸ বসুন্ধরা সি-ব্লক মেইন রোড সংলগ্ন কর্ণার প্লটে উন্নত মানের বিদেশি ফিটিংসসহ ৩ বেডের ১৮৫০ বফু রেডি ফ্ল্যাট। প্রিমিয়ার হাউজিং # ০১৭৩০৩১২৫৭৮, ০১৭৩০৩১২৫৭৭। ডি-৬০০৬১৬

✸ গুলশান-১ মডার্ণ ফেসিলিটিসহ ২০৩০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। এক দাম ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ। মোবা : ০১৬০০-৩০০৪৪৬। ডি-৬০০৬৩৬

✸ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০০৬১৭

প্লট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা আই ব্লকে ওয়ালটন হেড অফিসের সন্নিকটে দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট এবং পূর্বাচল ২৬নং সেক্টরে দক্ষিণমুখী ১০ কাঠা ও ৭নং সেক্টরে দক্ষিণমুখী ১০ কাঠার প্লট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৭১১২৩৪১১, ০১৭৭৫৫১৯৯৭৯। মহাবু-৬০০৬১২

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৫নং সেক্টরে ১০, ২৫ ও ৩ কাঠা, বসুন্ধরা আবাসিকে জি-ব্লকে ১২ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। ০১৭১২৭৭৮৭৩২। যাবু-৬০০৬২৬

✸ পূর্বাচল ৩০০´ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথেই রিহ্যাব/রাজউক নিবন্ধকৃত বালিভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪২৯৯৯৭। ডি-৬০০৬৩৪

বিবিধ বিক্রয়

✸ অফিস স্পেস: বসুন্ধরা ও মতিঝিল-এ বিডিডিএল এর ২৩০০-২৩০০০ ব.ফু. রেডি অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবা : ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০১৯। ডি-৬০০৫৫৫

✸ দোকান ও শোরুম : উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে, টঙ্গীর বাণিজ্যিক এলাকায় সম্পূর্ণ এসি মার্কেটে সাফ কবলায় মালিকানাসহ দোকান ও শোরুম। এখানে রয়েছে একাধিক লিফট, আধুনিক এস্কেলেটর এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। # ০১৩২৯৭১৩৬৭৯, ০১৮১৯৮১৫৯৩৭। ডি-৬০০৪২৫

✸ কমার্শিয়াল বিল্ডিং : ধানমন্ডি কলাবাগান মিরপুর রোডে ৭ কাঠা জমির উপর ৯তলা কমার্শিয়াল বিল্ডিং বিক্রয়। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ : ০১৭১৩৯০৯০৪৮। ডি-৬০০৬২০

✸ বাড়ি : বাড্ডা আলাতুননেসা স্কুল এর পাশে রাজউক অনুমোদিত কর্নার প্লটে ৫তলা ভবন গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির সংযোগসহ বাড়ি বিক্রয় হবে। ০১৭৯৪৬৪৫২৩০। যাবু-৬০০৬২৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-১নং সেক্টরে-২০৩৭ ও উত্তরা-১০নং সেক্টরে-১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ বফু নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০১, ০১৭৩০০৮৮০০২। এসবি-৬০০৬৩৮

✸ সিদ্ধেশ্বরীতে-১৪৫৫ বফু নির্মাণাধীন ১২৯৫-২৪১৪ বফু কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ বফু ও মগবাজার হাতিরঝিলমুখী ১২৮৭ বফু ফ্ল্যাট। ০১৭৩০০৮৮০০২, ০১৭৩০০৮৮০০৩। এসবি-৬০০৬৩৯

✸ গুলশান নর্থে ৪৩০০ ও ৪১৮২ বফু, বনানী নর্থে ১৮৭৫ বফু এবং পশ্চিম ধানমন্ডি রায়েরবাজারে ১৯৮৫ বফু আয়তনের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০০৬১৮

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৩। টিবু-৬০০৩১৭

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৩০০ ফিট রোডের সন্নিকটে ৬ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫০৩৩৩৩৩৩, ০১৭৫০৮৮৮৮৮৮। ডি-৬০০৬১৫

✸ উত্তরা ১৩নং সেক্টরে ৫ কাঠা পূর্বাচল ১৫নং সেক্টরে ৫ কাঠা এবং বসুন্ধরা এন-ব্লকে ৮৪০০ সিরিয়ালে ৪ কাঠা দক্ষিণমুখী উক্ত প্লটগুলি জরুরি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৮৯৯৯১১১। ডি-৬০০৩৯২

✸ পূর্বাচল ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) সংলগ্ন-প্রকল্প, এককালীনে কাঠা ৩.৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের নিশ্চয়তা। ০১৮৯৪৮০১৯৩৬। টিবু-৬০০৪৬৯

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন প্লট বিক্রয়! বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এককালীনে ৩০% মূল্য ছাড়! ০১৩২৯৬৯৩০৫০। টিবু-৬০০৪৭২

✸ বারিধারা বসুন্ধরায় এফ-ব্লকে ৬ কাঠা ১০০ ফিট ও ২৫ ফিটের কর্ণার এবং এন-ব্লকে ১০ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। ০১৭৪২২৫৫৫৫৯/০১৭৩১০১২২২৭। ডি-৬০০৬৫৬

পড়াব

✸ উভয় ভার্সন/ মিডিয়াম 'গণিত'/ উচ্চতর দ্বাদশ/ ১০ম/ ষষ্ঠ, কলেজ শিক্ষক (গণিত), বোর্ড পরীক্ষক-কে, সি রায়। ০১৭১৬-৬১৩৬৩০। মো.বু-৬০০৬৭২

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ৪১তম বিসিএস পিডব্লিউডিতে কর্মরত বিএসসি বুয়েট এমএসসি রানিং (২৮-৫-৪´) ঢাকা বসবাসরত সুশ্রী পাত্রী। মোবা : ০১৩২৪২৪৭৩১৭। ডি-৬০০৬৭৭

প্লট বিক্রয়

বসুন্ধরা অভিজাত এলাকায় দক্ষিণমূখী ও উভয় দিকে ৩০ ফিট রাস্তা সম্মিলিত চমৎকার লোকেশনে ২০ কাঠার সম্পূর্ণ রেডি প্লট জরুরী বিক্রয় হবে।

01322-840054

ফ্ল্যাট বিক্রয়

গুলশান-২ পার্কের কাছে সকল আধুনিক সুবিধাসহ ৩৩০০ ও ৪৫০০ বর্গফুটের লাক্সারী ২ টি রেডি ফ্ল্যাট জরুরী বিক্রয় হবে।

01322-840054

Government of the Peoples' Republic of Bangladesh
Office of the Inspector General
Bangladesh Police
Police Headquarters, Dhaka.

Invitation for International Tender

Memo No-44.01.0000.058.07.013.24/1077 — Date: 03/10/2024.

Sealed tenders are hereby invited from the Manufacturers/suppliers in their official pad for supply of following items as required by Bangladesh Police in FY 2024-2025.

1.	Ministry/Division	Ministry of Home Affairs.
2.	Agency	Bangladesh Police.
3.	Procuring Entity Name	AIG (Arms & Ammunition), Bangladesh Police.
4.	Invitation for	To Purchase (i) Anti-Riot Helmet For Bangladesh Police
5.	Invitation Ref. No.	44.01.0000.058.07.013.24/01(2024-2025)
6.	Date	03/10/2024
Key Information		
7.	Procurement Method	One Stage Two Envelope (International Tender)
Funding Information		
8.	Budget and source of funds	Revenue Budget (GOB)
Particular Information		
9.	Tender Publication date	04 October 2024
10.	Tender last selling date	13 November 2024
11.	Tender closing date and time	14 November 2024 at 12.00 hrs
12.	Tender opening date and time (Technical offer only)	14 November 2024 at 12.30 hrs
Name & address of the office		
13.	Name & address of the office	Bangladesh Police, Police Headquarters, 6 Phoenix Road, Fulbaria, Dhaka.
	Selling tender document	AIG (Arms & Ammunition), Bangladesh Police, Police Headquarters, Dhaka.
	Receiving tender document	AIG (Arms & Ammunition), Bangladesh Police, Police Headquarters, Dhaka.
	Opening tender document	NCCOM Building (Conference Room 2nd Floor), Bangladesh Police, Police Headquarters, Dhaka.
14.	Place/date/time of pre-tender meeting (optional)	10 October 2024, at 11.00 hrs. NCCOM Building (Conference Room 2nd Floor), Bangladesh Police, Police Headquarters, Dhaka.
INFORMATION FOR TENDERER		
15.	Eligibility of Tenderer	1) Up to date Export license 2) Written confirmation authorizing the signatory of the tender in accordance with the Memorandum of Association and Articles of Association of the Principal 3) Provide the legal and financial capacity of the tenderer with affidavit 4) Original full Brochure of products of the Principal 5) Other requirements are described in the standard tender document (PG 5A).
16.	**Brief description of goods.**	

Sl. No.	*Description of Good*	*Quantity*	*Price of tender document (Non-refundable)*	*Tender security in (USD)*	*Completion time (Date of Opening of L/C)*
1.	**Anti-Riot Helmet**	**20,000 Pcs**	**5,000/-**	**22,000.00 USD**	**120 days**

Procuring Entity Details		
17.	Name of official inviting tender	**Md. Moniruzzaman, BPM-Sheba**
18.	Designation of the official inviting tender	Assistant Inspector General (Arms & Ammunition)
19.	Address of official inviting tender	Assistant Inspector General (Arms & Ammunition), Room No-315 (2nd Floor) 6 Phoenix Road, Police Headquarters, Dhaka.
20.	Contact details of official inviting the tender	Phone: 02-47120270, Fax: 02-55101641, E-mail: aiga_a@police.gov.bd & aigarmsbd@gmail.com
21.	**The tenderers shall submit their Technical and Financial offer in separate sealed envelope. Furthermore both envelopes shall be covered by an outer envelope which is sealed.**	
Special instructions		
22.	a) No tender will be received after the deadline of submission time & date.	
	b) The procuring entity reserves the right to reject all tenders or annul the tender process without assigning any reason.	
	c) The Procuring entity also reserves the right to omit, increase and/or decrease the quantity of any item(s) of the tender.	
	d) If not possible to receive/open the tender on the scheduled date for any unavoidable circumstance, the same will be received/opened on the next working date at the same time & same venue.	
	e) Evaluation will be on item by item basis.	
	f) Date of financial offer opening will be duly informed to the Technically Responsive Tenderers and their local agents.	
	g) The Tenderer must comply with all requirements as per the tender data sheet provided with the tender schedule.	
	h) The Tender Security shall be in the form of an irrevocable bank guarantee issued by an internationally reputable bank and shall require to be endorsed by its any correspondent bank located in Bangladesh.	
	i) The Procurement will be performed according to the Public Procurement Act-2006 and Public Procurement Regulation 2008.	

03.10.2024

(Md. Moniruzzaman, BPM-Sheba)
BP-7806119738
Assistant Inspector General (Arms & Ammunition)
For Inspector General, Bangladesh Police
Police Headquarters, Dhaka.
Phone: 02-47120270, Fax: 02-55101641
E-mail: aiga_a@police.gov.bd & aigarmsbd@gmail.com

বাড়ি ফিরলেন গোবিন্দ

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গতকাল বাড়ি ফিরেছেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ। প্রতিনিধি, মুম্বাই

টুকরো খবর

ছায়ানটের শরতের অনুষ্ঠান আজ

‘শরতের স্নিগ্ধতা মুছে দিক মলিনতা’ শিরোনামে শরৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট। আজ শনিবার সকাল সাতটায় ছায়ানট মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান শুরু হবে। বরাবরের মতোই এ অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত। একই সঙ্গে অনুষ্ঠানটি ছায়ানটের ফেসবুক পেজে (facebook.com/chhayanaut1961) সরাসরি দেখা যাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

ফজলুল স্মৃতি পুরস্কার

প্রথিতযশা চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র *প্রেসিডেন্ট*-এর নির্মাতা ফজলুল হক স্মরণে এবারও স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। চলচ্চিত্র পরিচালনায় এ বছর পুরস্কার পাচ্ছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম আর চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আলাউদ্দিন মজিদ। ২৬ অক্টোবর ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার হিসেবে আছে অর্থমূল্য, সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট। ফজলুল হক স্মরণে ২০০৪ থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্মাতা ফজলুল হক। ছবি : চ্যানেল আই

বড়দিনে ‘আলফা’

আগামী বছর বড়দিন উপলক্ষে মুক্তি পাবে *আলফা*। যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের নারীপ্রধান চরিত্রের প্রথম সিনেমা এটি। ছবির মূল দুই নারী চরিত্রে দেখা যাবে আলিয়া ভাট ও শর্বরী বাগকে। ছবির পরিচালক শিব রাওয়েল। গতকাল **নির্মাতারা ছবির প্রথম পোস্টার প্রকাশের পাশাপাশি মুক্তির দিন ঘোষণা করেছেন। প্রতিনিধি,** *মুম্বাই*

আলিয়া ভাট। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

মিনহোর প্রথম একক কনসার্ট

সংগীতে দেড় দশকের ক্যারিয়ারে প্রথমবার একক কনসার্টে গাইছেন কে-পপ ব্যান্ড শাইনির গায়ক ও অভিনেতা মিনহো। আগামী ২০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর সিউলে ‘২০২৪ মিনহো কনসার্ট’-এ গাইবেন তিনি। এ বছরের শুরুতে নতুন একক গান ‘স্টে ফর আ নাইট’ প্রকাশ করেছেন মিনহো। **বিনোদন ডেস্ক**

মিনহো। ছবি : এসএম এন্টারটেইনমেন্ট

থ্রিলার লিখছেন

থ্রিলার উপন্যাস লিখছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী রিজ উইদারস্পুন। জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক হারলান কোবেনের সঙ্গে বই লেখার কথা ইনস্টাগ্রামে নিজেই জানিয়েছেন তিনি। নিজের ইনস্টাগ্রামে হারলান কোবেনের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন রিজ। তিনি লেখেন, ‘দারুণ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, নম্বর ওয়ান বেস্টসেলিং লেখক হারলান কোবেনের সঙ্গে যৌথভাবে আমার প্রথম থ্রিলার লিখছি। আমি হারলানের কাজের বড় ভক্ত। তিনি আমার সঙ্গে যৌথভাবে উপন্যাস লিখতে রাজি হয়েছেন, এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না।’ ২০২৫ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে।
বিনোদন ডেস্ক

রিজ উইদারস্পুন। ছবি : রয়টার্স

ছুটির দিনে বিনোদন অঙ্গন

নাচে, গানে সম্প্রীতির আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসবে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি : আশরাফুল আলম

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আশ্বিনের সকালে কথা, কবিতা ও গানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। সত্য, সুন্দরের প্রত্যাশা নিয়ে শিল্পীরা গেয়েছেন সম্প্রীতির গান। নৃত্যশিল্পীদের নাচে ছিল প্রীতিবন্ধনে মিলনের বার্তা।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় উৎসবের আয়োজন করে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। সকাল সাড়ে সাতটায় যন্ত্রসংগীতশিল্পী মো. ইউসুফ খানের সরোদবাদনে শুরু হয় উৎসব। ততক্ষণে বকুলতলায় এসে হাজির হয়েছে একদল শিশু-কিশোর। তাদের পোশাকেও ছিল শরতের রং।

সুরবিহারের শিল্পীরা শোনান ‘ওগো শেফালি বনের মনের কামনা...’। সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা ‘দেখো দেখো, দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়’ গানটি গেয়ে শোনান। ‘এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায়...’ নজরুলগীতিও গেয়ে শোনান তাঁরা। সীমান্ত খেলাঘর আসরের শিশুরা পরিবেশন করে রবীন্দ্রসংগীত ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়’ গানটি। এ ছাড়া বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, নির্ঝরিণী একাডেমি ও শিল্পবৃত্তের শিশুরা গান ও কবিতা শোনায় দর্শক-শ্রোতাদের।

উৎসবের এক পর্যায়ে শিল্পীরা সমবেতভাবে গেয়ে শোনান চিরপরিচিত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানটি। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী, প্রিয়াংকা গোপ, অণিমা রায়, তানভীর আলম সজীব, বিমান চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। রফিকুল ইসলামের কণ্ঠে শোনা যায় জীবনানন্দ দাশের কবিতা ‘এখানে আকাশ নীল’।

শরৎ উৎসবে ‘শরৎকখন’ পর্বে অংশ নেন চারুশিল্পী সুশান্ত অধিকারী, বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান, সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি নিগার চৌধুরী। উৎসবের ঘোষণা পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি বলেন, ‘চিরন্তন শারদীয় উৎসবে এবার মিশে আছে বেদনার সুর। আমরা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি নবপ্রভাতের স্বপ্নবহ গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহীদদের। বৈষম্যহীন মুক্ত স্বাধীন সম্প্রীতির সমাজের স্বপ্নবহ আন্দোলন জীবনে নানাভাবে পল্লবিত হোক।’ উৎসবে সম্প্রীতির আহ্বান জানান তিনি।

পদ্মহেম ধামের সাধুসঙ্গে গাইছেন গুরু পিয়া। ছবি : প্রথম আলো

মিনারের একক পরিবেশনা

বাইরে ছিল ঝুম বৃষ্টি। এমন পরিবেশে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ইয়ামাহা ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে গতকাল শ্রোতাদের গান শোনান সংগীতশিল্পী মিনার রহমান। ‘ইয়ামাহা ওয়ান টু সাউন্ড উইদ মিনার’ শিরোনামের কনসার্টটি শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। ‘তা জানি না না’ গান দিয়ে শুরু করেন শিল্পী। দ্বিতীয় গান ছিল ‘দেয়ালে দেয়ালে’। রাত ৯টা পর্যন্ত চলা কনসার্টে মিনার একে একে শুনিয়েছেন ‘ঝুম’, ‘কারণে অকারণে’, ‘ভুল শহরে’, ‘আহা রে’, ‘ঘুম ভাঙা’-সহ জনপ্রিয় সব গান।

এদিন মিনার আইয়ুব বাচ্চুকে স্মরণ করে শোনান ‘আমার বাংলাদেশ’ গানটি। শুনিয়েছেন জর্জ হ্যারিসনের ‘বাংলাদেশ’ গানটিও। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এদিন কনসার্টে হাজির হয়েছিলেন শ্রোতারা। তাঁরা গান শুনেছেন, কখনো শিল্পীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন, যার বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ। আয়োজকেরা জানান, তরুণদের জন্যই তাদের এই আয়োজন।

ইয়ামাহা ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে গান শোনান মিনার রহমান। ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

ইছামতীর তীরে লালনগীতির আসর

‘সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ। যার যা ধর্ম, সেই সে করে তোমার বলা অকারণ’, দিয়ে শুরু হয় আসর। এরপর একে একে পরিবেশিত হয় ‘সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সবি দেখি তা না না না, ‘জাত গেল জাত গেল বলে, একি আজব কারখানা’সহ পরিবেশিত হয় লালন সাঁইজির গান। ইছামতীর তীরে এই আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সাধুরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এসব পরিবেশনা। গতকাল এভাবেই গানে গানে জমে উঠেছিল পদ্মহেম ধামের সাধুসঙ্গ।

ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত পদ্মহেম ধাম। মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের দোসরপাড়ায় ধামটির অবস্থান। প্রতিবছর এখানে সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। নদীর ধারে খোলা মাঠে লালন বাণী শুনতে দেশের নানা প্রান্তের লালনভক্তরা হাজির হন এখানে।

লালনগীতি পরিবেশন করেন পাগল বাবলু, বাউলশিল্পী আবদুল লতিফ, এলিজা পুতুল, সমীর বাউল, সুকুমার ঘোষ, বংশীবাদক বজলু শাহ। সাধুসঙ্গ উপলক্ষে এদিন নদীর ধারে খোলা মাঠে বসে গ্রামীণ মেলা।

গতকাল বিকেল চারটার দিকে এবারের আয়োজন উদ্বোধন করেন মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাত। আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন পদ্মহেম ধামের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি কবির হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব) ফেরদৌস ওয়াহিদ, সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাব্বির আহমেদ।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন **প্রতিনিধি,** *মুন্সিগঞ্জ*]

ক্যারিয়ারের ইতি টানছেন না হুন-আহ

বিনোদন ডেস্ক

প্রায় ছয় দশকের ক্যারিয়ারে ইতি টানছেন দক্ষিণ কোরীয় সংগীতশিল্পী না হুন-আহ। তাঁকে কোরিয়ার জনপ্রিয় সংগীত ‘ট্রট’ ধারার কিংবদন্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দ্য কোরিয়া টাইমস লিখেছে, আগামী ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি সিউলের অলিম্পিক জিমন্যাস্টিক অ্যারেনায় ‘২০২৪ না হুন-আহ : থ্যাংক ইউ লাস্ট কনসার্ট’-এ শেষবারের মতো মঞ্চে উঠবেন এই শিল্পী।

গত ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ গান ছাড়ার ঘোষণা দেন ৭৭ বছর বয়সী এই সংগীতশিল্পী। তবে কবে ছাড়বেন, তা তখন জানাননি। শেষবারের মতো ‘থ্যাংক ইউ’ কনসার্টে কোরিয়া ঘুরছেন তিনি। কনসার্টটি জানুয়ারিতে সিউলে এসে শেষ হবে।

গতকাল এক বিবৃতিতে না হুন-আহ বলেন, ‘শেষ কনসার্টটি কেমন হবে, তা বুঝতে পারছি না। তবে বরাবরের মতোই অসাধারণ পরিবেশনার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। আমি আনন্দ নিয়ে আমার বিদায়ের গানটি গাইব। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’

সিউলে শেষ কনসার্টের আগে থ্যাংক ইউ কনসার্ট নিয়ে দেশটির জিনজু, গুয়াংজু, বুসানসহ বেশ কয়েকটি শহরে গাওয়ার কথা রয়েছে না হুন-আহর।

সুরেলা কণ্ঠ ও অনন্য ব্যক্তিত্বে জন্য কোরিয়ায় ‘ট্রটের সম্রাট’ হিসেবে পরিচিত না হুন-আহ। সত্তরের দশকের কোরিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীদের একজন তিনি।

১৯৬৬ সালে ‘আ থাউজেন্ড মাইলস অব ওয়ে’ দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন না হুন-আহ। পরে ‘লাভ’, ‘হোয়াই আর ইউ ক্রাইয়িং’-এর মতো গানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

দক্ষিণ কোরীয় সংগীতশিল্পী না হুন-আহ। ছবি : ইয়েরাহ অ্যান্ড ইয়েসরি

‘সাদা, কালো নয়, ধূসরে আছি’

বলিউড

অভিনয়ে ২৫ বছর পার করে ফেলেছেন **নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী**। এ উপলক্ষে সম্প্রতি *প্রথম আলো*র মুম্বাই প্রতিনিধি **দেবারতি ভট্টাচার্য**র মুখোমুখি হয়েছিলেন এই বলিউড অভিনেতা।

‘অভিনয়জীবন নিয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট। একজন অভিনেতার উচিত, সব ধরনের ঘরানার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলা। যে ধরনের ছবিতে কাজ করতে চেয়েছি, সুযোগ পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন পরিচালকেরা।’ ক্যারিয়ারের ২৫ বছর পূর্তির অনুভূতি জানতে চাইলে এভাবেই বললেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। জিফাইভের *রাউতু কা রাজ* ছবিতে তাঁকে সর্বশেষ দেখা গেছে। এ ছবিতে এক পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। **২৫ বছরে নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে তাঁকে দেখা গেছে। তবে তাঁর অভিনীত ছবির প্রদর্শনীর সংখ্যা আর সময় নিয়ে আক্ষেপও আছে। অভিনেতার ভাষ্যে, ‘আমাদের মতো অভিনেতাদের ছবি অত্যন্ত কম হল পায়। মাত্র দুটি শো পায়। তা-ও একটা সকাল, একটা রাতে। সেখানে তথাকথিত তারকাদের দখলে থাকে সিংহভাগ স্ক্রিন। আমার *আফওয়া*, *জোগিরা সারা রা রার* ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। এর চেয়ে ছবিগুলো ওটিটিতে মুক্তি পেলে ভালো হতো।’**

আমির খানের *সরফারোশ* ছবিতে ছোট একটা চরিত্র দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করেছিলেন নওয়াজুদ্দিন। এখন কেমন ধরনের চরিত্র তাঁকে বেশি টানে? ‘সবার আগে নিজের চরিত্রটা দেখি। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পর্দায় আসতে চাই। সেই মানুষটা হবে সাদা-কালো মিশিয়ে, অর্থাৎ ধূসর। কখনোই নিজেকে তথাকথিত নায়ক হিসেবে মেলে ধরতে চাই না। আমাকে এমন চরিত্র বেশি টানে, যার দোষ-গুণ দুই-ই আছে।’

নওয়াজকে ইদানীং বড় পর্দার চেয়ে ওটিটিতে দেখা যাচ্ছে বেশি। বড় পর্দা প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘বড় পর্দার একটা জাদু আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি তো মঞ্চের মানুষ, তাই আমার কাছে মাধ্যম গুরুত্ব পায় না। আমি একজন অভিনেতা, তাই ভালো অভিনয় করতে পারলেই খুশি।’

কথায়-কথায় নওয়াজুদ্দিন জানান, মেয়ে শোরা তাঁর অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘শোরা আমার ছবি খুব কম দেখে। কোনো ছবি যদিওবা দেখে, হাজারটা ভুল খুঁজে বের করে। নির্দয়ভাবে আমার সমালোচনা করে। আমি শোরার বয়সী, মানে ১৪-২০ বয়সীদের সমালোচনা খোলামনে গ্রহণ করি। কারণ, ওদের ওপর কারও প্রভাব থাকে না। তাদের সমালোচনা খুব খাঁটি হয়। আমাদের ওপর অন্যের প্রভাব থাকে।’ নওয়াজ একবার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শোরা তার বাবার পথ অনুসরণ **করতে চায়।** এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই অভিনেতা **জানান, শোরা অভিনয়ে আসতে চায়। নওয়াজ বলেন, ‘আমি কখনো ওকে অভিনয়ে আসার কথা বলিনি, ওর ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি হবে। তবে ও কখনো আমার কাছে কোনো পরামর্শ চাইলে, আমি নিশ্চয় দেব।’**

আড্ডার শেষে উঠে আসে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *নো ল্যান্ডস ম্যান* ছবির প্রসঙ্গ। এ ছবির প্রসঙ্গে নওয়াজ বলেন, ‘দুর্দান্ত ছবি। সিনেমাটির শেষ পর্যায়ের সম্পাদনার কাজ চলছে। মুম্বাইয়ে একটি প্রদর্শনী করার ইচ্ছা আছে।’

নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। ছবি : এএনআই

শিল্পকলা একাডেমি আইন সংস্কারের উদ্যোগ

বিনোদন ডেস্ক

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শিল্পকলা একাডেমি জানিয়েছে, শিল্পকলা একাডেমি আইন ও প্রবিধানমালার দুর্বলতার কারণে প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা বিবেচনায় নিয়ে আইন সংস্কারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রবিধানমালা সংশোধনে কমিটি গঠিত হয়েছে বলেও জানিয়েছে শিল্পকলা একাডেমি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দেশের শিল্পকলা চর্চা ও গবেষণার একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা শিল্পকলা আইন ও প্রবিধানমালা দ্বারা পরিচালিত হয়।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্বে এসেছেন নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ জামিল আহমেদ। দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ সংস্কারের পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ পুনর্গঠন, একাডেমির কাজ ও ক্ষমতার গঠনমূলক সংশোধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পী ও শিল্প সমালোচক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এরই মধ্যে মতবিনিময় ও আলোচনা সভাও করেছে শিল্পকলা একাডেমি।

এরই মধ্যে মহাপরিচালক ঘোষণা দিয়েছেন, বিগত দিনগুলোয় যেভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, তার বিষয়ে আইন ও বিধি অনুসরণ করে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে। সেই লক্ষ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিকট বিশেষ অডিট সম্পন্ন করার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। সার্বিক তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

শিল্পকলা একাডেমি জানিয়েছে, প্রশাসনিক নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ইনভেন্টরির মাধ্যমে কয়েকজন কর্মকর্তার কক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনসংক্রান্ত যে অর্থ পাওয়া গেছে, তা একাডেমি ফান্ডে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনো অসংগতি আছে কি না, তা অভ্যন্তরীণ রিভিউ কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। যেকোনো অনিয়ম-দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আইন ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিল্পকলা একাডেমি। ছবি : প্রথম আলো

দুরন্ত টিভির ৭ বছর

বিনোদন ডেস্ক

সাত পেরিয়ে আট বছরে পা দিচ্ছে দুরন্ত টিভি। শিশুদের জন্য বিনোদননির্ভর অনুষ্ঠান নিয়ে চ্যানেলটি যাত্রা শুরু করে ২০১৭ সালের ৫ অক্টোবর। প্রতি তিন মাসে একটি মৌসুম ধরে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে চ্যানেলটি। সাত বছরে ২৮টি মৌসুম পেরিয়ে এখন ২৯তম মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে চ্যানেলটি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুরন্ত টিভির অনুষ্ঠান এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা শিশুদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি দেশাত্মবোধ, মুক্তিযুদ্ধ ও নিজস্ব সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। পাপেট শো, লাইফস্টাইল অনুষ্ঠান, শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ছবি আঁকা, গান শেখা, নাচ শেখা, ক্রাফটিং, ব্যায়াম, আত্মরক্ষার কৌশল, ভাষার ব্যবহার, বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি, দলগত কাজের মানসিকতা তৈরি, গল্প বলা, আবৃত্তি, ভ্রমণ থেকে শুরু করে জাদু প্রদর্শনী, কুইজ শো, নিজেদের নির্মিত কার্টুন সিরিজ, সেই সঙ্গে বাংলায় ভাষান্তরিত বিদেশি বিভিন্ন অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ও কার্টুন দুরন্ত টিভিতে প্রচার করা হয়।

বিটিভিতে ‘দৃষ্টিকোণ’

বাংলাদেশ টেলিভিশনের নতুন নাটক *দৃষ্টিকোণ*-এর একটি দৃশ্য। শফিকুর রহমানের রচনায় নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মনিরুল হাসান। অভিনয় করেছেন সালমান আরাফাত, সালহা খানম নাদিয়া, আরিফ হোসেন, আশরাফ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, অপু হাসান, ডেভোরা সিলভিয়া। নাটকটি প্রচারিত হবে আজ রাত ৯টা ৫ মিনিটে। ছবি : বিটিভির সৌজন্যে

“ইংল্যান্ড তো অনেক ভালো দল, র‍্যাঙ্কিংয়ে এক, **দুই**, তিনের মধ্যেই থাকে সব সময়। তবে আমরা আশা**বাদী**।

সোবহানা মোশতারি
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া জয়টাই ইংল্যান্ডের **বিপক্ষেও** অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের মেয়েদের

প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল গোয়ালিয়রে অনুশীলনের সময় মাহমুদউল্লাহ-মোস্তাফিজ-তানজিমদের দৌড় প্রতিযোগিতা। ছবি : বিসিবি

আত্মবিশ্বাস নিয়েই ইংল্যান্ডের সামনে

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খেলাধুলায় জয়ের চেয়ে বড় উদ্দীপক আর কী হতে পারে! ম্যাচ জেতার স্বাদ টাটকা থাকতে থাকতেই আরেকটি দলের বিপক্ষে মুখোমুখি হওয়ার আগে মানসিকভাবে তো একটু হলেও চাঙা থাকা যায়। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলও যেমন আছে।

পরশু শারজায় স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে ১০ বছর পর পাওয়া সেই জয়ের স্মৃতি টাটকা থাকতেই আজ আবার মাঠে নামছে নিগার সুলতানার দল। দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ কাগজ-কলমের শক্তিতে অনেক এগিয়ে থাকা ইংল্যান্ড। সাবেক চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া জয়টাই বড় অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের।

তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা বলেই একটু সমস্যা। এর আগে টি-টোয়েন্টিতে তিনবার খেলে তিনবারই যে হেরেছে বাংলাদেশ, যার সর্বশেষটি ২০১৮ সালে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর একবারই দেখা হয়েছে এই দুই দলের, সেটি ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে। বোলিংয়ে মোটামুটি ভালো করলেও সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ঠিক ১০০ রানে। শারজায় আজ তাই কঠিন পরীক্ষাই দিতে হবে নিগারদের।

এমন পরীক্ষায় নামার আগে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া জয়টাই যে অনুপ্রেরণা সেটি কাল বললেন বাংলাদেশের ব্যাটার সোবহানা মোশতারিও, ‘ইংল্যান্ড তো অনেক ভালো দল, র‍্যাঙ্কিংয়ে এক, দুই, তিনের মধ্যেই থাকে সব সময়। তবে আমরা আশাবাদী। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরুর করার পর আমাদের আত্মবিশ্বাস এখন অনেক উঁচুতে। অনেক দিন পর টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছি, সর্বশেষ ওদের বিপক্ষে খেলেছিলাম ওয়ানডেতে। আগামীকাল (আজ) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ১০০ ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করব।’

স্কটল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডকেও যদি হারাতে পারে বাংলাদেশ, সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে অনেকটাই। কাজটা কঠিন, তবে বাংলাদেশ নারী দলের পেসার জাহানারা আলম বললেন ইংল্যান্ডকে হারানোর লক্ষ্য নিয়েই আজ খেলতে নামবেন তাঁরা, ‘ইংল্যান্ড সহজ প্রতিপক্ষ নয়, আমরা জানি, আগামীকাল (আজ) কঠিন লড়াই হবে। চেষ্টা করব আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলার। সবাই মিলে যেভাবে প্রথম ম্যাচটি জিতেছি, দ্বিতীয় ম্যাচেও এমন পারফরম্যান্স করতে চাই। ভালো একটা জয় পেয়েছি, সেই মোমেন্টাম ধরে রেখে চেষ্টা করব সামনে এগোনোর। অবশ্যই আমরা জেতার জন্য খেলব, বাকিটা আল্লাহ ভরসা।’

নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারতের হার

হার দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলো ভারতের। দুবাইয়ে কাল নিউজিল্যান্ড ৫৮ রানে হারিয়েছে ভারতকে। নিউজিল্যান্ড করেছিল ৪ উইকেটে ১৬০ রান। ১৯ ওভারে ভারত অলআউট ১০২ রানে। দুই কিউই পেসার রোজমেরি মেয়ার (৪/১৯) ও লিয়া তাহুহু(৩/১৫) মিলে ৭ উইকেট নিয়েছেন। তবে ম্যাচসেরা হয়েছেন ৩৬ বলে ৫৭ রান করা অধিনায়ক সোফি ডিভাইন। দিনের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

শারজায় কাল অনুশীলনের অবসরে বাংলাদেশ দলের পেসার জাহানারা আলম। ছবি : বিসিবি

বিক্ষোভ নিষিদ্ধ গোয়ালিয়রে

বাংলাদেশ-ভারত ১ম টি-টোয়েন্টি

খেলা ডেস্ক

গোয়ালিয়রে বাংলাদেশ-ভারত সিরিজে প্রথম টি-টোয়েন্টি আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ৬ অক্টোবরের ম্যাচটি ঘিরে বিক্ষোভ মিছিল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক প্রচারণায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের খবরে বলা হয়, প্রশাসনিক নির্দেশনাটি এসেছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে হিন্দু মহাসভা ও কয়েকটি সংগঠনের বিক্ষোভের জেরে। বাংলাদেশে গত আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতন-পরবর্তী ঘটনায় হিন্দুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের অভিযোগ তুলে রোববারের ম্যাচটি বাতিলের দাবি তুলেছে তারা।

হিন্দু মহাসভার ‘গোয়ালিয়র বন্ধ’-এর ডাক ও অন্যান্য সংগঠনের ম্যাচ বাতিলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমপিসিএ) ও স্থানীয় প্রশাসন নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। দুই দলের জন্য কঠোর নিরাপত্তার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের হোটেল থেকে বের হতেও বারণ করা হয়েছে।

পিটিআই জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত গোয়ালিয়র জেলায় বিক্ষোভ ও উসকানিমূলক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রুচিকা চৌহান। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিত (বিএনএসএস) আইনের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী, এ সময়ে বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা ধর্মীয় উত্তেজনা উসকে দেয়, এমন অডিও-ভিডিও, ছবিসহ কোনো ব্যানার, পোস্টার, কাটআউট, পতাকা ও উত্তেজক বার্তা বহনকারী কিছু প্রচার করা যাবে না। পাঁচজনের বেশি একত্র হওয়া, আতশবাজি বহন করা, ছুরি বা বর্শার মতো ধারালো অস্ত্রপাতি বহন করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ ঘিরে গোয়ালিয়রে নিরাপত্তা ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় প্রায় ১ হাজার ৬০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১*
অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা	বিকেল ৪টা
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড	রাত ৮টা
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল	বিকেল ৫-৩০ মি.
আর্সেনাল-সাউদাম্পটন	রাত ৮টা
এভারটন-নিউক্যাসল	রাত ১০-৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২*
ম্যানচেস্টার সিটি-ফুলহাম	রাত ৮টা
লা লিগা	*জিএক্সআর ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট*
রিয়াল মাদ্রিদ-ভিয়ারিয়াল	রাত ১টা
জার্মান বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
ইউনিয়ন বার্লিন-ডর্টমুন্ড	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

সাকিব-শূন্যতাই বড় দুশ্চিন্তা

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে আপাতত বিদায় বলে দেওয়া সাকিবের অভাবই সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ দলের জন্য বড় দুশ্চিন্তার বিষয়।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *গোয়ালিয়র থেকে*

‘নতুন শুরু’—কথাটা বাংলাদেশ ক্রিকেটে কদিন পর পরই শোনা যায়। নতুন করে শোনা গেল ভারতের গোয়ালিয়রে গতকাল বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলনে। এই ভারতেই দুই বছর পর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরার আগে নাজমুলের কথা—এই সিরিজ দিয়েই তাদের সেই বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু হতে যাচ্ছে। দেখালেন ভারতকে তাদের মাটিতে সিরিজে হারানোর স্বপ্নও!

সেই স্বপ্নের অভিযানে দীর্ঘদিনের সারথি সাকিব আল হাসানকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে আপাতত বিদায় বলে দেওয়া সাকিবের অভাব বাংলাদেশ দলের জন্য বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। ব্যাটিং ও বোলিংয়ের এত বড় শূন্যতা কে পূরণ করবেন? সব ধরনের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৪৪৪ ম্যাচের অভিজ্ঞতার বিকল্প তো হুট করেই পাওয়া যায় না। তার ওপর তিনি সাকিব। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু গ্যারি সোবার্সের বিকল্প খুঁজে পায়নি, দক্ষিণ আফ্রিকা পায়নি জ্যাক ক্যালিসের বিকল্প। কপিল দেব অবসরের পর দীর্ঘদিন ভুগেছে ভারত, ইমরান খানের বিকল্প পায়নি তো পাকিস্তানও। বাংলাদেশকেও তাই সাকিবকে ছাড়া খেলতে শিখতে হবে।

“সাকিব ভাই যেহেতু এত দিন ছিলেন, এখন একটু অ্যাডজাস্টমেন্টে প্রবলেম হবে, একাদশ সাজাতে একটু প্রবলেম হবে। কারণ, সাকিব ভাই ব্যাটিং-বোলিং দুই দিক থেকে ভালো কম্বিনেশন দিতেন

টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাকিবের না থাকা নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন

গত কয়েক বছর বিভিন্ন সময় ছুটি নেওয়ায় কিছুটা হলেও সাকিবকে ছাড়া খেলার প্রথম পাঠটা পেয়েছে বাংলাদেশ। তখন কয়েকজন ‘মিনি-অলরাউন্ডার’ নিয়ে সাকিবের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ। এবারও তাঁরা (শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন) আছেন। একই সঙ্গে ঘোষণা দিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজকে সাকিবের বিকল্প হিসেবে দলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নাজমুলও কাল বললেন, ‘সাকিব ভাই যেহেতু এত দিন ছিলেন, এখন একটু অ্যাডজাস্টমেন্টে প্রবলেম হবে, একাদশ সাজাতে একটু প্রবলেম হবে। কারণ, সাকিব ভাই ব্যাটিং-বোলিং দুই দিক থেকে ভালো কম্বিনেশন দিতেন। আমরা মিরাজকে দলে নিয়ে এসেছি। আমরা আশা করব মিরাজ যেন ওই জায়গাটায় দ্রুত মানিয়ে নেয়।’

নতুন শুরুর আগে মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলতে হলো নাজমুলকে। ২০২৬ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় তিনি আছেন তো? মাহমুদউল্লাহকে ঘিরে এই আলোচনাটা অবশ্য নতুন নয়। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকেই মাহমুদউল্লাহর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তবে ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিপিএল খেলে আবারও জাতীয় দলে ফিরেছেন, খেলেছেন ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচ খেলে মাহমুদউল্লাহ রান করেছেন মাত্র ৯৫, স্ট্রাইক রেট রানের চেয়েও কম (৯৪)।

বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পরও বাংলাদেশ দলের ভারত সফরের দলে রাখা হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে। নাজমুলও বললেন, ‘রিয়াদ ভাইয়ের জন্য এই সিরিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়তো উনি নির্বাচকদের সঙ্গে কথাও বলবেন। এ বিষয়ে আমি খুব একটা পরিষ্কার নই; কিন্তু আমার মনে হয় যে (ভবিষ্যৎ নিয়ে) অবশ্যই নির্বাচক ও বোর্ডের সঙ্গে তাঁর একটা আলোচনা তো হবেই।’

ভারত সিরিজই মাহমুদউল্লাহর শেষ সিরিজ হতে যাচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নে নাজমুলের উত্তর, ‘এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা কোনো আলোচনায় যাইনি; কিন্তু হয়তো সামনের দিকে হবে। এখন এই আলোচনায় যেতেও চাই না; কারণ, সিরিজ শুরু হচ্ছে।’

যে পথে উঠে আসছেন মায়াঙ্করা

ভারতের ক্রিকেট

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি (এনসিএ) এখন ডালপালা গজিয়ে হয়েছে বিশাল এক বটবৃক্ষ। যার ছায়াতলে ভারতীয় ক্রিকেট হয়ে উঠেছে বিশ্ব ক্রিকেটেরই অন্যতম পরাশক্তি।

ভারতীয় ক্রিকেট অবকাঠামোতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা দেশটির জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির। বিসিসিআই

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

মায়াঙ্ক যাদব তখন মাত্র দুটি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলেছেন। লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের স্কাউট দল ওই দুটি ম্যাচ দেখেই নিশ্চিত হয়ে যায়—ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন ‘গতি তারকা’ হবেন মায়াঙ্ক। কিন্তু দিল্লির তরুণকে দলে নিয়েই আইপিএলে খেলিয়ে দিতে চাননি লক্ষ্ণৌর তখনকার কোচ গৌতম গম্ভীর। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি মায়াঙ্ককে এক বছর ধরে তৈরি করে। প্রথম শ্রেণি ও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে আরও কিছু ম্যাচ খেলার পর গত বছরের আইপিএলে অভিষেক হয় মায়াঙ্কের। চোটে ছিটকে পড়ার আগে তিনি মাত্র চারটি ম্যাচ খেলেন, গতির ঝড় তুলে নেন ৭ উইকেট।

নিজেকে প্রমাণের জন্য মায়াঙ্ককে আরও একটি আইপিএল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ অক্টোবর শুরু তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে প্রথমবারের মতো ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ২২ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার।

প্রতিভা থাকলে যে সিঁড়ি বেয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের চূড়ায় উঠে আসা যায়, তার সবচেয়ে তাজা উদাহরণ মায়াঙ্ক। বিশ্ব ক্রিকেটের পরাশক্তি দলটা গত পাঁচ-ছয় বছরে এমন অনেক ক্রিকেটার পেয়েছে, যাঁরা ভারতের বড় শহর থেকে আসা নয়। জাতীয় দল দূরের কথা, একসময় সেসব অঞ্চলের প্রতিভারা রঞ্জি ট্রফি পর্যন্তই পৌঁছাতে পারতেন না। আইপিএল স্কাউট, বিসিসিআই নির্বাচন প্রক্রিয়া মিলে এখন দেশটিতে এমন একটা কাঠামো দাঁড়িয়েছে, ভারতের কোনো অজপাড়াগাঁয়েও যদি কেউ ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারে বল করে, তাঁকেও খুঁজে পাবে ভারতের ক্রিকেট।

জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিরও (এনসিএ) বিরাট ভূমিকা আছে এতে। ২০১৯ সালে রাহুল দ্রাবিড় ও পরশ মামব্রে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির দারুণ আধুনিকায়ন হয়েছে। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট কাঠামোকে ভারতে এনে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে চেষ্টা ছিল দুজনের। এখন এনসিএ ডালপালা গজিয়ে হয়েছে বিশাল এক বটবৃক্ষ। যার ছায়াতলে ভারতীয় ক্রিকেট হয়ে উঠেছে বিশ্ব ক্রিকেটেরই অন্যতম পরাশক্তি।

কদিন আগেই দুলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হয়েছে ভারতের ক্রিকেট মৌসুম, যা শেষ হবে আগামী বছরের আইপিএল দিয়ে। পুরো ক্রিকেট মৌসুমে সারা ভারতে সব পর্যায় মিলিয়ে প্রায় ২২০০টি ম্যাচ হবে। সব ম্যাচের প্রতিটি বল ভিডিও করা হবে, জমা হবে এনসিএর ডেটাবেজে। খেলোয়াড়দের কে কোন পর্যায়ে আছেন, কোথায় যাবেন, সেখানে যেতে কী করতে হবে, তা বিশ্লেষণ হয় এনসিএর ডেটাবেজ থেকে। কোনো ক্রিকেটার যখন বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে জাতীয় দলে আসেন, তখন তাঁর আগের ৬-৭ বছরের সব ম্যাচের তথ্য থাকে নির্বাচকদের হাতে। বিসিসিআই এনসিএর এই সুবিধা শুধু জাতীয় দলের আশপাশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, প্রতিটি রাজ্যের খেলোয়াড়েরা নিজের অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি নিয়ে এলেই এনসিএর সুবিধা পান।

অবশ্য শুধু ভিডিও ফুটেজ আর স্কোরকার্ডই একজন খেলোয়াড়ের মাপকাঠি হতে পারে না। আবার সব সময় মাঠে নির্বাচক পাঠানোও সম্ভব হয় না। বিসিসিআইয়ের নির্বাচকেরা সেসব ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সাহায্য নিয়ে থাকেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত প্রতিটি ম্যাচে ম্যাচ রেফারিকে একটি করে ‘পারফরম্যান্স চার্ট’ দেওয়া হয়, যা দেখে নির্বাচকেরা কোন খেলোয়াড় ম্যাচের কোন মুহূর্তে রান করছেন, তার একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়ে থাকেন। এরপর প্রয়োজনবোধ করলে ওই নির্দিষ্ট একজনের খেলা দেখতে মাঠে নির্বাচক পাঠানো হয়। ম্যাচ বা টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান, সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলারদের নিয়ে দল নির্বাচনের সহজ প্রক্রিয়া এখন ভারতীয় ক্রিকেটে অতীত। আইপিএল দলগুলোর স্কাউটরা তো আরও গভীরে গিয়ে ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করেন। তাঁরা আম্পায়ার, ম্যানেজার, স্কোরারদের সঙ্গেও কথা বলেন।

আইপিএল আর বিসিসিআইয়ের টুর্নামেন্টের পাশাপাশি ভারতের আঞ্চলিক টুর্নামেন্টগুলোও এখন খেলোয়াড় তৈরির দারুণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেরই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আছে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগ শুরু হলে যেমন আইপিএল স্কাউটদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বরুণ চক্রবর্তী, টি নটরাজনরা জাতীয় দলে এসেছেন আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টিতে নজর কেড়েই।

বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা দলগুলোর মধ্যেই অন্যতম ভারত। হয়তো এ সময়ের সেরাও। তবু দলের গভীরতা ও বৈচিত্র্যে নিজেদের ছাড়িয়ে যাওয়ার নেশা তাদের। আর সে জন্যই দেশটির ক্রিকেট এমন এক অবকাঠামো তৈরি করেছে, প্রতিভা আর সামর্থ্য থাকলে ভারতীয় ক্রিকেট আপনাকে খুঁজে নেবেই।

একসঙ্গে ৪ ভাইয়ের বিয়ে

খেলা ডেস্ক

সন্দেহাতীতভাবে আফগানিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা রশিদ খান। সম্ভবত দেশটির সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলরও হয়ে উঠেছিলেন রশিদ। কারণ, ২৬ বছর বয়সী লেগ স্পিনার কবে বিয়ে করবেন, এ নিয়ে তাঁর ভক্তদের মধ্যে ছিল প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল। অবশেষে সেসবের ইতি ঘটল।

আফগান অলরাউন্ডার রশিদ খান ও তাঁর তিন ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন রশিদের সতীর্থ মোহাম্মদ নবী (মাঝে)। ইনস্টাগ্রাম

বিয়ে করেছেন আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক রশিদ খান। তা-ও একা নন; একসঙ্গে বিয়ে করেছেন তাঁর তিন ভাইও। গত পরশু কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে রশিদ ও তাঁর তিন ভাই আমির খলিল, জাকিউল্লাহ ও রাজা খান শুভ কাজ সারেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রশিদের সতীর্থ মোহাম্মদ নবী, মুজিব উর রহমান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নজিবউল্লাহ জাদরান, রহমত শাহ, ফজলহক ফারুকি, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) প্রধান নির্বাহী নসিব খানসহ আরও অনেকে। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পশতুন রীতি অনুযায়ী বিয়ে করেছেন রশিদ ও তাঁর তিন ভাই। তবে তাঁদের স্ত্রীদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

বিয়ের অনুষ্ঠানে রশিদ ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে তোলা একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী। তিনি লিখেছেন, ‘তোমাদের বিয়েতে অনেক অনেক অভিনন্দন। তোমাদের জীবন ভালো ও সমৃদ্ধ হোক।’ কদিন আগেই বিয়ে করেছেন ওমরজাই। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার এবার রশিদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘বিয়ে করার জন্য জাতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন রশিদ খানকে অভিনন্দন। আল্লাহর রহমতে তার সুখী জীবন কামনা করছি।’

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রশিদের নেতৃত্বেই সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান, যা বৈশ্বিক আসরে দেশটির জাতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় অর্জন। গত এক বছরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশকে হারিয়ে দিয়েছেন আফগানরা। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও জিতেছেন। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজের জয়ের দিনটা ছিল রশিদের ২৬তম জন্মদিন। ৫ উইকেট নিয়ে বিশেষ দিনটি রাঙিয়ে রাখেন রশিদ।

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের পানিতে নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর দুই লেন সড়কের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার হাতিপাগার গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

বাড়তি লোক নিয়োগ, আছে অনিয়মও

ইডিসিএল

অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে মালামাল ক্রয় ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও। একটি শক্তিশালী চক্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে কবজা করে রেখেছে।

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী জনবল দরকার সর্বোচ্চ আড়াই হাজার। কিন্তু সেখানে কাজ করেন ৫ হাজার ৬০০ মানুষ। তিন হাজারের বেশি বাড়তি লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সদ্য সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক এহসানুল কবিরের সময়। অভিযোগ আছে, অর্থের বিনিময়ে বাড়তি নিয়োগ হয়েছে।

ইডিসিএলে শুধু নিয়োগ নয়, অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে মালামাল ক্রয় ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও। শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নিজেরাই ইডিসিএলের সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। নতুন সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইডিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তিনি যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারেন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এহসানুল কবির ইডিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ২ অক্টোবর। পরদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন এমডি নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

চর্মরোগবিশেষজ্ঞ এহসানুল কবির আওয়ামী লীগ-সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাচিপের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি এমডি হিসেবে নিয়োগ পান ২০১৪ সালে। বর্তমানে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক।

বর্তমানে ইডিসিএলে এমডির দায়িত্ব আছেন পরিচালন বিভাগের পরিচালক মো. আব্দুল হামিদ খান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান না। তিনি এহসানুল কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। মুঠোফোনে বারবার চেষ্টা করেও এহসানুল কবিরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। খুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রায় ৩ হাজার ১০০ বাড়তি জনবল

ইডিসিএল নিজের কারখানায় উৎপাদন করে সরকারি হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ করে। সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা হাসপাতাল, জেলা বা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ করে ইডিসিএল। সরকারি হাসপাতালের ওষুধের সব চাহিদা ইডিসিএল পূরণ করতে পারে না। হাসপাতালগুলোকে বাজার থেকে ওষুধ কিনতে হয়। আবার বাজারে ইডিসিএলের ওষুধ বিক্রি হয় না। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইডিসিএল ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার ওষুধ সরকারি হাসপাতালে দিয়েছিল।

> “যথেচ্ছ নিয়োগ, অবৈধ ব্যবসা, আরও নানা দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে রেখেছে। এটা আর চলতে দেওয়া যায় না। এখন সময় এসেছে প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজানোর।
>
> **মুশতাক হোসেন**, জনস্বাস্থ্যবিদ

বাজারে একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, যারা বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার বেশি ওষুধ বিক্রি করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তারা ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করেছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে এক হাজারের কম মানুষ কাজ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ইডিসিএলের সংশ্লিষ্ট শাখার সূত্রে জানা গেছে, এহসানুল কবির এমডির দায়িত্ব নেওয়ার সময় ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানে ২ হাজার ৫৭৭ জন কাজ করতেন। তখনো জনবল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছিল। তারপরও নিয়মিতভাবে মানুষ বাড়ানো হয়েছে। এমডি, ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তা ও শ্রমিক লীগের নেতারা মিলে একটি শক্তিশালী চক্র এখানে কাজ করেছে। গত ১০ বছরে আরও ৩ হাজার ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সময় দুটি জেলার মানুষ এখানে বেশি কাজ পেয়েছেন।

অভিযোগ আছে, প্রতিটি নিয়োগ থেকে তাঁরা ৫০ হাজার থেকে দুই-তিন লাখ টাকা করে নিয়েছেন। একজন কর্মকর্তা বলেছেন, লাভ যদি না থাকবে, তাহলে বাড়তি লোক কেন নিয়োগ দেওয়া হবে?

বাড়তি লোকবলের কারণে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, তাঁদের বেতন-ভাতায় বিপুল অর্থ পরিশোধ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, অফিসে ও কারখানায় অনেক মানুষ বেকার ঘোরার কারণে কাজের পরিবেশ নিম্ন পর্যায়ে। তিন বছর আগে করোনা মহামারির সময় একজন নারী কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, এক কক্ষে অনেকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয় বলে তিনি অফিস করতে ভয় পান।

নিজ প্রতিষ্ঠানেই ব্যবসা

মনোয়ারুল আমিন বর্তমানে ইডিসিএলের পরিকল্পনা শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি ফার্মা কেমিক্যালস লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের একজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়ায় নিষেধ আছে। শুধু তা-ই নয়, তিনি ফার্মা কেমিক্যালসের হয়ে ব্যবসা করেছেন ইডিসিএলের সঙ্গে। ফার্মা কেমিক্যালস ওষুধ তৈরির কাঁচামাল সরবরাহ করেছে ইডিসিএলে। অভিযোগ আছে, ফার্মা কেমিক্যালসকে ব্যবসা করতে দেওয়ার বিনিময়ে আর্থিক সুবিধা পেতেন সদ্য সাবেক এমডি।

২৯ বছর ধরে ইডিসিএলে চাকরি করছেন মনোয়ারুল আমিন। ইডিসিএলের সঙ্গে ব্যবসা করার কথা স্বীকার করে ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি জানতাম না চাকরিবিধি অনুযায়ী আমার ব্যবসা করা নিষেধ। যখন জেনেছি, তখন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা অন্যের নামে করে দিয়েছি। এখন কোনো ব্যবসা নেই।'

ব্যবসা করার অভিযোগে মনোয়ারুল আমিনসহ দুজনকে সম্প্রতি সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে তদন্ত চলছে।

এদের ওষুধ তৈরি করে অন্যরা

ইডিসিএলের কারখানা ও প্রতিষ্ঠান আছে পাঁচ জায়গায়। ওষুধ তৈরি হয় ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জের কারখানায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসব কারখানায় অনেক যন্ত্র পড়ে থাকে। যন্ত্রগুলোর পূর্ণ ব্যবহার হতে দেখা যায় না। এ ছাড়া কনডম তৈরি হয় খুলনার কারখানায়। এ কারখানার জন্য রাবার উৎপাদিত হয় টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায়।

ইডিসিএল নিজের কিছু ওষুধ অন্যকে দিয়ে বা অন্যের কারখানায় তৈরি করে নেয়। এই পদ্ধতি 'টোল ম্যানুফ্যাকচারিং' নামে পরিচিত। ওষুধের মোড়কে প্রস্তুতকারী হিসেবে ইডিসিএলের নাম উল্লেখ থাকলেও ওষুধ তৈরি হচ্ছে অন্য প্রতিষ্ঠানে। এ রকম চারটি প্রতিষ্ঠানের নাম জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চারটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইডিসিএলের ৬০০ কোটি টাকার ওষুধ তৈরি করে দিয়েছে। আর্থিক লাভের বিনিময়ে এসব প্রতিষ্ঠান ইডিসিএলকে ওষুধ তৈরি করে দেয়। ইডিসিএলের ভেতরের একটি বিশেষ চক্র এই টোল ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। নিজেদের সক্ষমতা না বাড়িয়ে, বর্তমান ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করে তারা বছরের পর বছর ধরে অন্যের কারখানায় নিজের ওষুধ তৈরি করছে।

এ ব্যাপারে ইডিসিএলের ব্যবস্থাপক (বিপণন) জাকির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের স্থানের সংকট আছে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই। সেই কারণে আমাদের টোল ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হয়।'

নিয়োগ চলছেই

২৭ আগস্ট প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক এস এম আহসানের সই করা চিঠি পাঠানো হয় বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার আহসেদপুর গ্রামের মো. নাঈম ইসলামের কাছে। তাঁকে 'প্রকৌশল হেল্পার' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইডিসিএলের কর্মকর্তারা বলছেন, ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পরও দেড় শর বেশি নিয়োগ হয়েছে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানে।

৫ আগস্টের পর নতুন সরকারের সময় কত নিয়োগ হয়েছে, তা মনে করতে পারেননি এস এম আহসান। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন নিয়োগ বন্ধ।'

জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলে আসছেন, ইডিসিএলকে শক্তিশালী করতে হবে। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এনে এর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে। উৎপাদনে ওষুধের ধরন ও পরিমাণ বাড়ালে বাজারে ওষুধের দামে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মানুষ সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে বেশি ওষুধ পাবে।

জনস্বাস্থ্যবিদ মুশতাক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, যথেচ্ছ নিয়োগ, অবৈধ ব্যবসা, আরও নানা দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে রেখেছে। এটা আর চলতে দেওয়া যায় না। সময় এসেছে প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজানোর। পাশাপাশি দুর্নীতি-অনিয়মের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

শারদীয় দুর্গোৎসব

প্রদীপ সরকার, *ঢাকা*

মণ্ডপে মণ্ডপে পুরোদমে চলছে বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি। প্রায় সব মণ্ডপে প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। এখন চলছে রং-তুলির আঁচড় দেওয়ার কাজ। কোনো কোনো মণ্ডপের প্রতিমা পুরোপুরি প্রস্তুতও হয়ে গেছে। মণ্ডপ তৈরি, আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জার কাজও চলছে পুরোদমে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর তিনটি মণ্ডপ ঘুরে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

গত বুধবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার দেবীর বোধন। পরদিন বুধবার দুর্গা দেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ ও বিহিতপূজা হবে। বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক রূপে পূজিত।

রাজধানীর রমনা কালীমন্দির প্রাঙ্গণেও প্রতিবছরের মতো এবারও দুর্গাপূজার আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। গতকাল সন্ধ্যায় দেখা যায়, প্রতিমার অবকাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। এখন চলছে রং করার কাজ।

১৪ বছর ধরে রমনার প্রতিমা তৈরির কাজ করেন রতন পাল। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বৃহস্পতিবার থেকে প্রতিমা রং করা শুরু করেছেন। সোমবারের মধ্যে রং করা, বস্ত্র পরিধানসহ প্রতিমা তৈরির যাবতীয় কাজ শেষ করার আশা তাঁর।

রমনা কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এই মণ্ডপ ছাড়াও রাজধানীর কলাবাগান, মণিপুরীপাড়া, তেজকুনিপাড়া, শাহীনবাগ ও আজিমপুর মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি করছেন রতন পাল। প্রতিমা পুরোপুরি প্রস্তুত করে শেষে সেসব মণ্ডপে মণ্ডপে পৌঁছে দেবেন। তিনি ঢাকাসহ নীলফামারী, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, নড়াইল ও মাদারীপুরে মোট ১১টি প্রতিমা তৈরি করছেন। গত বছর ১৬টি প্রতিমা তৈরি করেছিলেন।

রতন পাল বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার তিনি কম প্রতিমা তৈরি করছেন। সেই সঙ্গে প্রতিমা তৈরির মজুরিও এবার অনেক কম।

রাজধানীর খামারবাড়িতে ৩৩ বছর ধরে দুর্গাপূজার আয়োজন করে আসছে সনাতন সমাজকল্যাণ সংঘ নামের একটি সংগঠন। এবারও সংগঠনটি দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে। গতকাল বিকেলে গিয়ে দেখা যায়, আলোকসজ্জা ও মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত একজন শিল্পী। গতকাল রাজধানীর রমনা কালীমন্দিরে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

সংগঠনটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশীষ দে *প্রথম আলোকে* বলেন, এবার তাঁদের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ঢাকার ধামরাই উপজেলায়। প্রতিমা প্রস্তুত হয়ে গেছে।

অন্যান্য বছর রাজধানীর অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজার মণ্ডপ হিসেবে খামারবাড়ির এই মণ্ডপ আলোচনায় থাকে। তবে আয়োজকেরা জানান, এবার দেশে অস্থিরতার কারণে সাদামাটাভাবে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। কারণ, প্রতিবছর দুর্গাপূজা শুরুর তিন মাস আগে কাজ শুরু হয়ে যায়। এবার তা সম্ভব হয়নি। শুরুতে অর্থের সংস্থানও হচ্ছিল না। তবে এখন অনেকেই অর্থ দিতে চাইছেন।

রাজধানীর কলাবাগান মাঠেও এবার দুর্গাপূজা হচ্ছে। সেখানে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর সারা দেশে ৩২ হাজার ৪০৮টি দুর্গাপূজা হয়। ঢাকা মহানগরে পূজার সংখ্যা ছিল ২৪৫। তবে সারা দেশ ও ঢাকায় এবার কত পূজা হচ্ছে, তা এখনো জানায়নি পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ।

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে আতঙ্কে রয়েছেন। তবে তখন থেকেই এই উৎসবকে ঘিরে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অতি সম্প্রতি পাবনা, কিশোরগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, এবার দুর্গাপূজা নিয়ে আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ আছে। তাঁর মতে, সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে, যাতে পূজা ঠিকভাবে করা যায়। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদও ধর্মীয় আঙ্গিকে ভালোভাবে পূজা করার চেষ্টা করছে।

শেরপুর ও ময়মনসিংহে আকস্মিক বন্যা, তলিয়ে গেছে ১৬৩ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*, **প্রতিনিধি**, *শেরপুর ও নালিতাবাড়ী*

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে শেরপুর ও ময়মনসিংহের বেশ কিছু অংশে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। শেরপুরের নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় কমপক্ষে ১১৩টি গ্রাম এবং ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় ৫০টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, ভেসে গেছে পুকুরের মাছ। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবারের মানুষ।

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর বাঁধ ভেঙে ও পানি উপচে পড়ছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নদী দুটির পানি বাড়তে শুরু করে। রাতে পানির তোড়ে পোড়াগাঁও, নয়াবিল, রামচন্দ্রকুড়া, বাঘবেড় ইউনিয়নসহ পৌরসভার গড়কান্দা ও নিচপাড়া এলাকা প্লাবিত হয়। চেল্লাখালী নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে নন্নী-আমবাগান সড়ক, নন্নী-মধুটিলা ইকোপার্ক সড়ক, আমবাগান-বাতকুচি সড়ক। এসব সড়কে যান চলাচল বন্ধ আছে।

ঝিনাইগাতীতে উপজেলা পরিষদ চত্বর, সদর বাজারসহ ৪০ গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে।

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তঘেঁষা রানীশিমুল ও সিঙ্গাবরুণা ইউনিয়নের ১৩ গ্রামের প্রায় দুই হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ঢলের পানিতে অনেক সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। আমনের খেত নিমজ্জিত হয়েছে।

রানীশিমুল ইউনিয়নের হালুয়াহাটি গ্রামের কাশেম মিয়া বলেন, গতকাল ভোরে হঠাৎ বাড়ির উঠানে পানি দেখতে পান। দুপুরের দিকে একমাত্র বসতঘরটি প্রায় তলিয়ে গেছে।

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নেতাই নদের বাঁধ ভেঙে উপজেলার অন্তত ৫০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এলাকাগুলো বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মুঠোফোনের নেটওয়ার্কও নেই।

উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, দিনভর টানা বৃষ্টি চলছে। গতকাল বিকেল থেকে নেতাই নদের বাঁধ ভাঙতে শুরু করে। কালিকাবাড়ি, পঞ্চনন্দপুর, সেহাগীপাড়া, মন্দিরঘোনাসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বাঁধ ভেঙে গেছে। পাহাড়ি ঢলে অন্তত ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে।

সাগরে লঘুচাপ, সারা দেশে ভারী বৃষ্টি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

শেরপুরের উত্তরে ভারতের মেঘালয়-আসামে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভাটিতে শেরপুরেও প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার সারা দিনে শেরপুরে ২৬১ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের পানি মিলে শেরপুরে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, বঙ্গোপসাগরে এরই মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ শনিবার উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি বাড়তে পারে। রাজধানীসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের আকাশে মেঘ বাড়তে পারে। কোথাও কোথাও হঠাৎ বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ বলছে, গতকাল দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে দিনভর আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টি হয়েছে কম, ১২ মিলিমিটার। ঢাকা বিভাগের মধ্যে আরিচায় সর্বোচ্চ ৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের হিসাবে এ নিয়ে দেশের ভেতরে চলতি বছর ৯ দফা বন্যা হয়ে গেল। গত এক দিনে শুধু শেরপুরের সীমান্ত নদী ভোগাই-কংস নদের পানি সাড়ে ৬ মিটার বেড়েছে। ওই পানি আজকের মধ্যে ময়মনসিংহ হয়ে নেত্রকোনা দিয়ে নামবে। অর্থাৎ ওই দুই জেলার নিম্নাঞ্চল আজকের মধ্যে বন্যার পানিতে প্লাবিত হতে পারে। এ নিয়ে এ বছর সিলেটে মোট তিনবার, ফেনী-কুমিল্লা-নোয়াখালীতে তিনবার, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় একবার করে ও শেরপুর-ময়মনসিংহে একবার বন্যা হয়ে গেল।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, এবার বর্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল। উজানে ভারতীয় অংশে ও বাংলাদেশে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে এবার বন্যার প্রবণতা বেশি। আর বড় নদ-নদী অববাহিকা, যেমন ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-পদ্মায় বৃষ্টি ও বন্যা কম হয়েছে।

সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, আগামী দুই দিন দেশের অন্তত চারটি জেলায় বন্যার পানি থাকতে পারে। সেই সঙ্গে সিলেট ও চট্টগ্রামের উজানে ভারতীয় অংশেও ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফলে ওই দুই বিভাগের নদ-নদীর পানি দ্রুত বাড়তে পারে। তবে তা বিপৎসীমা অতিক্রম করার আশঙ্কা কম। দেশের বাকি এলাকায় আপাতত পানি বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই।

পাঠকের লেখা-৩৯

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

জাপানে আমাদের তিন সপ্তাহ

এম তারেক ইউ আহমেদ, *সুগন্ধা আবাসিক এলাকা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম*

২০১১ সাল। বছর তিনেক হলো একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করছি। কিছু পেশাগত কোর্স করার সুযোগ খুঁজছিলাম। অবশেষে জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে ওসাকায় তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণে যাওয়ার সুযোগ হলো। আমার স্যার গাঁইগুঁই করছিলেন। যদি ফিরে না আসি! মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। জীবনে প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি, তা-ও জাপানের মতো দেশে।

ঢাকা থেকে রাত তিনটার ফ্লাইটে হংকং ও তাইওয়ানে যাত্রাবিরতি দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় জাপানে পৌঁছালাম। বাংলাদেশ থেকে আমরা ছিলাম ৯ জন। এই প্রোগ্রামে ৩ মহাদেশের ৯টি দেশ থেকে ২৯ জন অংশ নিয়েছিল।

আমাদের রিসিভ করতে এলেন এক ভদ্রলোক। একটা ফুল দিয়ে কোস্টারে তুলে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন 'কন বানওয়া'। এর অর্থ হলো শুভসন্ধ্যা।

গাড়ি গিয়ে থামল টয়োটা শহরের চু বু কেনসু সেন্টারে। এখানেই হবে আমাদের প্রশিক্ষণ। আইচি প্রিফেকচারের একটি শহর হচ্ছে টয়োটা আর এই প্রিফেকচারের রাজধানী নাগোয়া।

পরদিন ছিল পরিচয় পর্ব। জাপানি প্রশিক্ষক মুরাতা আর ইয়ামাজকি জানিয়ে দিলেন, প্রথম ১০ দিন তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা হবে। আর শেষ ১০ দিন হবে জাপানের কিছু নামী কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আর কারখানা পরিদর্শন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টয়োটা গাড়ি প্রস্তুত কারখানা, প্যানাসনিক ইলেকট্রনিক কোম্পানি, ডানলপ টায়ার। আমাদের সমন্বয়ক ছিলেন ওডাগাওয়া সান, বেশ স্মার্ট নারী।

পরিচয় পর্বের পর ছিল একে অপরকে উপহার দেওয়া ও নেওয়ার আয়োজন। ঘানা থেকে আসা জন ও অন্য দুই নারী হিলডা ওসেই ও বোটেমা মানোউনটি সবাইকে কফির প্যাকেট দিয়েছিল। আমি সবাইকে দিলাম পাটের তৈরি ছোট ওয়ালমেট আর রুমাল, যা কিনেছিলাম আড়ং থেকে।

একদিন দুপুরে জাপানি একজনকে দেখলাম চপস্টিক দিয়ে খাচ্ছেন, তা-ও আবার মাছ। তিনি প্রথমে নিলেন নুডলস। এরপর সামান্য একটু ভাত আর মাছ। তাঁকে দেখে আমারও চপস্টিক দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা হলো। প্রথম প্রথম সমস্যা হলেও সত্যিই আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

একদিন ক্যানটিনে ভারতীয় বিরিয়ানি আর কাবাব রান্না হয়েছিল। আমরা আগে আগে গিয়ে তৃপ্তিসহকারে খেলাম। যাঁরা পরে গেলেন, তাঁদের ভাগে কিছুটা কম পড়ল। জাপানি খাবারে মসলা কম দেওয়া হয়। তাই ভারতীয় খাবারের অপেক্ষায় থাকতাম আমরা।

নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো তাত্ত্বিক ক্লাস।

এবার আমাদের কোম্পানি পরিদর্শনের পালা। আমাদের প্যানাসনিকের প্রধান কার্যালয় ওসাকায় যেতে হবে। বাহন ছিল জাপানের বুলেট ট্রেন। স্টেশনের এয়ারে ঘোষণা এল সিনকানসেন (বুলেট ট্রেন) আসছে। ট্রেনের ভেতরটা দেখে আমি পুরো থ। এ যেন বিমান লুক। বাংলাদেশ থেকে যারা ছিল, সবার ছিল এটা প্রথম বুলেট ট্রেনে ওঠা। সবাই ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। ট্রেন এত গতিতে চলছে, তবে বোঝার উপায় নেই। কোনো ঝাঁকি নেই। বাইরের পাহাড়, গাছপালা, বাড়িঘর দ্রুত পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে ফুরিয়ে আসছিল দিনগুলো।

রাতে লুঙ্গি পরে ঘুমাতাম। একদিন রাত ১২টায় দরজায় ঘানার জন নক করল। দরজা খুলে দেখি, জনের সঙ্গে হিলডা ও বোটেমাও এসেছে। তারা এসেছে আড্ডা দিতে। আমাকে লুঙ্গি পরা দেখে ওরা খুব আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ওদের কাছে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, কোনো কিছু ছাড়া এই লুঙ্গি কীভাবে কোমরে আটকে থাকে! লুঙ্গির প্রিন্ট ওদের খুব পছন্দ হলো। আমার কাছে আবদার করল এটা তাদের উপহার দিতে হবে।

প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগের দিন ছিল বিশেষ আকর্ষণ। সবাইকে নিজ দেশের জাতীয় পোশাক পরে আসতে হবে। আমি চিন্তা করলাম, কী পরব? অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম লুঙ্গি পরেই যাব আর সঙ্গে ফতুয়া।

ওই দিন বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের প্রশিক্ষণার্থীরা যার যার দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে এসেছিল। কিন্তু সবাই আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ট্রেইনার মুরাতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তিনি আমাকে ডায়াসে ডাকলেন। লুঙ্গিটা কীভাবে পরতে হয়, সেটা দেখাতে বললেন। আড়াই হাত লুঙ্গি কীভাবে কোমরে আটকে থাকে, তা অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়। তা দেখানোর পর সবাই হাততালি দিয়েছিল।

তিন সপ্তাহ শেষ। দেশে ফেরার পালা। বেশ কিছু শব্দ—'কনিচুয়া', 'সুমিমাসেন', 'সায়োনারা', 'দো ইটাশিমাশিট' এখনো মনে দাগ কেটে আছে। এই চার শব্দের অর্থ যথাক্রমে শুভ অপরাহ্ণ, দুঃখিত, বিদায়, আপনাকে স্বাগত। বেশি বন্ধুত্ব হয়েছিল ঘানার জন, হিলডা, বোটেমা, নেপালের বাহাদুর, থাইল্যান্ডের আঙ্গাকুরা থান্ডাকুলামের সঙ্গে। হিলডা ও বোটেমার সঙ্গে এত ভাব হয়েছিল যে ওদের বিয়ের কার্ড আমাকে পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিল।

আপনাদের সবাইকে 'দোমো আরিগাদো' (অনেক ধন্যবাদ)।

টাঙ্গাইলে ৪ ও জামালপুরে নিহত ৩

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আটজন। এর বাইরে জামালপুর সদরে সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাসহ তিনজন ও কুমিল্লায় একজন নিহত হয়েছেন।

টাঙ্গাইলের দুর্ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু সড়কের ময়মনসিংহ লিংক রোডে। জামালপুরের দুর্ঘটনাটি গতকাল শুক্রবার সকালে ও কুমিল্লারটি বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে।

টাঙ্গাইলে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলার ঘাগড়া গ্রামের মিজানুর রহমান (৩৩) ও জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার মহিষান গ্রামের জিয়াউল হাসান (৩৫)। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত চারজনই বাসের যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এলেঙ্গা হাইওয়ে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নান্নু খান বলেন, আহত ব্যক্তিদের টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে জামালপুরের দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার টিউবওয়েলপাড়া মোড় এলাকায় জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কে। সেখানে নিহত তিন ব্যক্তি হলেন জামালপুর শহরের বেলুটিয়া কামিল মাদ্রাসার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মোস্তাফিজুর রহমান, মেলান্দহ উপজেলার কাপাসহাটিয়া এলাকার বাসিন্দা অটোরিকশাচালক রোকন মাহমুদ (৪৫) ও একই উপজেলার শেখ সাদি এলাকার আবদুল মালেক (৫০)।

কুমিল্লার দেবীদ্বার পৌর এলাকার বারেরা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে মিনিবাসের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন রানু বেগম (৪০)। তিনি সেখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের অভ্যর্থনাকর্মী ছিলেন। তাঁর বাবার বাড়ি উপজেলার চরবাকর গ্রামে। তিনি দেবীদ্বার পৌর এলাকায় দুই শিশুসন্তান নিয়ে ভাড়ায় বসবাস করতেন। এ ঘটনায় হাসপাতালের এক নার্স ও অটোরিকশাচালক আহত হন।

[তথ্য দিয়েছেন *প্রথম আলোর* **প্রতিনিধিরা**]

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৪ অক্টোবর, ২০২৪
১৯ আশ্বিন, ১৪৩১
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- নতুন নীতিমালায় একজন প্রবাসী কত টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন?
  উত্তর: ১০ লাখ টাকা। (বাংলাদেশ ব্যাংক)
- সম্প্রতি কোন বাংলাদেশি টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ উদীয়মান প্রভাবশালীর তালিকায় স্থান পেয়েছে?
  উত্তর: অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।
- 'সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩' কবে পাস হয়?
  উত্তর: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

- ২০২৮ সালের মধ্যে কতটি গ্যাসকূপ খনন করা হবে?
  উত্তর: ১০০টি। (বিদ্যু, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ উপদেষ্টা)
- 'বিশ্ব প্রাণী দিবস' কবে পালিত হয়?
  উত্তর: প্রতিবছর ৪ অক্টোবর।
- সম্প্রতি ফিলিস্তিনের কে 'রাইট লাইভলিহুড' পুরস্কার পেয়েছেন?
  উত্তর: ইসা আমরো (৪৪)। [অধিকারকর্মী]
- নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় কবে থেকে?
  উত্তর: অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার। (৭ অক্টোবর চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজয়ীর নাম ঘোষণা হবে)
- পরবর্তী ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন-২০২৪ আয়োজন করবে কোন দেশ?
  উত্তর: মিসর।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৩ অক্টোবর, ২০২৪
১৮ আশ্বিন, ১৪৩১
২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- বাংলাদেশ প্রথম কত সালে প্লাটিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে?

  উত্তর: ২০০2 সালে। (বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে)

- বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে মোট কী পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে?

  উত্তর: ৯৪ হাজারের বেশি।

- পৃথিবীর কত শতাংশ কলের পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে?

  উত্তর: ৮৫ শতাংশ।

- সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা করতে চেয়েছে?

  উত্তর: চীন। (বাংলাদেশ থেকে চীনে রপ্তানির উদ্দেশ্যে)

- নারী টি-২০ বিশ্বকাপ-২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী দেশ কতটি?

  উত্তর: ১০টি।

- ২০২৪ সালের নারী টি-২০ বিশ্বকাপ কোন দেশে আয়োজন করা হয়েছে?

  উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত। (আয়োজক দেশ: বাংলাদেশ)

- সম্প্রতি এনবিআর কোন দেশের পণ্যকে 'লাল-তালিকামুক্ত' করার নির্দেশনা জারি করেছে?

  উত্তর: পাকিস্তান।

- কোন দেশ বাংলাদেশের পুলিশ সংস্কারে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে?

  উত্তর: ইতালি। (প্রধান উপদেষ্টাকে ইতালির রাষ্ট্রদূত)
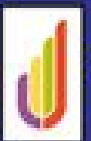
আজকের
সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ কোনটি?

ক. বাংলাদেশ খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. শ্রীলঙ্কা

২. ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কয়টি দল অংশ নিয়েছে?

ক. ১৬টি খ. ১০টি
গ. ২৪টি ঘ. ১২টি

৩. যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কে?

ক. টিম ওয়ালজ খ. জো বাইডেন
গ. কমলা হ্যারিস ঘ. ডোনাল্ড ট্রাম্প

৪. ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নির্বাচনী প্রতীক কোনটি?

ক. ম্যাপল ট্রি খ. গাধা
গ. হাতি ঘ. ঘোড়া

৫. দুই জার্মানি (পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি) কখন একত্রিত হয়?

ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৯১ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৮৯ সালে

৬. জার্মানিতে সরকার প্রধানের পদবি কী?

ক. কাইজার খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. প্রেসিডেন্ট ঘ. চ্যান্সেলর

৭. জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন' (ITU)-এর সদর দপ্তর কোথায়?

ক. মার্শেই খ. জেনেভা
গ. নিউ ইয়র্ক ঘ. প্যারিস

৮. জার্মানির বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?

ক. ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টিনমায়ার খ. অ্যাঙ্গেলা মের্কেল
গ. ওলাফ শোলজ ঘ. ইমানুয়েল মাঁখো

সঠিক উত্তর:

১. ক	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. ঘ	৭. খ	৮. ক		

৩ অক্টোবর, ২০২৪

- প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন- মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া।
- বিবিএস এর দেয়া সর্বশেষ তথ্য মতে, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি- ৯.৯২%।
- সেপ্টেম্বর মাসে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি- ১০.৪০%।
- আইন কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন- আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জিনাত আরা।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে পুঞ্জীভূত বিদেশি ঋণের পরিমাণ- ৬ হাজার ৭৯০ কোটি ডলার।
- ৯৭ তম অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে যে চলচ্চিত্রটি- বলীঃ দ্য রেসলার।
- আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী- টিম ওয়ালজ(ডেমোক্র্যাট) ও জে ডি ভ্যান্স(রিপাবলিকান) ।
- নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলবে- ৩ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত, সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: বৃহস্পতিবার

✍ দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব কে?

উত্তর: সিরাজ উদ্দিন মিয়া।

[প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়া জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা সিরাজ উদ্দিন মিয়া আট বছর আগে অবসরে যান। তাকে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।] সূত্র- কালেরকণ্ঠ।

Image Ref. খবরের কাগজ

✍ সুন্দরবন কী ধরনের বনভূমি?

উত্তর: স্রোতজ।

[বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমি হলো স্রোতজ বনভূমি বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনভূমি। সম্প্রতি,সুন্দরবনের করমজলে বিশেষ প্রশিক্ষণ ভ্রমণে এসেছেন ২১টি দেশের ৭৫ জন সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা।] সূত্র- ইত্তেফাক।

Image Ref. উইকিপিডিয়া

✍ বাংলাদেশে প্রথম রপ্তানিমুখী ড্রোন তৈরি করবে কোন প্রতিষ্ঠান?

উত্তর: 'স্কাই বিজ'।

[বাংলাদেশে তৈরি হবে মনুষ্যবিহীন আকাশযান (ইউএভি) বা ড্রোন। নতুন একটি কোম্পানি 'স্কাই বিজ' এই ড্রোন তৈরি করবে। এসব ড্রোন মূলত বিদেশে রপ্তানি করা হবে। ড্রোনের কারখানার জমির জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করছে প্রতিষ্ঠানটি।] সূত্র- ডেইলি স্টার।

Image Ref. ইত্তেফাক

✍ বর্তমানে আইন কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান কে?

উত্তর: বিচারপতি জিনাত আরা।

[আইন কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জিনাত আরা। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এছাড়া সদস্য পদে হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামীম হাসনাইন ও অধ্যাপক ড. নাঈমা হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।] সূত্র- সমকাল।

Image Ref. সমকাল

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: বৃহস্পতিবার

✍ গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'র রিপোর্টে, সামরিক সক্ষমতায় ইরান কত তম শীর্ষ দেশ?

উত্তর: ১৪তম।

[গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরান সামরিক সক্ষমতার দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়ে আছে। তবে দুটি দেশই বিশ্বের সামরিক শক্তিধর দেশের শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে অবস্থান করছে। সামরিক সক্ষমতায় শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে ইরানের অবস্থান ১৪ আর ইসরায়েলের অবস্থান ১৭।] সূত্র- বিবিসি।

Image Ref.
Jugantor

✍ 'ডি-৮' কী?

উত্তর: উন্নয়নশীল ৮টি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক জোট।

[ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিশর।মিশর আয়োজিত অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশনের এই শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কসহ ৮টি উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষ নেতাদের একত্রিত করবে।] সূত্র- ঢাকা পোস্ট।।

Image Ref.
The Business Standard

✍ সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিবকে 'পারসনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করেছে কোন দেশ?

উত্তর: ইসরায়েল।

[জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ইসরায়েল।দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজবলেছেন, জাতিসংঘ মহাসচিবকে 'পারসনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করা হয়েছে এবং তিনি ইসরায়েলে প্রবেশ করতে পারবেন না।] সূত্র- কালেরকণ্ঠ।

Image Ref.
BBC

✍ নবম নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছে –

উত্তর: বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ড।

[পর্দা উঠলো নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের। উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশের মেয়েরা। বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি।] সূত্র- ইত্তেফাক।

Image Ref.
Cric Info